উত্তরবঙ্গের আত্মার আত্মীয়

উত্তরবঙ্গ সংবাদ

সেনসেক্স : ৭৪,০৬৮.৪৫ (+১৩৭২.০৬)

নিফটি : ২২,৯১২.৪০ (+৩৯৯.৭৫)

চিরনিদ্রায় গেলেন হরিশ রানা ৩

আজকের সম্ভাব্য তাপমাত্রা

শিলিগুড়ি		জলপাইগুড়ি		কোচবিহার		আলিপুরদুয়ার	
সর্বোচ্চ	সর্বনিম্ন	সর্বোচ্চ	সর্বনিম্ন	সর্বোচ্চ	সর্বনিম্ন	সর্বোচ্চ	সর্বনিম্ন
৩১°	১৯°	৩১°	১৯°	৩১°	১৯°	২৬°	১৬°

যুদ্ধ চলছেই, মোদিকে ফোন ট্রাম্পের ৩

১৬ হাজার ৬০০ কোটিতে বিক্রি আরসিবি কিনল চার সংস্থা ১১

শিলিগুড়ি ১০ চৈত্র ১৪৩২ বুধবার ৫.০০ টাকা 25 March 2026 Wednesday 12 Pages Rs. 5.00 ইন্টারনেট সংস্করণ www.uttarbangasambad.in Vol No. 46 Issue No. 304

ঘাসফুল ছেড়ে পদ্মের বাগানে বংশী-অর্ঘ্য

কোচবিহার ও কলকাতা, ২৪ মার্চ : জল্পনাই সত্যি হল। মঙ্গলবার বিজেপিতে যোগ দিলেন তৃণমূলের প্রাক্তন বিধায়ক অর্ঘ্য রায় প্রধান ও গ্রেটার নেতা বংশীবদন বর্মন। পদ্ম-পতাকা হাতে নিয়ে রাজবংশী ডেভেলপমেন্ট অ্যান্ড কালচারাল বোর্ডের চেয়ারম্যান বংশীর বক্তব্য, 'রাজবংশীদের ভাষাকে অষ্টম তফশিলে অন্তর্ভুক্ত করা ও রাজবংশী ভাষা ও সংস্কৃতি রক্ষায় কেন্দ্রীয় সরকারের কাছে আশ্বাস পেয়েছি। অমিত শা সহ বিজেপির কেন্দ্রীয় নেতৃত্বের সঙ্গে কথা হয়েছে।'

DESUN HOSPITAL SILIGURI
যে কোনও বিপদে ভরসা থাক ডিসানে
• হার্ট অ্যাটাক • স্ট্রোক
• বার্ন • অ্যাক্সিডেন্ট
24x7 Emergency
90 5171 5171

■ শুভেন্দু ও শমীকের হাত থেকে পতাকা নিয়ে বিজেপিতে যোগ বংশী-অর্ঘ্য-গিরিজাশংকরের

■ নগেনের সঙ্গে তৃণমূলের সখ্য বাড়ার পরই বেসুরো হয়েছিলেন বংশী

■ পরেশকে মেখলিগঞ্জে তৃণমূল প্রার্থী করার পরই অর্ঘ্য দল ছাড়ার সিদ্ধান্ত পাকা করে ফেলেন

তাঁদের সঙ্গেই বিজেপি-তে যোগ দিয়েছেন উত্তরবঙ্গের নামী শিক্ষাবিদ ডঃ গিরিজাশংকর রায়।

মঙ্গলবার কলকাতায় বিজেপির রাজ্য সভাপতি শমীক ভট্টাচার্য ও বিরোধী দলনেতা শুভেন্দু অধিকারীর হাত ধরে তাঁরা পদ্ম শিবিরে নাম লেখান। বংশী বিজেপিতে যোগ দিতে পারেন বলে মাসখানেক আগে থেকেই জল্পনা চলছিল। মেখলিগঞ্জ থেকে শাসকদলের টিকিট না পাওয়ায় ক্ষুব্ধ ছিলেন একসময় হলদিবাড়ির দাপুটে নেতা অর্ঘ্য। দুজনেই তাঁদের অনুগামীদের নিয়ে পদ্ম শিবিরে নাম লেখানোয় জেলার রাজনীতিতে নতুন করে সমীকরণ তৈরি হচ্ছে। শাসকদল ছেড়ে বিজেপিতে যোগ দিয়েই তৃণমূলের বিরুদ্ধে দুর্নীতির অভিযোগ তুলেছেন অর্ঘ্য। বিধানসভা নির্বাচনে তাঁর দিকে থাকা গ্রেটার কর্মীরা বিজেপিকেই সমর্থন করবে বলে স্পষ্ট করে দিয়েছেন বংশী।

এরপর আটের পাতায়

বঙ্গের ভোটরঙ্গ

সাজেশান মিলছে, খুশি মমতা

শুভজিৎ দত্ত

চালসা, ২৪ মার্চ : চা বলয়ের আসন জিততে সংখ্যালঘু খ্রিস্টান সম্প্রদায়ের ভোটে নজর দিতে বলেছিলেন ডুয়ার্সের প্রার্থীরা। প্রথম সিমেস্টারের পরীক্ষার হলে সেই সাজেশান যেন মিলে গেল। মুখ্যমন্ত্রী ও রাজ্য সরকারের ভূয়সী প্রশংসা করে মালবাজারের একটি প্রোটেস্টান্ট চার্চের প্যাস্টর বসন্ত লামা বলেছিলেন, 'গত বছরের ২৫ ডিসেম্বর যখন অন্য রাজ্যের চার্চগুলিতে হামলার মতো একাধিক ঘটনা ঘটছে তখন আমাদের রাজ্যের মুখ্যমন্ত্রী এখানকার চার্চগুলিতে কেক বিতরণ করছেন। অনুষ্ঠানে অংশ নিচ্ছেন। এর থেকেই আদর্শগত পার্থক্য স্পষ্ট।' পাশে বসে মমতা বন্দ্যোপাধ্যায় হাসিমুখে, মাথা নেড়ে সায় দিলেন।

চা বলয়ে প্রায় ২০ শতাংশ খ্রিস্টান ভোটকে এবার টার্গেট করেছে তৃণমূল। সেই ছকেই মঙ্গলবার চালসার সেন্ট লুসি চার্চে ডুয়ার্সের নানা স্থান থেকে আসা ফাদার, প্যাস্টর,

চালসার সেন্ট লুসি চার্চে মমতা বন্দ্যোপাধ্যায়। মঙ্গলবার।

সিস্টার সহ খ্রিস্টান ধর্মাবলম্বীদের সভা থেকে রাজ্যে নির্বাচনি প্রচার শুরু করলেন তৃণমূল নেত্রী। জমায়েতে ভাষণ দিতে গিয়ে মমতা সরাসরি রাজনীতির কোনও কথা বলেননি। খ্রিস্টান সমাজের তরফে তাঁকে চা বাগানে গুডফ্রাইডের দিন যাতে সবেতন ছুটি বরাদ্দ করা হয় এমন অনুরোধ জানানো হয়। মমতা বলেন, 'এখন নির্বাচন ঘোষণা হয়ে গিয়েছে। চা বাগানে গুডফ্রাইডের ছুটি নিয়ে এখন কোনও প্রতিশ্রুতি দেওয়া সম্ভব নয়। ভ্যানিস কুমার তাহলে কেস করে দেবে। ক্ষমতায় আসার পর আগামী বছর বিষয়টি দেখা হবে।' তাঁর সংযোজন, 'ভারত সরকার যখন ২৫ ডিসেম্বরের ছুটি বন্ধ করে দিয়েছিল খুব দুঃখ হয়েছিল।

এরপর আটের পাতায়

জয়ের অঙ্ক ভীষণ কঠিন

লম্বা 'অজুহাত' শংকরের

শিলিগুড়িতে প্রচারে বিজেপি প্রার্থী শংকর ঘোষ। -ফাইল চিত্র

নীতেশ বর্মন

শিলিগুড়ি, ২৪ মার্চ : -দলের বড় কর্মসূচিতে সামনের সারিতে থাকেন। তাছাড়া, আপনাকে সারাবছর শহরে সেভাবে দেখা যেত না বলে অভিযোগ রয়েছে।

শিলিগুড়ির বিজেপি প্রার্থী তথা বর্তমান বিধায়ক শংকর ঘোষ এর আগেও এই প্রশ্নের উত্তরে দাবি করেছিলেন, 'বিধায়ক আর বিধানসভার মুখ্য সচেতক হওয়ার সুবাদে কিছুটা সময় বিধানসভায় থাকতে হয়েছে। তারপরও শহরের মানুষের দাবিদাওয়া নিয়ে পথে নেমেছি। আন্দোলন করেছি। দিল্লিতে গিয়ে বরাদ্দ চেয়েছি। শহরে না থাকার অভিযোগ ভিত্তিহীন।'

-পাঁচ বছরে আপনার তহবিল থেকে কী কী উন্নয়ন হল শহরে?

এর জবাবেও বরাবরের মতো তাঁর যুক্তি, 'আমি তো খরচ করতেই চেয়েছি। পুরনিগম আর জেলা প্রশাসনের বাধায় সব আটকে গিয়েছে।'

বিরোধী রাজনৈতিক দলগুলো তো বটেই, বিজেপিতে শংকরের বিরোধীরাও এসব শুনে মুখ টিপে হাসেন আর টিপ্পনী কাটেন, 'বিধায়ক সাহেবের তিনটে হাত। কেউ প্রশ্ন করলেই অজুহাতটি খাঁড়া করেন।'

শংকর বেশ কয়েকবার বিধায়ক এলাকা উন্নয়ন তহবিলের টাকা আটকে দেওয়ার অভিযোগে আন্দোলনে করেছেন। শহরের যানজট, পানীয় জলের সংকট থেকে গাছ কাটা, ফুটপাথ দখলের ইস্যুতেও পথে নামতে দেখা গিয়েছে তাঁকে। কিন্তু সেই সমস্ত সমস্যার সমাধানে বিধায়ক হিসেবে কী উদ্যোগ নিয়েছেন? এমন প্রশ্নের উত্তর খুঁজছেন নাগরিকরা।

তৃণমূলের অভিযোগ, বিজেপি প্রার্থী সমাধানের পথ খোঁজার চেষ্টাটুকুও করেননি। তিনি শুধু চেয়েছেন, ঘোলা জলে মাছ ধরতে। অন্যের ভুল চোখে আঙুল দিয়ে দেখিয়ে দেওয়ার পাশাপাশি যে নিজেকেও আয়নায় দেখা জরুরি, তা হয়তো শংকর বেমালুম ভুলেই গিয়েছেন।

শাসক শিবিরের যুক্তি, বিধায়কের দল তো কেন্দ্রে ক্ষমতাসীন। ব্যক্তিগত উদ্যোগে সেই সরকারের কাছে আবেদন জানিয়ে শহরের জন্য বিশেষ প্যাকেজ আনতে পারতেন তিনি। অন্যদিকে,

শিলিগুড়ির মেয়র তথা তৃণমূল কংগ্রেস প্রার্থী গৌতম দেবের দাবি, 'পুরনিগম বিধায়কের কোনও টাকা আটকে রাখেনি।'

গৌতমের প্রশ্ন, 'শংকর একসময় পুরনিগমের বাম বোর্ডের মেয়র পারিষদ ছিলেন। গুরুত্বপূর্ণ বিভাগের দায়িত্ব ছিল তাঁর কাঁধে। শহরের জন্য এই সমস্ত খাতে কোন কোন উল্লেখযোগ্য কাজ করে গিয়েছেন? মানুষ ওঁর ব্যর্থতা ভুলে যাননি।'

শংকর অবশ্য দাবি করলেন, 'কেন্দ্রের কাজ বাস্তবায়িত করতে হলে, রাজ্যের মাধ্যমে করতে হয়। আমি দিল্লির কাছে মাল্টিলেভেল পার্কিংয়ের জন্য দরবার করেছি।

এরপর আটের পাতায়

উত্তরে এনএসআর !

জাতীয় কূটনৈতিক মহলে আলোচনা শুরু

শুভঙ্কর চক্রবর্তী

শিলিগুড়ি করিডর বা 'চিকেন নেক' নিয়ে গত কয়েক দশকে ভূ-রাজনৈতিক আলোচনার অন্ত নেই। কিন্তু সেই আলোচনার চাকা বরাবরই থমকে গিয়েছে কেবল সামরিক কৌশল আর মানচিত্রের কাঁটাতারের হিসেবে। এবার দিল্লির 'ন্যাশনাল ক্যাপিটাল রিজিওন' বা এনসিআর-এর ধাঁচে শিলিগুড়িকে 'ন্যাশনাল স্ট্র্যাটেজিক রিজিওন' বা এনএসআর হিসেবে গড়ে তোলা নিয়ে রাজধানীতে কূটনৈতিক স্তরে আলোচনা শুরু হল। সূত্রের খবর, সেনার অভ্যন্তরেও বিষয়টি নিয়ে চর্চা হচ্ছে। সম্প্রতি একাধিক জাতীয় নিরাপত্তা এজেন্সি ওই বিষয়ে দিল্লিতে তাদের রিপোর্ট জমা দিয়েছে।

উত্তর-পূর্ব ভারতের সঙ্গে দেশের মূল ভূখণ্ডের একমাত্র যোগসূত্র লুকিয়ে রয়েছে উত্তরবঙ্গের বুকেই। যে সংকীর্ণ ভূখণ্ডটি 'চিকেন নেক' বা শিলিগুড়ি করিডর নামে বিশ্বজুড়ে পরিচিত, তা কেবল একটি ট্রানজিট

উত্তরবঙ্গ সংবাদ স্পেশাল

রুট নয়, ভারতের জাতীয় সুরক্ষা এবং অখণ্ডতার অন্যতম প্রধান স্নায়ুকেন্দ্র। এই করিডরের একদিকে নেপাল, অন্যদিকে বাংলাদেশ এবং ভুটান। আর সামান্য উত্তরেই রয়েছে চিন অধিকৃত তিব্বত এবং স্পর্শকাতর চুম্বি উপত্যকা। ডোকালাম বিতর্কের পর এই অঞ্চলের ভূ-রাজনৈতিক গুরুত্ব যে বহুগুণ বৃদ্ধি পেয়েছে, তা প্রতিরক্ষা বিশেষজ্ঞরা বারবার মনে করিয়ে দিয়েছেন। জাতীয় সুরক্ষার এত বড় একটি ভরকেন্দ্র হওয়া সত্ত্বেও, শিলিগুড়ি, সংলগ্ন ডুয়ার্স এবং দার্জিলিং পাহাড়কে নিয়ে আজ পর্যন্ত সুসংহত এবং দূরদর্শী কোনও জাতীয় স্তরের পরিকল্পনা গ্রহণ করা না হওয়ায় আক্ষেপ করেছেন একাধিক জাতীয় নিরাপত্তা এজেন্সির কর্তারা। তাঁদের যুক্তি, যুগের পর যুগ ধরে এই অঞ্চলটি কেন্দ্র এবং রাজ্যের বিচ্ছিন্ন কিছু উন্নয়নমূলক প্রকল্পের সাক্ষী থেকেছে মাত্র। এই খণ্ডিত উন্নয়নের ধারা থেকে বেরিয়ে এসে এবার জাতীয় প্রয়োজনে এনএসআর গঠন জরুরি।

দিল্লির এনসিআর যেমন রাজধানী এবং তার পার্শ্ববর্তী রাজ্যগুলির মধ্যে একটি সুসংহত নগরোন্নয়ন, পরিকাঠামো এবং অর্থনীতির সেতুবন্ধন করেছে, ঠিক তেমনই শিলিগুড়িকে কেন্দ্র করে পাহাড় ও সমতলকে মিলিয়ে এই স্ট্র্যাটেজিক রিজিওন গঠন করা যেতে পারে বলেই প্রস্তাব দেওয়া হয়েছে। তাতে বলা হয়েছে, এই বিশেষ অঞ্চলের জন্য সংবিধানে বা প্রশাসনিক স্তরে বিশেষ ক্ষমতার সংস্থান থাকবে। প্রতিরক্ষা, যোগাযোগ ব্যবস্থা, আন্তর্জাতিক বাণিজ্য এবং পর্যটনের মতো বিষয়গুলিকে মাথায় রেখে এই অঞ্চলের জন্য আলাদা বাজেট এবং সেন্ট্রাল প্ল্যানিং বোর্ড গঠন করা যেতে পারে। যেখানে জাতীয় নিরাপত্তার কারণে কেন্দ্রের সরাসরি নজরদারি এবং রাজ্যের সমান অংশীদারিত্ব থাকবে। বর্তমানে এই অঞ্চলে সেনা, বায়ুসেনা এবং আধাসামরিক বাহিনীর বিশাল উপস্থিতি রয়েছে। নিরাপত্তা এজেন্সিগুলি মনে করছে, সামরিক পরিকাঠামোর পাশাপাশি অসামরিক পরিকাঠামোর উন্নয়ন যদি সমান্তরালভাবে না হয়, তবে আপৎকালীন পরিস্থিতিতে লজিস্টিক সাপোর্ট দেওয়া কঠিন হয়ে পড়ে। এনএসআর গঠিত হলে বাগডোগরা বিমানবন্দর, নিউ জলপাইগুড়ি রেলস্টেশন, এশিয়ান হাইওয়ে এবং পাহাড়ের বিকল্প সড়কগুলির আধুনিকীকরণ একটি ছাতার তলায় আসবে। শুধু সামরিক দৃষ্টিভঙ্গি থেকেই নয়, ভারতের 'অ্যাক্ট ইস্ট পলিসি'-র সফল রূপায়ণের জন্যও এই স্ট্র্যাটেজিক রিজিওন গেম চেঞ্জার হতে পারে। কারণ, এই করিডর দিয়েই দক্ষিণ-পূর্ব এশিয়ার দেশগুলির সঙ্গে ভারতের স্থলপথের বাণিজ্যের সিংহভাগ পরিচালিত হবে।

বিশেষ সূত্রের খবর, বিশেষজ্ঞদের একটি দল বিষয়টি নিয়ে কাজ শুরু করেছে। এই মুহূর্তে শিলিগুড়ি এবং পার্শ্ববর্তী এলাকার অপরিকল্পিত নগরায়ণ, ট্রাফিক যানজট এবং উপযুক্ত শিল্প পরিকাঠামোর অভাব বিশ্বমানের বাণিজ্যের পথে বড় বাধা। বিশেষজ্ঞদের মতে, যদি এই এলাকাকে এনএসআর ঘোষণা করে স্পেশাল ইকনমিক জোন এবং লজিস্টিক হাব গড়ে তোলা হয়, তবে এই অঞ্চলের চেহারাই বদলে যাবে। দার্জিলিং পাহাড়ের রাজনৈতিক অস্থিরতা এবং অনুন্নয়নের যে ক্ষোভ মাঝে মাঝেই মাথাচাড়া দিয়ে ওঠে, এই স্ট্র্যাটেজিক রিজিওন তারও এক স্থায়ী সমাধানসূত্র হতে পারে। পাহাড়ের ইকো-ট্যুরিজম, চা শিল্প এবং বনজ সম্পদের সঠিক ব্যবহার করে যদি এই মাস্টার প্ল্যানের অন্তর্ভুক্ত করা যায়, তবে স্থানীয় যুবসমাজের ব্যাপক কর্মসংস্থান হবে। বেকারত্বের অন্ধকার ঘুচলে বিচ্ছিন্নতাবাদী চিন্তাধারা এমনিতেই দুর্বল হয়ে পড়বে। জাতীয় নিরাপত্তা এজেন্সির এক পদস্থ কর্তার মতে, 'স্ট্র্যাটেজিক রিজিওন গঠন হলে রাজ্য তার ভৌগোলিক সীমানা হারাবে না,

এরপর আটের পাতায়

কী কী সুবিধা

চিকেন নেকে বহুকাল ধরেই নজর বিদেশি শত্রুদের। তাই নিরাপত্তা আরও সুনিশ্চিত করতে অবিলম্বে প্রয়োজন এই অঞ্চলকে 'ন্যাশনাল স্ট্র্যাটেজিক রিজিওন' হিসেবে গড়ে তোলা। এই ভাবনা কার্যকর হলে কী কী সুবিধা হতে পারে, রইল তাঁর সংক্ষিপ্ত ধারণা

প্রশাসনিক ও নিরাপত্তা সমন্বয়

■ দিল্লির এনসিআর-এর আদলে কেন্দ্রীয় কমান্ড গঠন

■ বিএসএফ, সেনাবাহিনী, সিএপিএফ এবং রাজ্য পুলিশের মধ্যে সমন্বয়

■ জাতীয় নিরাপত্তার স্বার্থে একক প্রশাসনিক ছাতা

আন্তর্জাতিক লজিস্টিক হাব

■ নেপাল, ভুটান ও বাংলাদেশের সঙ্গে বাণিজ্যের প্রধান কেন্দ্র

■ উত্তর-পূর্ব ভারতের সাতটি রাজ্যে রসদ সরবরাহ নিশ্চিত করতে বাফার জোন তৈরি

পরিবেশ ও জলসম্পদ রক্ষা

■ হিমালয়ের পাদদেশের জলসম্পদ ও বনাঞ্চল রক্ষা

■ আন্তঃসীমান্ত জল-রাজনীতির মোকাবিলা

■ পরিবেশগত সুরক্ষা ও সম্পদ ব্যবস্থাপনা আরও শক্তিশালী হবে

জাতীয় স্বার্থে জরুরি

■ আলাদা রাজ্য বা স্বশাসিত অঞ্চলের বিতর্কিত দাবির সঙ্গে যুক্ত নয়

■ এটি সম্পূর্ণরূপে একটি জাতীয় সুরক্ষা এবং অর্থনৈতিক মাস্টারপ্ল্যান

■ রাজনৈতিক তর্জা দূরে সরিয়ে রেখে জাতীয় স্বার্থে এই মডেলকে গ্রহণ করা কেন্দ্র এবং রাজ্য- উভয় সরকারের জন্যই লাভজনক

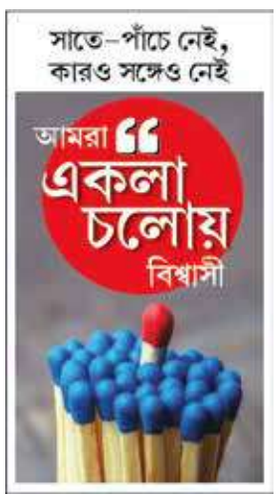

ইউনিফর্মকে হাতিয়ার করে অন্য স্কুলে প্রেম

সাগর বাগচী

শিলিগুড়ি, ২৪ মার্চ : কাণ্ড বটে! প্রেম বলে কথা। কিন্তু বাদ সেধেছে আলাদা স্কুল। প্রেমিকপ্রবররা এক স্কুলের আর প্রেমিকারা আরেক। তাতেই বিপত্তি। স্কুলের সময়টায় প্রেম করার ইচ্ছে হলেও অন্য স্কুলে গিয়ে তা তো আর করা যায় না। কিন্তু কথায় তো রয়েইছে, 'ইচ্ছে থাকলেই উপায় হয়'। সরকারপোষিত স্কুলগুলিতে আজকাল সবই নীল-সাদা ইউনিফর্ম। ফলে এক স্কুলের পড়ুয়া আরেক স্কুলে গিয়ে হাজির হলে হঠাৎ করে তাকে আলাদাভাবে ঠাওর করা কঠিন। ফন্দি মাথায় আসার পরই প্রেমিকাদের ক্লাসে ঢুকে পড়া চলাকালীনও দিব্যি মন দেওয়া-নেওয়া পর্ব চলছিল। প্রথমদিকে কিছু ধরা না পড়লেও শিক্ষকদের সন্দেহ হয়। এরপরই তিন প্রেমিকপ্রবরকে হাতেনাতে পাকড়াও। কিছুটা বকাঝকা। তাতে অবশ্য হিতের তুলনায় উলটোটাই হয়েছে। পরে দেখা যায় কেউ বা কারা স্কুলের বিদ্যুতের সুইচবোর্ড ভেঙে দিয়েছে। ওয়্যারিংয়ের তারও কেটে একাকার। দুটি ক্লাসরুমে ঢুকে কারেন্টের তার ছিঁড়ে দেওয়া হয়েছে। শিক্ষকদের অনুমান, এসব প্রেমে কাঁটা হয়ে দাঁড়ানোরই ফসল। সবকিছু জানিয়ে ফুলবাড়ির পূর্ব ধনতলা হাইস্কুলের তরফে এনজেপি থানায় লিখিত অভিযোগ দায়ের করা হয়েছে।

এর আগে শিলিগুড়ির একটি স্কুলের ছাত্র অন্য একটি স্কুলের ক্লাসরুমে ঢুকে পড়েছিল। সেবারও প্রেমের জোরদার টান ছিল।

এরপর আটের পাতায়

তপনদিঘিতে ডুবেছে উন্নয়নের আশা

প্রতিটি বিধানসভা এলাকা একেকটি জীবন্ত জনপদ। তার নিজস্ব রসায়ন আছে। একেক বিধানসভায় রাজনীতির বোঝাপড়া একেকরকম। আজ নজরে তপন

সৌরভ রায় ও মণিশংকর ঠাকুর

তপন, ২৪ মার্চ : এককালে টলটলে জল থাকত তপনদিঘিতে। লোককথা মতে, অধুনা গঙ্গারামপুর, একদা বানগড়ের রাজা বান তর্পণ করতে ছুটে আসতেন এই তপনদিঘিতে। অথচ এখন সেই দিঘি কচুরিপানা আর আগাছায় ঢাকা।

যে দিঘিতে ইতিহাস বাঁচে, সে দিঘিতে নাকি রাজনীতিও ভাসে। কিন্তু তপনের রাজনীতি দিঘিকে ভাসায়নি। ডুবিয়েছে।

আচ্ছা, তপনে কী কী উন্নয়ন হয়েছে? জানতে চাইলেই হাত তুলে দিঘির দিকটা দেখিয়ে দিলেন এক প্রবীণ। দিঘির কথা তো অছিলা মাত্র। গর্তে ভরা রাস্তায় কাদা, গ্রামীণ হাসপাতালে মশার কামড়, শুনসান কিষান মান্ডি- আঙুলের কর গুনে 'উন্নয়ন' দেখিয়ে দেবেন লোকজন।

তপনের চৌরিঙ্গতে দাঁড়িয়ে কথা হচ্ছিল পানের দোকানদার বলরাম হালদারের সঙ্গে। পানের খিলি বানাতে বানাতেই বলরাম বললেন, 'প্রশাসনের উদাসীনতা আর রাজনৈতিক নেতৃত্বের দূরদর্শিতার অভাবে তিল তিল করে তপনদিঘিকে মেরে ফেলা হয়েছে। সবাই তো আখের গোছাতে ব্যস্ত।'

দিঘি সংলগ্ন এলাকায় থাকেন কৃষ্ণ বিশ্বাস। বলছিলেন, 'যবে থেকে দিঘির পাড় ঘেঁষে সীমানা প্রাচীর হল, সেদিন থেকে দিঘিতে বাইরের জল ঢোকার রাস্তা বন্ধ হয়ে গেল। শুধু বর্ষার বৃষ্টিতে কি আর মাছ চাষের উপযুক্ত জল জমা হয়! ধীরে ধীরে জঙ্গলে ভরে গেল প্রায় গোটা দিঘি। মাটি খোঁড়ার কাজ অসমাপ্ত রেখে চলে গেল ঠিকাদার।' নতুন করে আর মাটি খোঁড়ার টেন্ডার করেনি প্রশাসন। কেন করেনি? সাধারণ মানুষের মনে প্রশ্ন আছে। তবে উত্তর দেয় না কেউ।

এরপর আটের পাতায়

ভোট আসে যায়, কিডনি বিক্রি থামে না

রায়গঞ্জের বিন্দোল পঞ্চায়েতের জালিপাড়া গ্রামে অভাব নিত্যসঙ্গী। ভোট এলেও ভাগ্য ফেরে না। মেয়ের বিয়ের যৌতুকের টাকা জোগাড় করতে এবারে এক গৃহবধূ সিঙ্গাপুরে গিয়ে কিডনি বিক্রি করে এলেন।

বিশ্বজিৎ সরকার

হেমতাবাদ, ২৪ মার্চ : এই রাজা আসে ওই রাজা যায়/ জামা কাপড়ের রং বদলায়/ দিন বদলায় না! বীরেন্দ্র চট্টোপাধ্যায়ের লেখা 'রাজা আসে যায়' কবিতার এই লাইনগুলি যেন রায়গঞ্জ থানার বিন্দোল গ্রাম পঞ্চায়েতের জালিপাড়া গ্রামের বাসিন্দাদের মনের প্রতিচ্ছবি। এই গ্রামকে ঘিরে রংয়ের রাজনীতির কিসসা জারি থাকে। কিন্তু গ্রামের গরিব মানুষদের দিনের কোনও বদল হয় না। অভাবে পড়ে এখানকার বাসিন্দাদের অনেকে এখনও কিডনি বিক্রি করছেন। আর এটাই যে তাঁদের ভবিতব্য তা যেন এখানকার বাসিন্দারা স্পষ্ট বুঝে গিয়েছেন।

মঙ্গলবার এলাকায় গিয়ে দেখা গেল ছোটরা গাছে উঠে তৃণমূল কংগ্রেসের পতাকা বাঁধতে চরম ব্যস্ত। মন্ত্রী সত্যজিৎ বর্মন বিকেলে ভোট প্রচারে আসবেন। তাই তাদের মধ্যে এত ব্যস্ততা বলে তারা জানাল। আসন্ন বিধানসভা ভোট নিয়ে এলাকার বড়দের মধ্যে অবশ্য সেভাবে কোনও তাপ উত্তাপ নেই। গ্রামের প্রায় ১৫০০ বাসিন্দা বলতে গেলে একরকম নির্বিকারই। নরেশ জালি বললেন, 'মুখ্যমন্ত্রী কে হবেন তা নিয়ে আমাদের কী? প্রতিদিন পরিবারের সকলের পেটে খাবার জুটবে কি না তা নিয়েই চিন্তায় থাকি।' প্রায় একই সুরে গ্রামের আরেক কিডনিহারা বাসিন্দা বাবলু জালি তাঁর যন্ত্রণার কথা জানিয়ে বললেন, 'দিনভর খেটে সকলের পেটে ভাত জোগানো সম্ভব কি না সেই চিন্তাতেই থাকি।' ভোট নিয়ে কী চিন্তা করব বলে তাঁর পালটা প্রশ্ন।

'কিছুই পাইনি', আক্ষেপ বিন্দোলের মহিলাদের মুখে।

বাগডোগরা বিমানবন্দর থেকে একটি অ্যাম্বুল্যান্স এদিন সকালে গ্রামে এসে পৌঁছায়। তাতে এক মহিলা ছিলেন। তিনি নিজের কিডনি বিক্রি করে দিয়েছেন। মাস দেড়েক আগে ওই মহিলা তাঁর মেয়েকে বিয়ে দিয়েছিলেন। করণদিঘি ব্লকের রসাখোয়া গ্রামে তাঁর মেয়ের বিয়ে হয়েছে। বিয়ের সময় যৌতুক বাবদ পাত্রপক্ষকে দুই লক্ষ টাকা ও একটি মোটরবাইক দেওয়ার কথা ছিল। কিন্তু ওই মহিলার স্বামী নগদ টাকা জোগাড় করতে পারেননি। তাই বিয়ের মাত্র সাতদিন পর জামাই নববধূকে তাঁর বাপের বাড়িতে রেখে যান। যৌতুকের টাকা জোগাড় করতেই তাঁর মা শেষপর্যন্ত কিডনি বিক্রির চরম সিদ্ধান্ত নিয়ে ফেলেন। ছয় লক্ষ টাকার বিনিময়ে তিনি কিডনি বিক্রি করেছেন। ওই মহিলা এদিন সকালে কলকাতা হয়ে বাগডোগরা বিমানবন্দর থেকে বিশেষ অ্যাম্বুল্যান্সে জালিপাড়া গ্রামে আসেন।

ওই বধূর স্বামী বললেন, 'দেড় মাস আগে মেয়ের বিয়ে দিয়েছি। বসতবাড়ির পাশে ১৪ কাঠা জায়গা বিক্রি করে সেই টাকা দেওয়ার কথা ছিল। তবে যাঁর ওই জমি কেনার কথা তিনি আরও কিছুদিন সময় চান। কিন্তু মেয়ের শ্বশুরবাড়ি মানতে চাইছিল না।

এরপর আটের পাতায়

Bhawanipur Global Campus | NAAC A+

bhawanipurglobal.edu.in

TWO

LEGACIES

ONE

FUTURE

NSHM Knowledge Campus, Kolkata, is now Bhawanipur Global Campus.

The Bhawanipur Gujarati Education Society and NSHM Knowledge Campus, Kolkata bring together a combined legacy of over 90 years to establish Bhawanipur Global Campus. A next-generation institution built for the future. The NAAC A+ accredited college, affiliated to MAKAUT and approved by AICTE, is rooted in tradition yet driven by innovation. It is committed to nurturing a new generation of thinkers, innovators, and leaders ready to redefine tomorrow.

With future-focused multidisciplinary programmes, industry-integrated learning, a strong international outlook, global collaborations, and coveted placement opportunities, Bhawanipur Global Campus equips students to thrive confidently in a rapidly evolving and globally connected world.

APPLY ONLINE

60, B.L. Saha Road (Near Rabindra Sarobar Metro), Kolkata: 700053.

HELPLINE: 90733 28474 | 99032 50754

NSHM KNOWLEDGE CAMPUS KOLKATA

THE BHAWANIPUR GUJARATI EDUCATION SOCIETY

‘বাংলা কেন ব্যতিক্রম?’

প্রশ্ন বিরক্ত বিচারপতিদের, তালিকা নিয়ে চুপ কমিশন

নবনীতা মণ্ডল ও অরূপ দত্ত

নয়াদিল্লি ও কলকাতা, ২৪ মার্চ : গোটা দেশে ভোটার তালিকা সংশোধনের কাজ কার্যত নির্বিঘ্নে মিটে গেলেও, একমাত্র পশ্চিমবঙ্গেই কেন এত বিতর্ক এবং মামলার পাহাড়? ভোটার তালিকার বিশেষ নিবিড় সংশোধন বা এসআইআর সংক্রান্ত জোড়া মামলার শুনানিতে মঙ্গলবার ঠিক এই ভাষাতেই বিস্ময় প্রকাশ করল সুপ্রিম কোর্ট। প্রধান বিচারপতি সূর্য কান্ত এবং বিচারপতি জয়মাল্য বাগচির বেঞ্চ এদিন মৌখিকভাবে স্পষ্ট জানায়, ‘বিভিন্ন রাজনৈতিক দল শাসিত রাজ্যে এই প্রক্রিয়া মসৃণভাবে সম্পন্ন হলেও, বাংলাই একমাত্র ব্যতিক্রম যেখানে বিষয়টি নিয়ে নজিরবিহীন আইনি ও রাজনৈতিক জটিলতা তৈরি হয়েছে।’

শীর্ষ আদালতের এদিনের তীক্ষ্ণ পর্যবেক্ষণের প্রেক্ষিতেই শুনানিতে উঠে আসে বাংলায় এই চরম ডামাডোলের আসল কারণ। খোদ মুখ্যমন্ত্রী মমতা বন্দ্যোপাধ্যায়ের দায়ের করা মামলার প্রেক্ষিতে আবেদনকারীদের আইনজীবী কল্যাণ বন্দ্যোপাধ্যায় যুক্তি দেন, নির্বাচন কমিশন উদ্দেশ্যপ্রণোদিতভাবে শুধুমাত্র পশ্চিমবঙ্গেই ‘লজিক্যাল ডিসক্রেপ্যান্সি’ বা যৌক্তিক অসঙ্গতির নিয়ম প্রয়োগ করেছে। অন্য কোনও রাজ্যে এই নিয়ম চাপানো হয়নি। এখানেই শেষ নয়, ভোটের মুখে রাজ্যের মুখ্যসচিবকে মাঝরাতে বদলি করার মতো নজিরবিহীন পদক্ষেপও কমিশন একমাত্র বাংলাতেই করেছে, যা গোটা দেশের নিরিখে বাংলাকে সম্পূর্ণ আলাদা করে দিয়েছে।

পালটা নির্বাচন কমিশনের যুক্তি, গুজরাত বা উত্তরপ্রদেশের মতো রাজ্যেও ভোটার সংখ্যা ব্যাপক হারে বেড়েছে এবং কিছু জটিলতা ছিল, কিন্তু সেখানে সংশোধন প্রক্রিয়া শান্তিপূর্ণভাবেই মিটেছে। আদালত অবশ্য সাফ জানিয়েছে, মামলাকারীদের তোলা অভিযোগের বেশিরভাগই প্রশাসনিক স্তরের, যেখানে শীর্ষ আদালতের সরাসরি হস্তক্ষেপের খুব একটা প্রয়োজন নেই। এই বিশাল কর্মযজ্ঞে একদিনও ছুটি না নিয়ে ২ লক্ষেরও বেশি আপত্তির শুনানি করায় বিচার বিভাগীয় আধিকারিকদের ভূমিকার উল্লেখও করে শীর্ষ আদালত।

এদিকে মঙ্গলবার দিনভর মাথা খুঁড়েও প্রকাশিত অতিরিক্ত ভোটার তালিকা নিয়ে কোনও সদুত্তর মিলল না সিইও দপ্তর থেকে। সোমবার মধ্যরাতে প্রকাশিত ওই অতিরিক্ত তালিকার স্বচ্ছতা ও তথ্য গোপন করা নিয়ে বিভ্রান্তি চরমে উঠেছে। মোট কত নাম বাদ গিয়েছে, তার বুথওয়াড়ি রিপোর্ট-কোনও বিষয়েই মঙ্গলবার রাত পর্যন্ত বিভ্রান্তি দূর করতে পারেনি নির্বাচন কমিশন বা রাজ্যের সিইও দপ্তর। উলটে যাবতীয় প্রশ্ন এড়িয়ে গিয়ে সব দায় আদালতের ঘাড়েই ঠেলেছে সিইও দপ্তর।

এদিন আন্তঃরাজ্য সীমান্তে নিরাপত্তা নিশ্চিত করতে রাজ্যের পুলিশ, প্রশাসন ও কেন্দ্রীয় নোডাল এজেন্সির শীর্ষ কর্তাদের সঙ্গে ভার্চুয়াল বৈঠকে বসেছিলেন মুখ্য নির্বাচন কমিশনার (সিইসি) জ্ঞানেশ কুমার। সেই বৈঠক সেরে নিজের দপ্তরে যাওয়ার সময় তালিকা নিয়ে সংবাদমাধ্যমের প্রশ্নের জবাবে সিইও মনোজ আগরওয়াল বলেন, ‘আমার কাছে কোনও সংখ্যা নেই। এটা একটা ধারাবাহিক প্রক্রিয়া। জজ সাহেবরা করেছেন। যতক্ষণ না তা শেষ হচ্ছে সংখ্যা বলতে পারব না।’ রোল অবজার্ভার প্রধান এবং রাজ্যের নির্বাচনে কেন্দ্রের অন্যতম পর্যবেক্ষক সুব্রত গুপ্ত বলেন, ‘এখনও পর্যন্ত ৩০ লক্ষ নামের নিষ্পত্তি হয়েছে। জুডিশিয়াল অফিসাররা গতকাল বিকাল পর্যন্ত যত শুনানি ই-সাইন করে চূড়ান্ত করেছেন কমিশন সেই তালিকা প্রকাশ করেছে। বুথওয়াড়ি নাম বাদ গিয়েছে। মোট কত নাম বাদ গিয়েছে তা গুনে দেখতে হবে।’

> বিভিন্ন রাজনৈতিক দল শাসিত রাজ্যে এই প্রক্রিয়া মসৃণভাবে সম্পন্ন হলেও, বাংলাই একমাত্র ব্যতিক্রম।
>
> -প্রধান বিচারপতি সূর্য কান্ত ও বিচারপতি জয়মাল্য বাগচী

পাশাপাশি কমিশনের ওয়েবসাইট বা সিইও দপ্তরের লিঙ্কে পদ্ধতি মেনে তালিকা দেখতে গিয়ে নাজেহাল হতে হয়েছে বহু বিচারাধীন ভোটারকে। রাজ্যের মন্ত্রী ফিরহাদ হাকিম বলেছেন, ‘অনেক কিছুই অস্পষ্ট। একটা গোল গোল ব্যাপার। পূর্ণাঙ্গ ভোটার তালিকার মতোই বিচারাধীনদের তালিকা প্রকাশেও মানুষকে বিভ্রান্ত করেছে কমিশন।’ খোদ মুখ্যমন্ত্রী মমতা বন্দ্যোপাধ্যায়ও তালিকা নিয়ে তোপ দেগেছেন। সমালোচনায় বিদ্ধ সিইও এদিন সংবাদমাধ্যমের মুখোমুখি হতেই চাননি।

আপাতত প্রথম দফায় যে আসনগুলিতে ভোট, সেখানকার তালিকা সংশোধনের কাজ আগে শেষ করার পরামর্শ দিয়েছেন বিচারপতি বাগচি।

পাশাপাশি, সব রাজনৈতিক দলকে সম্পূর্ণ সম্পূরক তালিকার সফট কপি দেওয়ার দাবিও উঠেছে। গোটা দেশের নিরিখে ভোটার তালিকা নিয়ে বাংলার এই ব্যতিক্রমী আইনি লড়াইয়ের জল কতদূর গড়ায়, তা দেখতে আগামী ১ এপ্রিল পরবর্তী শুনানির দিকেই তাকিয়ে রাজনৈতিক মহল।

কমিশনের চিঠিতে বিজেপির সিল নিয়েও ক্ষোভ

মধ্যরাতে তালিকা কেন, তোপ মমতার

স্বরূপ বিশ্বাস

কলকাতা, ২৪ মার্চ : নির্বাচন কমিশনের চিঠিতে বিজেপির পদ্মের ছাপ থাকা ঘিরে তুমুল বিতর্ক শুরু হয়েছিল আগেই। সোমবার মধ্যরাতে কমিশনের সাপ্লিমেন্টারি তালিকা প্রকাশের পর তোপ দাগলেন মুখ্যমন্ত্রী মমতা বন্দ্যোপাধ্যায়। দুটি ইস্যুকে সামনে রেখে কড়া ভাষায় কমিশনের সমালোচনা করেছেন তিনি। সেই সঙ্গে মাঝরাতে ২০ জেলার ৭৩ জন রিটার্নিং অফিসারকে বদলি করে দেওয়া নিয়েও একরাশ ক্ষোভ উগরে দিয়েছেন তৃণমূলনেত্রী।

মঙ্গলবার উত্তরবঙ্গে নির্বাচনি প্রচারে যাওয়ার আগে দমদম বিমানবন্দরে কমিশনের চিঠিতে বিজেপির সিল থাকা সংক্রান্ত খবরের একটি কাগজ কাটিং সাংবাদিকদের সামনে তুলে ধরেন মুখ্যমন্ত্রী। তৃণমূলনেত্রীর তোপ, ‘ঝুলি থেকে বিড়াল বেরিয়ে পড়েছে। বোঝাই যাচ্ছে, কারা এসব করাচ্ছে। নির্বাচন কমিশন কার কথায় চলছে তা স্পষ্ট হয়ে গেল। ব্যাকডোর দিয়ে খেলছেন কেন? সামনাসামনি খেলুন না।’ মুখ্যমন্ত্রীর খোঁচা, ‘তালিকা বের করতে এত ভয় কেন? তাহলে কি তালিকায় স্বচ্ছতা নেই? কেন মধ্যরাতে তালিকা প্রকাশ করা হল? বিচারকরা তো ৬ দিন আগে কাজ শেষ করে দিয়েছিলেন। তারপরেও দেরি কেন?’

সোমবার কেরলের সিপিএমের সমাজমাধ্যমে কমিশনের ২০১৯ সালের ওই বিতর্কিত চিঠির ছবি শেয়ার করেছিল। কমিশনের চিঠিতে কীভাবে বিজেপির সিল মারা হল তা নিয়ে প্রশ্ন উঠতেই কেরলের সিইও জানান,

> তালিকা বের করতে এত ভয় কেন? তাহলে কি তালিকায় স্বচ্ছতা নেই? কেন মধ্যরাতে তালিকা প্রকাশ করা হল?
>
> -মমতা বন্দ্যোপাধ্যায়

একটি অনিচ্ছাকৃত ভুল হয়েছিল। মমতা বলেন, ‘এটা ক্লারিকাল মিস্টেক না রাজনৈতিক উদ্দেশ্যপ্রণোদিত?’ তৃণমূলের সর্বভারতীয় সাধারণ সম্পাদক অভিষেক বন্দ্যোপাধ্যায়ও সমাজমাধ্যমে লিখেছিলেন, ‘যাঁরা সংবিধান রক্ষার শপথ নিয়েছেন তাঁরাই এখন গণতন্ত্রের সঙ্গে বিশ্বাসঘাতকতা করছেন।’

সুপ্রিম কোর্টে গিয়ে তাঁর এসআইআর সওয়ালের প্রসঙ্গ টেনে এদিন মমতা বলেন, ‘যেটুকু নাম উঠেছে মনে রাখবেন, আমার কেস করার জন্যই উঠেছে। এখন ওদের লিস্ট বের করতে ভয় কেন?’

পাশাপাশি পুলিশ-প্রশাসনের খোলনলচে বদলাতে কমিশন যে আচরণ করছে তাতেও ক্ষুব্ধ মমতা। তিনি বলেন, ‘২০ জেলার ৭৩ জন রিটার্নিং অফিসার বদল মাঝরাতে। ভবানীপুরের রিটার্নিং অফিসারকে কালকে চেঞ্জ করা হয়েছে। নন্দীগ্রামের বিডিওকে ভবানীপুরের রিটার্নিং অফিসার করা হয়েছে।’ কমিশনের ভূমিকার সমালোচনা করতে গিয়ে সবাইকে একজোট হওয়ার বার্তাও দিয়ে তৃণমূলনেত্রী বলেন, ‘যাঁরা এই চক্রান্তের বিরুদ্ধে তাঁরা সবাই একজোট হন। আমার পাশে থাকার দরকার নেই মানুষের পাশে থাকুন।’ তবে সিপিএম নেতা সুজন চক্রবর্তী বলেন, ‘এখন উনি চাপে পড়ে এসব বলছেন। উনিই তো বিজেপিকে পশ্চিমবঙ্গের রাস্তা দেখিয়েছেন।’ প্রাক্তন প্রদেশ কংগ্রেস সভাপতি অধীররঞ্জন চৌধুরী ‘উত্তরবঙ্গ সংবাদ’কে বলেন, ‘আসলে মুখ্যমন্ত্রী চরম ভয় পেয়ে গিয়েছেন। তাই তিনি আর্তনাদ করছেন।’

ইরান-সংকট মোকাবিলায় সাত কমিটি, জানালেন মোদি

নয়াদিল্লি, ২৪ মার্চ : পশ্চিম এশিয়ায় ভয়াবহ যুদ্ধের নেতিবাচক প্রভাব থেকে ভারতের অর্থনীতি ও সাধারণ মানুষকে রক্ষা করতে একগুচ্ছ পদক্ষেপের ঘোষণা করলেন প্রধানমন্ত্রী নরেন্দ্র মোদি। মঙ্গলবার রাজ্যসভায় তিনি জানান, এই যুদ্ধের ফলে তৈরি হওয়া বিশ্বব্যাপী জ্বালানি ও সরবরাহ শৃঙ্খলের সংকট মোকাবিলায় সরকার সাতটি ‘ক্ষমতাপ্রাপ্ত কমিটি’ গঠন করেছে। কোভিড-১৯ অতিমারি মোকাবিলার ধাঁচে এই কমিটিগুলি কাজ করবে।

বুধবার বিকালে কেন্দ্রের ডাকা সর্বদলীয় বৈঠকে প্রধানমন্ত্রীর বদলে সভাপতিত্ব করেন প্রতিরক্ষামন্ত্রী রাজনাথ সিং। কেরলে পূর্বনির্ধারিত অনুষ্ঠানে যোগ দেওয়ায় সর্বদল বৈঠকে হাজির ছিলেন না লোকসভার বিরোধী দলনেতা রাহুল গান্ধিও। রাহুল বলেন, ‘সরকার সর্বদলীয় বৈঠক ডেকেছে, কিন্তু নরেন্দ্র মোদি খুব বড় ভুল করে ফেলেছেন। অনেক ক্ষতি হয়ে গেছে। পুরো কাঠামোটাই নষ্ট করে দেওয়া হয়েছে। নরেন্দ্র মোদি এই ক্ষতি আর ঠিক করতে পারবেন না। আমি লিখে দিচ্ছি, আমেরিকা ও ইজরায়েল যা বলবে, নরেন্দ্র মোদি তাই করবেন। তিনি দেশ ও আমাদের কৃষকদের স্বার্থে কাজ করবেন না।’

প্রধানমন্ত্রী এদিন স্বীকার করে নেন, তিন সপ্তাহের বেশি সময় ধরে চলা ইরান-যুদ্ধের প্রভাবে ভারতের পেট্রোল, ডিজেল, প্রাকৃতিক গ্যাস এবং সারের জোগানে সমস্যা হচ্ছে। তিনি বলেন, ‘এই যুদ্ধের ফলে বিশ্বব্যাপী একটি গুরুতর জ্বালানি সংকটের সৃষ্টি হয়েছে। এর প্রভাব ঠেকাতে

> যেখান থেকে সম্ভব গ্যাস ও অপরিশোধিত তেল জোগাড় করার চেষ্টা করছি।
>
> -নরেন্দ্র মোদি

জ্বালানি, সরবরাহ শৃঙ্খল এবং সার সহ বিভিন্ন বিষয়ে কৌশল নির্ধারণ করতে সরকার সাতটি ক্ষমতাপ্রাপ্ত গোষ্ঠী গঠন করেছে।’ জ্বালানি নিরাপত্তা নিশ্চিত করতে ভারত যেসব উৎস থেকে তেল ও গ্যাস সংগ্রহের চেষ্টা চালাচ্ছে, তা স্পষ্ট করে তিনি বলেন, ‘যেখান থেকে সম্ভব গ্যাস ও অপরিশোধিত তেল জোগাড় করার চেষ্টা করছি আমরা। আগামী দিনগুলিতেও ধারাবাহিকভাবে এই প্রচেষ্টা চলবে।’

ঘটনাচক্রে এদিনই তথ্যের অধিকার আইনের আওতায় করা এক প্রশ্নের জবাবে পেট্রোলিয়াম মন্ত্রক জানিয়েছে, বর্তমানে ভারতের কৌশলগত ভাণ্ডারে মাত্র ৩৩.৭২ লক্ষ মেট্রিক টন অশোধিত জ্বালানি তেল মজুত রয়েছে, যা দিয়ে দেশের সাড়ে ৯ দিনের চাহিদা মেটানো সম্ভব। পশ্চিম এশিয়ার যুদ্ধ ও হরমুজ প্রণালী অবরুদ্ধ থাকায় জোগান নিশ্চিত করতে ৪১টি দেশ থেকে তেল আমদানির চেষ্টা চালাচ্ছে কেন্দ্র।

তবে মোদি জানান, গত ১১ বছরে ৫৩ লক্ষ মেট্রিক টন জ্বালানি তেলের মজুত ভাণ্ডার এবং আরও ৬৫ লক্ষ মেট্রিক টন মজুতের ধারণক্ষমতা তৈরির কাজ চলছে। তবে সংকটের আবহে কালোবাজারি নিয়ে রাজ্য সরকারগুলিকে সতর্ক করে প্রধানমন্ত্রী বলেন, ‘রাজ্য সরকারগুলিকে কালোবাজারি ও মজুতদারি রোধে প্রয়োজনীয় ব্যবস্থা নিতে বলা হয়েছে। নিত্যপ্রয়োজনীয় জিনিসের জোগানে যেন নিশ্চয়তা থাকে তার জন্য কড়া পদক্ষেপ করতে হবে।’ হরমুজ প্রণালীতে আটকে থাকা জাহাজ এবং ভারতীয় নাবিকদের নিরাপত্তা নিয়ে গভীর উদ্বেগ প্রকাশ করে তিনি বলেন, ‘হরমুজ প্রণালীতে এখনও অনেক জাহাজ আটকে রয়েছে, সেখানে বহু ভারতীয় নাবিক রয়েছেন। এটা আমাদের জন্য উদ্বেগের ব্যাপার।’

আইপ্যাক মামলায় প্রশ্ন সুপ্রিম কোর্টের

নিজস্ব সংবাদদাতা, নয়াদিল্লি, ২৪ মার্চ : আই-প্যাক অফিসে ইডি’র তল্লাশি শুরু হওয়া বিতর্কে এবার এক অস্বস্তিকর সাংবিধানিক প্রশ্ন ছুড়ে দিল শীর্ষ আদালত। মঙ্গলবার শুনানির শুরুতেই সুপ্রিম কোর্টের বিচারপতি প্রশান্তকুমার মিশ্র সরাসরি জানতে চাইলেন-যদি অভিযোগ ওঠে খোদ মুখ্যমন্ত্রীই কেন্দ্রীয় সংস্থার তদন্তে বাধা দিয়েছেন, তবে ইডি কি সেই রাজ্য সরকারের পুলিশের কাছেই প্রতিকার চাইতে যাবে? অর্থাৎ, বিড়ালের গলায় ঘণ্টা বাঁধবে কে? বিচারপতি প্রশান্তকুমার মিশ্র বলেন, ‘যদি অভিযোগই থাকে যে মুখ্যমন্ত্রী ইডি’র তদন্তে ঢুকে পড়েছেন এবং বাধা দিয়েছেন, তাহলে ইডি’র প্রতিকার কী? তারা কি সেই রাজ্য সরকারের কাছেই যাবে যার প্রধান নিজেই মুখ্যমন্ত্রী এবং সেখানে গিয়ে প্রতিকার চাইবে?’

আইপ্যাক মামলায় ইডি’র দাবি, তল্লাশির সময় মুখ্যমন্ত্রী মমতা বন্দ্যোপাধ্যায় ও কয়েকজন পুলিশ আধিকারিক তাঁদের কাজে বাধা

> যদি অভিযোগই থাকে যে মুখ্যমন্ত্রী ইডি’র তদন্তে ঢুকে পড়েছেন এবং বাধা দিয়েছেন, তাহলে ইডি’র প্রতিকার কী? তারা কি সেই রাজ্য সরকারের কাছেই যাবে যার প্রধান নিজেই মুখ্যমন্ত্রী এবং সেখানে গিয়ে প্রতিকার চাইবে?
>
> -প্রশান্তকুমার মিশ্র

দিয়েছেন। ইডি’র আবেদন, এই ঘটনার তদন্ত করুক সিবিআই। পালটা তৃণমূলের আইনজীবীরা যুক্তি দেন, ইডি সরাসরি সুপ্রিম কোর্টে মৌলিক অধিকার লঙ্ঘনের মামলা (৩২ নম্বর অনুচ্ছেদ) করতে পারে না। বাধা দেওয়া হলে রাজ্য পুলিশই তার তদন্ত করবে।

রাজ্য সরকারের পক্ষে কপিল সিবাল সওয়াল করেন, আদালত আগেই ধরে নিতে পারে না যে মুখ্যমন্ত্রী অপরাধ করেছেন। কিন্তু বিচারপতি মিশ্র পালটা প্রশ্ন তোলেন, যেখানে খোদ মুখ্যমন্ত্রীর বিরুদ্ধেই অভিযোগ, সেখানে ইডি কি তাঁরই অধীনস্থ পুলিশের কাছে গিয়ে সুবিচার পাবে? এই যুক্তি ও পালটা যুক্তিতে মঙ্গলবার উত্তপ্ত হয়ে ওঠে আদালতকক্ষ।

মুখ্যমন্ত্রীর পক্ষে কল্যাণ বন্দ্যোপাধ্যায় দাবি করেন, ইডি অফিসাররা কেন্দ্রীয় সরকারের কর্মী, তাই তাঁদের ব্যক্তিগত মৌলিক অধিকার লঙ্ঘনের প্রশ্নই ওঠে না। অন্যদিকে, রাজ্য পুলিশের হয়ে অভিষেক মনু সিংভি এই মামলাটিকে আরও বড় বেঞ্চে পাঠানোর আর্জি জানান। মামলার পরবর্তী শুনানি হতে পারে ১৪ এপ্রিল।

চিরনিদ্রায় হরিশ

নয়াদিল্লি, ২৪ মার্চ : ‘যেতে নাহি দিব’ বলে পাক্কা তেরোটা বছর আটকে রাখা হয়েছিল তাঁকে। তবু যেতে দিতে হল। বৈজ্ঞানিক মতে এবং সরকারিভাবেও চিরবিদায় নিলেন হরিশ রানা। সুপ্রিম কোর্টের অনুমতি নিয়ে মঙ্গলবার প্যাসিভ ইউথানেশিয়ার মাধ্যমে দিল্লির এইমসে মৃত্যু হল ৩১ বছরের তরুণের।

২০১৩ সালে পাঞ্জাব বিশ্ববিদ্যালয়ে বি-টেক পড়ার সময় দুর্ঘটনায় মস্তিষ্কে গুরুতর আঘাত পান গাজিয়াবাদের বাসিন্দা হরিশ। এরপর থেকেই ‘ভেজিটেটিভ স্টেট’-এ কৃত্রিম পুষ্টির ওপর নির্ভরশীল ছিলেন তিনি। চিকিৎসকরা জানান, তাঁর সুস্থ হওয়ার কোনও সম্ভাবনাই নেই।

গত ১১ মার্চ সুপ্রিম কোর্ট তাঁর ক্ষেত্রে প্যাসিভ ইউথানেশিয়ার অনুমতি দেয়। আদালতের নির্দেশে ডা. সীমা মিশ্রের নেতৃত্বে বিশেষজ্ঞ চিকিৎসক দল ধাপে ধাপে জীবনদায়ী ব্যবস্থা প্রত্যাহার করে নেয় হরিশের শরীর থেকে। ১৪ মার্চ তাঁকে প্যালিয়েটিভ কেয়ার ইউনিটে স্থানান্তরিত করা হয়। বাবা-মা এই সিদ্ধান্তকে সন্তানের যন্ত্রণা থেকে মুক্তি ও মর্যাদার স্বীকৃতি বলে জানিয়েছেন।

মাতৃস্নেহ... *ইন্দোরের চিড়িয়াখানায়। মঙ্গলবার।*

প্রার্থীতালিকা কবে! হতাশ কংগ্রেস কর্মীরা

রিমি শীল

কলকাতা, ২৪ মার্চ : বাংলায় ভোটের দামামা বেজে গিয়েছে অনেক আগেই। জোড়াফুল শিবির প্রার্থী ঘোষণা করে কোমর বেঁধে মাঠে নেমে পড়েছে। সাংগঠনিক দুর্বলতা থাকলেও লাল ঝাণ্ডা হাতে প্রচার শুরু করেছে বামেরাও। এমনকি দু’দফায় হেভিওয়েট প্রার্থীদের নাম ঘোষণা করে দেওয়াল লিখনে ব্যস্ত বিজেপি।

কিন্তু অদ্ভুত নীরবতা বিধানভবনে! ভোট দোরগোড়ায় কড়া নাড়লেও প্রার্থী তালিকা দূরে থাক, কেন্দ্রীয় নির্বাচন কমিটির বৈঠকই সেরে উঠতে পারেনি কংগ্রেস। ফলে কবে হাইকমান্ডের সিলমোহর পড়বে আর কবেই বা প্রার্থীরা ময়দানে নামবেন, তা নিয়ে ঘোর ধোঁয়াশায় নিচুতলার কর্মীরা।

নিয়ম মাফিক স্ক্রিনিং কমিটির কাজ মিটলেও জট পাকিয়ে আছে দিল্লিতে। প্রদেশ কংগ্রেস সভাপতি শুভঙ্কর সরকার এখন তল্পিতল্পা গুটিয়ে দিল্লিতেই পড়ে রয়েছেন। সূত্রের খবর, ২৭ মার্চের আগে তালিকার মুখ দেখার কোনও সম্ভাবনাই নেই।

দীর্ঘকাল পর ২৯৪টি আসনেই একলা চলার যে দাপুটে ঘোষণা কংগ্রেস করেছিল, এখন যেন তাতে মরচে ধরেছে। অভিযোগ উঠেছে, দিল্লি হাইকমান্ড অসম আর কেরল নিয়ে এতটাই মগ্ন যে, পশ্চিমবঙ্গকে তাঁরা কার্যত গুরুত্বহীন করে দিয়েছেন।

রাজ্য নেতৃত্বের একাংশের ‘গা-ছাড়া’ মনোভাবও এই বিলম্বের আগুনে ঘি ঢালছে।

বিধানভবনের এক নেতার ক্ষোভ, ‘অসম আর কেরলের দিকে তাকাতে গিয়ে কি দিল্লি বাংলাকে ভুলে গেল?’ ক্ষুব্ধ যুব কংগ্রেসের কর্মীরাও। তাঁদের মতে, এই দোটানায় কর্মীদের মনোবল তলানিতে ঠেকেছে। বর্ষীয়ান নেতা প্রদীপ ভট্টাচার্যও মেনে নিয়েছেন, ২৭ তারিখের আগে কিছুই সম্ভব নয়।

তবে শুধু কংগ্রেস নয়, আসন নিয়ে টানাটানি চলছে বাম-আইএসএফ জোটের অন্দরেও। ফরওয়ার্ড ব্লকের ‘নরেন কাঁটা’ সরাতে গিয়ে কালঘাম ছুটছে আলিমুদ্দিন স্ট্রিটের।

মধ্যমগ্রাম নিয়ে আইএসএফ আর ফরোয়ার্ড ব্লকের লড়াই এখন তুঙ্গে। অন্যদিকে আলিপুরদুয়ার আসনে সিপিএম প্রার্থী দেওয়ায় বেজায় চটেছে আরএসপি। বুধবারের মধ্যে জট না কাটলে জোটের ভবিষ্যৎ কী হবে, তা নিয়ে বড়সড় প্রশ্ন চিহ্ন থেকেই যাচ্ছে।

মহিলা সেনাকর্তাদেরও পেনশনের নির্দেশ

নয়াদিল্লি, ২৪ মার্চ : স্থায়ী কমিশন বঞ্চিত মহিলা সেনাকর্তাদের পূর্ণ পেনশনের সুবিধা দেওয়ার নির্দেশ দিয়েছে সুপ্রিম কোর্ট। মঙ্গলবার আদালত তাদের ঐতিহাসিক রায়ে সশস্ত্র বাহিনীতে বিদ্যমান প্রাতিষ্ঠানিক লিঙ্গবৈষম্য দূর করার কড়া বার্তা দেয়।

আদালত জানিয়েছে, দেশের তিন বাহিনীতে যেসব মহিলা শর্ট সার্ভিস কমিশন (এসএসসি) কর্তাকে স্থায়ী কমিশন (পিসি) থেকে বঞ্চিত করা হয়েছে, তাঁরা এখন থেকে পূর্ণ পেনশন সুবিধার অধিকারী হবেন। প্রধান বিচারপতি সূর্য কান্তের নেতৃত্বাধীন তিন বিচারপতির বেঞ্চ সংবিধানের ১৪২ অনুচ্ছেদের বিশেষ ক্ষমতা প্রয়োগ করে এই ন্যায়বিচার নিশ্চিত করেছে।

আদালতের পর্যবেক্ষণ, মহিলা সেনাকর্তাদের বার্ষিক গোপনীয় প্রতিবেদন (এসিআর) অনেক ক্ষেত্রেই ত্রুটিপূর্ণ এবং পক্ষপাতমূলক ছিল। তাঁরা কখনও স্থায়ী কমিশন পাবেন না—এমন পূর্বধারণা থেকেই এই রিপোর্টগুলি তৈরি করা হত, যা তাঁদের কর্মজীবনের স্বাভাবিক অগ্রগতিকে ব্যাহত করেছে।

এদিনের রায়ের ফলে ২০১৯ থেকে ২০২১ সালের মধ্যে সিলেকশন বোর্ডের মাধ্যমে পর্যালোচিত সমস্ত মহিলা আধিকারিক ২০ বছরের ‘যোগ্যতামূলক পরিষেবা’ পূর্ণ করেছেন বলে গণ্য হবেন, যদিও তাঁরা ১৪ বছর চাকরির পর অব্যাহতি পেয়েছিলেন। এই পেনশন সুবিধা ২০২৫ সালের ১ নভেম্বর থেকে কার্যকর হবে। তবে সামরিক কার্যকারিতার স্বার্থে আদালত কর্মকর্তাদের চাকরিতে পুনর্বহাল বা বকেয়া বেতন প্রদানের দাবি মঞ্জুর করেনি।

প্রতিশ্রুতি ভেঙে ইরানে ফের হামলা

ওয়াশিংটন ও তেহরান, ২৪ মার্চ : সবই কথার কথা। সোমবার ঘটা করে ডোনাল্ড ট্রাম্প ঘোষণা করেছিলেন, ইরানের বিদ্যুৎকেন্দ্রে আগামী পাঁচ দিন কোনও হামলা হবে না। কিন্তু সেই ঘোষণার রেশ কাটতে না কাটতেই আকাশপথে আগুন ঝরল ইরানে। তেহরানের সংবাদ সংস্থা ‘ফার্স নিউজ’ জানিয়েছে, ইসফাহান এবং খোরম শহরের গ্যাস ও বিদ্যুৎকেন্দ্রে আমেরিকা-ইজরায়েলি বায়ুসেনা ভয়াবহ কার্পেট বোম্বিং চালিয়েছে। ভয়াবহ বোমাবর্ষণে কার্যত ছারখার হয়ে গেল ইরানের গ্যাস ও বিদ্যুৎকেন্দ্রগুলি। ধুলোয় মিশেছে বসতি এলাকা।

ট্রাম্পের এই বিরামহীন ‘ডিগবাজি’তে এখন খোদ হোয়াইট হাউসের অন্দরমহলে গৃহযুদ্ধ শুরু হয়েছে। পরিস্থিতি সামলাতে না পেরে ইস্তফা দিয়েছেন ন্যাশনাল কাউন্টার টেররিজম সেন্টারের প্রধান জো কেন্ট। এমনকি খোদ ভাইস প্রেসিডেন্ট জেডি ভান্সও এই অভিযানের যৌক্তিকতা নিয়ে প্রশ্ন তুলেছেন। ঘরে-বাইরে চাপের মুখে পড়ে ট্রাম্প এখন যুদ্ধের যাবতীয় দায় ঝেড়ে ফেলতে চাইছেন প্রতিরক্ষা সচিব পিট হেগসেথের ওপর। টেনেসির এক বৈঠকে হেগসেথের দিকে আঙুল তুলে ট্রাম্পের সাফাই, ‘পিট, আমার মনে হয় হামলা চালানোর বুদ্ধিটা তুমিই দিয়েছিলে।’ ১৩ জন মার্কিন সেনার মৃত্যু হয়েছে। তাৎপর্যপূর্ণভাবে এদিনই প্রধানমন্ত্রী নরেন্দ্র মোদিকে ফোন করেছিলেন ট্রাম্প। একথা জানান ভারতে নিযুক্ত মার্কিন রাষ্ট্রদূত সার্জিও গোর। তিনি বলেন, ‘প্রেসিডেন্ট ট্রাম্পের সঙ্গে প্রধানমন্ত্রী মোদির কথা হয়েছে। মধ্যপ্রাচ্যের পরিস্থিতি নিয়ে তাঁরা মতবিনিময় করেছেন।’ হরমুজ প্রণালীতে চলা অবরোধ নিয়েও মোদি-ট্রাম্পের কথা হয়েছে বলে জানিয়েছেন গোর।

ফেব্রুয়ারি মাসে শুরু হওয়া ‘অপারেশন এপিক ফিউরি’ এখন এক অনন্ত রক্তক্ষয়ী মিছিলে পরিণত হয়েছে। ইরানের প্রাক্তন সর্বোচ্চ নেতা খামেনেইকে খতম করে আমেরিকা ভেবেছিল বাজিমাত করবে, কিন্তু ফল হয়েছে উলটো। গদিতে বসে খামেনেই-পুত্র মোজতবা এখন ওয়াশিংটনের রক্তচাপ বাড়িয়ে দিচ্ছেন। ইজরায়েল সূত্রে খবর, ট্রাম্প এখন যুদ্ধ থেকে বেরোতে চাইলেও ইরান সহজে ছাড়ার পাত্র নয়। ইরানের সুপ্রিম লিডারের সেনা উপদেষ্টা মোহসিন রেজাই হুশিয়ারি দিয়ে জানিয়েছেন, ‘চোখের বদলে চোখ নয়, এবার আমেরিকার হাত-পা ভেঙে পঙ্গু করে দেব।’ তেহরান স্পষ্ট করে দিয়েছে,

মোদিকে ফোন ট্রাম্পের

ক্ষতিপূরণ আর নিষেধাজ্ঞা প্রত্যাহার না হলে তারা যুদ্ধের ময়দান ছাড়বে না।

এদিকে হরমুজ প্রণালী বন্ধ থাকায় বিশ্ব অর্থনীতি এখন খাদের কিনারায়। পরিস্থিতি সামলাতে মার্কিন বাহিনীকে নিজেদের বিমানঘাঁটি ব্যবহারের অনুমতি দিচ্ছে সৌদি আরব ও আমিরশাহি। কিন্তু প্রশ্ন একটাই, আমেরিকা কি শান্তির পথ খুঁজছে, নাকি এক মহাবিনাশী যুদ্ধের মহড়া দিচ্ছে?

‘তপশিলি তকমা কেবল হিন্দু, বৌদ্ধ, শিখদের’

নয়াদিল্লি, ২৪ মার্চ : এক গুরুত্বপূর্ণ রায়ে সুপ্রিম কোর্ট স্পষ্ট করে দিয়েছে, হিন্দু, শিখ বা বৌদ্ধ ধর্ম ছাড়া অন্য কোনও ধর্মে ধর্মান্তরিত হলে কোনও ব্যক্তি আর তপশিলি জাতির (এসসি) মর্যাদা ভোগ করতে পারবেন না। বিচারপতি পিকে মিশ্র এবং বিচারপতি এনভি আঞ্জারিয়ার ডিভিশন বেঞ্চ মঙ্গলবার জানিয়েছে, ১৯৫০ সালের সংবিধান (তপশিলি জাতি) আদেশ অনুযায়ী, শুধুমাত্র এই তিন ধর্মের মানুষরাই তপশিলি হিসাবে স্বীকৃত হওয়ার যোগ্য।

আদালত জানিয়েছে, জন্মসূত্রে কেউ তপশিলি জাতির অন্তর্ভুক্ত হলেও, খ্রিস্টান বা অন্য কোনও ধর্ম গ্রহণ করলে তাঁর সেই পরিচয় ও আইনি সুরক্ষা তৎক্ষণাৎ বিলুপ্ত হয়। অন্ধ্রপ্রদেশের এক যাজকের করা আবেদনের প্রেক্ষিতে শীর্ষ আদালত এই রায় দেয়। ওই ব্যক্তি খ্রিস্টধর্ম গ্রহণ করেও তপশিলি জাতির তকমা ও সুরক্ষাকবচ দাবি করেছিলেন। বিচারপতিরা পর্যবেক্ষণে বলেন, ‘হিন্দু, শিখ বা বৌদ্ধ ধর্ম ছাড়া অন্য কোনও ধর্মাবলম্বী ব্যক্তি তপশিলি জাতির সদস্য হতে পারেন না। অন্য কোনও ধর্মে ধর্মান্তরিত হওয়ার মানেই হল তপশিলি মর্যাদার অবসান।’

শীর্ষ আদালতের মতে, যেহেতু খ্রিস্টধর্মে কোনও জাতিগত বিভাজন স্বীকৃত নয়, তাই ধর্মান্তরিত হওয়ার পর তপশিলি শংসাপত্র ব্যবহার করে সুবিধা নেওয়া আইনের পরিপন্থী এবং সংবিধানের সঙ্গে প্রতারণার শামিল।

বুথ সংস্কারে স্কুল দপ্তর? প্রশ্ন হাইকোর্টের

নিজস্ব প্রতিনিধি, কলকাতা, ২৪ মার্চ : ভোট মানেই কি শুধু স্কুলের মাস্টারমশাই আর ছাত্রছাত্রীদের ছুটি? এবার ভোটের বুথ সংস্কারের দায়িত্বও কি সামলাবে স্কুল শিক্ষা দপ্তর? মঙ্গলবার কলকাতা হাইকোর্টে এই নিয়েই উঠল বড়সড় প্রশ্ন। রাজ্যে সুষ্ঠু নির্বাচন এবং বুথের পরিকাঠামো নিশ্চিত করার দাবিতে জনস্বার্থ মামলা করেছিলেন বিজেপি রাজ্য সভাপতি শমীক ভট্টাচার্য। সেই মামলার শুনানিতেই রাজ্যের এক অদ্ভুত প্রস্তাবে কার্যত ভুরু কুঁচকেছেন বিচারপতিরা।

আসল গোলমালটা বেঁধেছে বুথের কাজ নিয়ে। যে সংস্থা আগে পরিকাঠামো দেখত, তারা মাঝপথে কাজ ছেড়েছে। নির্বাচন কমিশন নতুন সংস্থা দিতে চাইলেও রাজ্য তাতে নারাজ। নবান্নের প্রস্তাব, যেহেতু স্কুলেই ভোট হয়, তাই স্কুল শিক্ষা দপ্তরকেই ‘নোডাল অফিসার’ করে সব দায়িত্ব দেওয়া হোক।

এই শুনেই প্রধান বিচারপতি সুজয় পাল ও বিচারপতি পার্থসারথি সেনের ডিভিশন বেঞ্চ প্রশ্ন তোলে, ‘শিক্ষা দপ্তর তো পড়াশোনার কাজ করে। তারা কি আদৌ বুথের ভাঙাচোরা বা পরিকাঠামো ঠিক করার কাজ বোঝে? এই কাজ তো পূর্ত দপ্তরের করার কথা!’ রাজ্যের অ্যাডভোকেট জেনারেল কিশোর দত্ত অবশ্য যুক্তি দিয়েছেন, বাইরের সংস্থা দিয়ে কাজ করানো ঠিক নয়। অন্যদিকে বুধবার এই নিয়ে কেন্দ্রের বক্তব্য শুনবে আদালত। ভোটের মুখে বুথ সাজানোর এই ‘দড়িটানাটানি’ শেষ পর্যন্ত কোন দিকে গড়ায়, এখন সেটাই দেখার।

বিজ্ঞাপন

ডিয়ার সাপ্তাহিক লটারির ₹১কোটির বিজয়ী হলেন মুর্শিদাবাদ-এর এক বাসিন্দা

পশ্চিমবঙ্গ, মুর্শিদাবাদ - এর একজন

বাসিন্দা সঞ্জিত হালদার - কে 23.12.2025 তারিখের ড্র তে ডিয়ার সাপ্তাহিক লটারির 97C 29549 নম্বরের টিকিট এনে দেয় এক কোটি টাকার প্রথম পুরস্কার। তিনি কলকাতায় অবস্থিত নাগাল্যান্ড রাজ্য লটারির নোডাল অফিসারের কাছে পুরস্কার দাবির ফর্ম সহ তার বিজয়ী টিকিটটি জমা দিয়েছেন। বিজয়ী বললেন "জীবনে পরিবর্তন তখনই আসে যখন আমাদের আর্থিক অবস্থার উন্নতি হয়। ডিয়ার লটারির মাধ্যমে এটি সম্ভব যা মাত্র কটি দশ টাকার বিনিময়ে কোটিপতি তৈরি করে। আমি ডিয়ার লটারির মাধ্যমে আমার ভাগ্য পরীক্ষা করেছি এবং কোটিপতি হয়েছি।" ডিয়ার লটারির প্রতিটি ড্র সরাসরি দেখানো হয়।

* বিজয়ীর তথ্য সরকারি ওয়েবসাইট থেকে সংগৃহীত।

সুগার ফ্রি আলু ফলিয়ে তাক অনুপমের

সপ্তর্ষি সরকার

জমি থেকে কালো নেগ্রা আলু তুলছেন ধূপগুড়ির অনুপম চক্রবর্তী।

ধূপগুড়ি, ২৪ মার্চ : নিজের বাড়ির ৫ কাঠা জমিতে সফলভাবে সুগার ফ্রি কালো নেগ্রা আলু ফলিয়ে তাক লাগালেন ধূপগুড়ির তরুণ অনুপম চক্রবর্তী। শহরের ৬ নম্বর ওয়ার্ডের বিবেকানন্দপাড়ার বাসিন্দা অনুপমের এই নিয়ে আগ্রহ জন্মায় মূলত ইউটিউব ঘেঁটে। এরপর নিতান্ত শখের বশে জোগাড় করেন বিশেষ গুণসম্পন্ন এই আলুর বীজ। জানা গিয়েছে, কুচকুচে কালো রঙের এই নেগ্রা আলু সম্পূর্ণ সুগার ফ্রি। এই আলু ডায়াবিটিক রোগীদের জন্য নিরাপদ। তেমনই পটাশিয়াম, আয়রন, ম্যাগনেশিয়াম, কপার, ভিটামিন বি৬ থাকায় উপকারীও বটে। খাবার হিসেবে এই আলু অত্যন্ত সুস্বাদু। দাবি খোদ অনুপমের।

নতুন প্রজাতির ফসল ফলিয়ে অনুপমের বক্তব্য, 'চিরাচরিত প্রজাতির আলু চাষে মন্দা চলছে। সেদিক থেকে নতুন এই প্রজাতির আলুর বাণিজ্যিক চাষ ইতিবাচক বিকল্প হতে পারে চাষিদের কাছে। এই আলুর মান এবং দাম ভালো। খেতেও অসাধারণ। ডায়াবিটিস রোগীদের জন্য নিরাপদ। ফলনের পরিমাণ ভালো। আগামী মরশুমে বাণিজ্যিকভাবে নেগ্রা আলুর চাষ করব।'

জানা গিয়েছে, মূলত আর্জেন্টিনীয় প্রজাতি হলেও এদেশে উত্তরপ্রদেশ, পঞ্জাবে এমন সুগার ফ্রি আলুর ভালো ফলন আছে। ফলে পরীক্ষামূলক চাষে রাজস্থানে কর্মরত দাদা অনির্বাণের থেকে সাহায্য নিয়েছিলেন তরুণ। রাজস্থান থেকেই কয়েক কিলোগ্রাম বীজ কুরিয়ার করে পাঠান অনির্বাণ। এরপর নেট দুনিয়ায় সাহায্য নিয়ে নেমে পড়েন অনুপম।

শুরুতে আশঙ্কা ছিল। তবে, গাছ পুষ্ট হওয়ার পর আলু তুলতেই মেলে সুখবর। দেখা যায় ভালো মানের, প্রমাণ আকারের কালো কুচকুচে আলুতে ভরেছে জমি। খবর ছড়িয়ে পড়তেই আশপাশের অনেকে এমনকি, কৃষিকর্তারাও এসেছেন অনুপমের চাষ করা কালো আলু দেখতে। প্রথমবার যা ফলন হয়েছে তা বিক্রি না করে মূলত পরিবার, পরিজন এবং পরিচিতদের মধ্যেই বিলি করছেন অনুপম। নাম প্রকাশ না করার শর্তে জেলার জনৈক কৃষিকর্তা বলেন, 'প্রচলিত জ্যোতি, পোখরাজ, হল্যান্ড আলুর চাষ এবং ফলন বাড়লেও বাজার ক্রমশ সংকুচিত হয়েছে। সেক্ষেত্রে চিপস শিল্পের জন্য প্রয়োজনীয় চিপসোনা বা নেগ্রা আলু চাষে আর্থিক সাফল্য মিলতেই পারে। তুলনায় ফলন কিছুটা কম হলেও ভালো চাহিদা এবং দাম থাকায় মুনাফা অনিবার্য।'

এই মুহূর্তে খোলাবাজারে সুগার ফ্রি আলু প্রতি কিলোগ্রাম ৫০ টাকা বা তারও বেশি দামে বিক্রি হচ্ছে। ৩-৪ টাকা কেজি দরে লোকসান করে আলু বেচতে বাধ্য হওয়া চাষিদের কাছে এই দাম দিবাস্বপ্নের মতো। আগামীদিনে অনুপমের সফল পরীক্ষামূলক চাষ ধূপগুড়ি বা আশপাশের এলাকায় ছড়িয়ে পড়বে কি না তা হয়তো সময় বলবে। তবে আপাতত নতুন ফসলকে ঘিরে এলাকায় আগ্রহ তুঙ্গে।

- কুচকুচে কালো রঙের এই নেগ্রা আলু সম্পূর্ণ সুগার ফ্রি। এই আলু ডায়াবিটিক রোগীদের জন্য নিরাপদ
- পটাশিয়াম, আয়রন, ম্যাগনেশিয়াম, কপার, ভিটামিন বি৬ থাকায় উপকারীও বটে। খাবার হিসেবে এই আলু অত্যন্ত সুস্বাদু
- মূলত আর্জেন্টিনীয় প্রজাতি হলেও এদেশে উত্তরপ্রদেশ, পঞ্জাবে এমন সুগার ফ্রি আলুর ভালো ফলন আছে

করলার বুকে আলো-ছায়ার যাতায়াত.... ছবি : মানসী দেব সরকার

রেলের দিকে তাকিয়ে ব্যবসায়ীরা

ফের মিতালি এক্সপ্রেস চালুর দাবি

নিতাই সাহা

শিলিগুড়ি, ২৪ মার্চ : ভারত ও বাংলাদেশের মধ্যে যোগাযোগের মাধ্যম হিসেবে 'মিতালি এক্সপ্রেস' অন্যতম নাম। তবে প্রায় দীর্ঘ ২ বছর ধরে এনজেপি স্টেশন থেকে ওই ট্রেনের চাকা একটুকুও গড়ায়নি। নেপথ্যে বাংলাদেশে রাজনৈতিক অস্থিরতা এবং দুই দেশের মধ্যে সম্পর্কের অবনতি। তবে বর্তমান সময়ে সেদেশে পরিস্থিতির অনেকটা উন্নতি হয়েছে।

ভোট প্রক্রিয়ার মাধ্যমে বাংলাদেশে নতুন সরকারও গঠন হয়েছে। এই পরিস্থিতিতে ফের মিতালি এক্সপ্রেস চালু করার দাবি উঠতে শুরু করেছে। এ নিয়ে অবশ্য উত্তর-পূর্ব সীমান্ত রেলের তরফে এখনই স্পষ্ট কোনও উত্তর মেলেনি। যদিও রেলকর্তারা জানিয়েছেন, ঊর্ধ্বতন কর্তৃপক্ষের তরফে সবুজ সংকেত পেলেই পুনরায় মিতালি এক্সপ্রেস চালানো হবে। তবে কবে নাগাদ সবুজ সংকেত মিলতে পারে, তা অবশ্য এখনও স্পষ্ট নয়। উত্তর-পূর্ব সীমান্ত রেলের মুখ্য জনসংযোগ আধিকারিক কপিঞ্জলকিশোর শর্মা বলছেন, 'এ নিয়ে এখনও কোনও নির্দেশিকা নেই। এটা ইন্টারন্যাশনাল ইস্যু। এক্ষেত্রে দ্বিপাক্ষিক আলোচনার পরই সিদ্ধান্ত নেওয়া হবে।'

২০২২ সালে ভারতের প্রধানমন্ত্রী নরেন্দ্র মোদি ও বাংলাদেশের তৎকালীন প্রধানমন্ত্রী শেখ হাসিনার হাত ধরে নিউ জলপাইগুড়ি এবং ঢাকার মধ্যে মিতালি এক্সপ্রেসের পথ চলা শুরু হয়েছিল। তবে বাংলাদেশে শেখ হাসিনার সরকারের বিরুদ্ধে গণ আন্দোলন শুরু হতেই মিতালি এক্সপ্রেসের গতি থমকে যায়। পরবর্তীতে মুহাম্মদ ইউনূসের অন্তর্বর্তী সরকারের আমলে বাংলাদেশের সঙ্গে সম্পর্কের অবনতি হতে শুরু করায় মিতালি এক্সপ্রেস এনজেপি স্টেশন থেকে আর নড়েনি। তবে সম্প্রতি বাংলাদেশে নতুন সরকার গঠন হয়েছে। এমনকি সেদেশের পরিস্থিতিও অনেকটা স্বাভাবিক হয়েছে। এই পরিস্থিতিতে সকলেই চাইছেন রেলের তরফে পুনরায় মিতালি এক্সপ্রেস চালানো হোক। তবে এক্ষেত্রে অবশ্য প্রথমেই বিদেশমন্ত্রক থেকে শুরু করে স্বরাষ্ট্রমন্ত্রক ও রেলমন্ত্রকের অনুমতি প্রয়োজন। এই সময়কালে মিতালি এক্সপ্রেসের কোচগুলি যাতে কোনওভাবে নষ্ট না হয়, সেজন্য নিয়ম করে রক্ষণাবেক্ষণের কাজ চলছে।

> **বাংলাদেশ থেকে বহু পর্যটক ভারতে ঘুরতে আসেন। ২০২৩-২০২৪ আর্থিক বর্ষে প্রায় দেড় লক্ষ পর্যটক সেদেশ থেকে এসেছিলেন। ফলে মিতালি এক্সপ্রেস পুনরায় চালু হলে আমাদের পর্যটনশিল্পে নতুন করে জোয়ার আসবে।**
>
> **সম্রাট সান্যাল**
> *পর্যটন ব্যবসায়ী*

ফুলবাড়ি এক্সপোর্ট অ্যাসোসিয়েশনের সম্পাদক জামির বাদশার কথায়, 'মিতালি এক্সপ্রেস পুনরায় চালু হলে ব্যবসায়িক দিক থেকে আমরা অনেকটা লাভবান হব। কারণ ঢাকা থেকে অনেকেই ব্যবসার সুবাদে এদিকে আসেন। একাধিকবার বাস বদল করে আসা তাঁদের পক্ষে খুবই সমস্যার হয়ে ওঠে। স্বাভাবিকভাবেই মিতালি এক্সপ্রেস চালু হলে আমাদের ব্যবসায় গতি আসবে।'

পাথর ব্যবসায়ী শুভঙ্কর নস্কর বলছেন,'মিতালী এক্সপ্রেস চালু হলে আমাদের মতো ব্যবসায়ীদের সুবিধা হবে। কারণ ব্যবসার কাজে আমাকে বাংলাদেশে যেতে হয়। কিন্তু মিতালী এক্সপ্রেস বন্ধ থাকায় বাসে ওপারে যেতে হচ্ছে। এতে অনেক সময় লাগে। কারণ বাস ধরতে কলকাতা যেতে হয়।'

হিমালয়ান হসপিটালিটি অ্যান্ড ট্যুরিজম ডেভেলপমেন্ট নেটওয়ার্কের সাধারণ সম্পাদক সম্রাট সান্যাল বলছেন, 'বাংলাদেশ থেকে বহু পর্যটক ভারতে ঘুরতে আসেন। ২০২৩-২০২৪ আর্থিক বর্ষে প্রায় দেড় লক্ষ পর্যটক সেদেশ থেকে এসেছিলেন। ফলে মিতালি এক্সপ্রেস পুনরায় চালু হলে আমাদের পর্যটনশিল্পে নতুন করে জোয়ার আসবে। এক্ষেত্রে আমরা চাইছি, দুই দেশের পারস্পরিক সম্পর্ক উন্নত হলে এই ট্রেন পরিষেবা পুনরায় চালু করা প্রয়োজন।'

অ্যাফিডেভিট

আমি Md. Abdul Alim Biswas, S/o. Wayesh Biswas আমার ড্রাইভিং লাইসেন্স এ (WB6520140010871) আমার বাবার নাম ভুল থাকায় গত 24.03.26 এ নোটারি পাবলিক মালদায় অ্যাফিডেভিট বলে ভুল সংশোধন করে Md. Wayesh Ali Biswas থেকে Wayesh Biswas করা হলো যা উভয় এক এবং অভিন্ন ব্যক্তি। (C/121246)

●

আমার কন্যার জন্ম শংসাপত্রে নাম ভুল থাকায় গত ২১.৪.২০২৫ তারিখে J.M. 1st কোর্টে জলপাইগুড়ি হইতে অ্যাফিডেভিট বলে আমার কন্যা Kridha Agarwala এবং Asrita Agarwala এক এবং অভিন্ন ব্যক্তি রূপে পরিচিত হইল। (C/120861)

কাটিহার ডিভিশনে ইঞ্জিনিয়ারিং কাজ

টেন্ডার বিজ্ঞপ্তি নং : কেআইআর/ইএনজিজি./০৯ অফ ২০২৬; তারিখ : ২০-০৩-২০২৬; নিম্নস্বাক্ষরকারী কর্তৃক নিম্নলিখিত কাজের জন্য ই-টেন্ডার আহ্বান করা হচ্ছে। টেন্ডার নং ১: কাজের সংক্ষিপ্ত বিবরণ : এসআর.ডিইএন/III/কাটিহার-এর এখতিয়ারাধীন মোবাইল ফ্ল্যাশ বাট ওয়েল্ডিং প্ল্যান্ট ব্যবহার করে সাইটে (ইন সিটু/সেস) সব রেল সেকশনের (নতুন/এসএইচ) ১০টি রেল প্যানেল/ফ্রি রেল/২টি রেল প্যানেল/৩টি রেল প্যানেলের ফ্ল্যাশ বাট ওয়েল্ডিং। টেন্ডার মূল্য : ৩,০৯,৫৬,৮৩২/- টাকা; বিড সিকিউরিটি : ৬,১৯,১০০/- টাকা; টেন্ডার নং ২: কাজের সংক্ষিপ্ত বিবরণ : এসআর.ডিইএন/III/কাটিহার-এর এখতিয়ারাধীন রাঙ্গাপানি-বেংডুবি সাইডিং-এর মধ্যে মোবাইল ফ্ল্যাশ বাট ওয়েল্ডিং প্ল্যান্ট ব্যবহার করে সাইটে (ইন সিটু/সেস) সব রেল সেকশনের (নতুন/এসএইচ) ফ্রি রেল/২টি রেল প্যানেল/৩টি রেল প্যানেলের ফ্ল্যাশ বাট ওয়েল্ডিং। টেন্ডার মূল্য : ২,৬৩,৪৬,২৪০/- টাকা; বিড সিকিউরিটি : ৫,২৬,৯০০/- টাকা; টেন্ডার নং ৩: কাজের সংক্ষিপ্ত বিবরণ : এসএসই/ডব্লিউ/ঠাকুরগঞ্জ -এর এখতিয়ারাধীন বাগডোগরা-আলুয়াবাড়ি রোড সেকশনের মধ্যে আরইউবি-এ জমে থাকা জল নিষ্কাশন। টেন্ডার মূল্য : ৪,৪৩,৫৯৪/- টাকা; বিড সিকিউরিটি : ৮,৯০০/- টাকা; টেন্ডার নং ৪: কাজের সংক্ষিপ্ত বিবরণ : হাটোয়ার স্টেশনে -এল ক্রসিং গেট নং এসকে/৩২৫ হয়ে স্টেশনে প্রবেশের রাস্তা নির্মাণ। টেন্ডার মূল্য : ৪,৪২,৯৪,৪০৯.০৫/- টাকা; বিড সিকিউরিটি : ৮,৮৫,৯০০/- টাকা; উপরোক্ত টেন্ডারগুলি বন্ধ হওয়ার তারিখ ও সময় ১৭-০৪-২০২৬ তারিখে ১৫:০০ টা এবং খোলার সময় ১৫:৩০ টা। উপরোক্ত ই-টেন্ডারের সম্পূর্ণ তথ্য সহ টেন্ডার নথি ১৭-০৪-২০২৬ তারিখে ১৫:০০ টা পর্যন্ত www.ireps.gov.in ওয়েবসাইটে পাওয়া যাবে।

ডিআরএম (ডব্লিউ), কাটিহার
উত্তর পূর্ব সীমান্ত রেলওয়ে
প্রসন্ন চিত্তে মানুষের সেবায়

কর্মখালি

Sales Officers with exp & bike required for animal med. in NorthB, 9760022331. (K)

●

Walk-in-interview for Residential teacher & Hostel Super (B.A./B. Sc./B.Ed.) in Uttar Banga Public School (High School), Vill-Kamalpur, P.O.-Meherapur, Dist.- Malda, 732207 will be held on 04.04.2026, Contact - 9734220947, 9064965603. (C/121242)

●

সারদা শিশুতীর্থ, উত্তর রামপুর, মহারাজা, উঃদিঃ। সংস্কৃত বিষয়ে শূন্যপদে শিক্ষক/শিক্ষিকা নিয়োগের জন্য সাক্ষাৎকার আগামী ৫-৪-২৬ রবিবার, সকাল ১১টায় অনুষ্ঠিত হবে। স্থান-বিদ্যালয় পরিসর। আবেদন জমা ২৫-৩-২৬ থেকে ২-৪-২৬ (১১টা-২টা)। মোবাইল নং-৭৮৭২১৩৬১৪১। (C/121247)

সভা/সমিতি

এতদ্বারা ময়মনসিংহ প্রাক্তনী, শিলিগুড়ি শাখার সদস্য-সদস্যাগণকে জানানো যাইতেছে যে, ২৯ মার্চ, ২০২৬ রবিবার সকাল ১০.৩০ টায় নেতাজী উচ্চতর বালিকা বিদ্যালয়ে একটি সাধারণ সভা ডাকা হয়েছে। উক্ত সভায় সকল সদস্যের উপস্থিতি একান্ত কাম্য। ইতি - সম্পাদক। (C/121142)

কিডনি চাই

পুরুষ B+ ব্লাড গ্রুপের কিডনি প্রয়োজন কোনও সহৃদয় ব্যক্তি ইচ্ছুক থাকলে যোগাযোগ করুন। M - 8617333959. (B/S)

●

Ms. Shikha Sarkar -এর AB+ কিডনি আবশ্যক। যে কোনও রক্ত গ্রুপের কিডনিদাতা যথাযথ প্রমাণাদি ও অভিভাবক সহ যোগাযোগ করুন। মো : 7872420723. (C/120634)

অ্যাফিডেভিট

আমি তপন রবিদাস, প্রদীপ রবিদাস, পিতা প্রয়াত সূর্য্য রবিদাস, গ্রাম হোমাদিঘী, পোঃ পারুইল, থানা - গাজোল, জেলা - মালদা, পশ্চিমবঙ্গ হলফনামা মারফত গোষণা করছি যে আমাদের প্রয়াত পিতার নাম, অক্ষয় রবিদাস থেকে সূর্য্য রবিদাস হয়েছে। 19-03-2026. Before the Notary Public at - Bidhannagar. Dist - North 24 Parganas এর নিকট এই হলফনামা Affidavit No. 18 AC 192750 সম্পাদিত হয়েছে। এখন থেকে তিনি, সর্বস্তরে সূর্য্য রবিদাস নামেই পরিচিত হবেন। (C/121242)

পক্ষপাতিত্বের অভিযোগ

মালদা, ২৪ মার্চ : মালদা জেলার চার বিধানসভা কেন্দ্রের জন্য যে পুলিশ অবজার্ভারকে নিয়োগ করা হয়েছে, তাঁর স্ত্রী বিহারের বিজেপি নেত্রী। অভিযোগ তৃণমূলের। মঙ্গলবার সন্ধ্যায় সাংবাদিক বৈঠক করে নির্বাচন কমিশনের ভূমিকা নিয়ে ক্ষোভ উগরে দিলেন জেলা তৃণমূল সভাপতি আব্দুর রহিম বক্সী। বক্সীর অভিযোগ, মালদা জেলার বৈষ্ণবনগর, সুজাপুর, মোথাবাড়ি ও মানিকচক বিধানসভা কেন্দ্রের জন্য পুলিশ অবজার্ভার হিসেবে নিয়ে আসা হয়েছে বিহারের জয়ন্ত কান্ত নামে এক পুলিশ আধিকারিককে। তাঁর স্ত্রী গত বিহার বিধানসভা নির্বাচনে বিজেপির প্রার্থীও ছিলেন। বক্সী বলেন, 'আমরা মনে করি নির্বাচন কমিশন পরিকল্পিতভাবে এমন পুলিশ আধিকারিকদের বাংলায় নিয়ে আসছে যাঁরা বিজেপির সমর্থক।'

সেইসঙ্গে তৃণমূলের আরও অভিযোগ, মালদা জেলার প্রশাসনিক কাঠামো ভেঙে ফেলতে সব আধিকারিকদের বদলি করা হচ্ছে। তৃণমূলের তোলা অভিযোগ প্রসঙ্গে বিজেপির দক্ষিণ মালদার সাংগঠনিক সভাপতি অজয় গঙ্গোপাধ্যায়ের বক্তব্য, 'অভিযোগ থাকলে নির্বাচন কমিশনকে জানাক ওরা।'

দেবাশিসের কাহিনীতে মৃগয়া ১.৫

রাহুল দেব

রায়গঞ্জ, ২৪ মার্চ : পেশায় তিনি পুলিশ হলেও নেশায় লেখক। ইতিমধ্যেই সত্য ঘটনা অবলম্বনে লেখা তাঁর কাহিনীর উপর ভর করে বাংলায় তৈরি হয়েছে সিনেমা। সেই ছবি যথেষ্ট সাফল্যের মুখ দেখেছিল। এবছর ফের রায়গঞ্জের ভূমিপুত্র দেবাশিস দত্ত চলচ্চিত্রের জন্য কলম ধরলেন। গত বছর ২৭ জুন তাঁর লেখা গল্প নিয়ে মুক্তি পেয়েছিল মৃগয়া : দ্য হান্ট। এবার মৃগয়া ১.৫ ছবির কাজ ইতিমধ্যেই শুরু হয়ে গিয়েছে। নতুন ছবিটি মুক্তি পাবে আগামী জুলাইতে। রায়গঞ্জ শহরের রমেন্দ্রপল্লি এলাকার বাসিন্দা দেবাশিস বর্তমানে কলকাতার মানিকতলা থানার ওসির দায়িত্ব পালন করছেন। পাশাপাশি সিনেমার কাহিনীকার হিসাবেও জনপ্রিয় তিনি।

কয়েক বছর আগে কলকাতা শহরের বুকে এক নাবালিকাকে হেনস্তা ও সেই সংক্রান্ত ঘটনার তদন্ত করতে গিয়ে একের পর এক রহস্য উন্মোচন। এই ছিল আগের ছবিটির মূল কাহিনী। সেই গল্পের ওপর ভিত্তি করেই এবার নতুন ছবিটির রহস্যের জাল বোনা হয়েছে। পুরো ছবির শুটিংই হয়েছে কলকাতায়। মূল চরিত্রে অভিনয় করছেন অভিনেতা ঋত্বিক চক্রবর্তী। এছাড়াও রয়েছেন কৌশানী মুখোপাধ্যায়, অর্পণ ঘোষাল ও মীর আফসার আলি। অন্যদিকে নাবালিকার চরিত্রে থাকবেন অনন্যা ভট্টাচার্য। আগের মৃগয়া : দ্য হান্ট-এর মতো এই ছবির পরিচালক ও সংগীত পরিচালক একই রয়েছেন। পরিচালনা করবেন অভিরূপ ঘোষ ও সংগীত পরিচালকের দায়িত্বে থাকবেন রায়গঞ্জের আরেক ভূমিপুত্র রানা মজুমদার। চলচ্চিত্রের কাহিনী সাজানোর পাশাপাশি গান রচনাও হয়েছে দেবাশিসের হাতে। ছবির গান গেয়েছেন ঊষা উত্থুপ ও অন্তরা মিত্র।

দেবাশিস বলেন, "শহরে এক নাবালিকাকে শারীরিক নিগ্রহ করা হয়। সেই ঘটনার তদন্তে অনেক রহস্য উন্মোচন করে তার উপর ভিত্তি করেই নতুন এই চলচ্চিত্রের কাহিনী লেখা হয়েছে। তবে নতুন মৃগয়ায় 'সাসপেন্স' বা 'থ্রিল' অনেকটাই বেশি থাকবে।" তবে শেষপর্যন্ত অপরাধী ধরা পড়া বা বিশেষ কোনও ঘটনা বিষয়ে দেবাশিস আর তেমন কিছু খোলসা করেননি। তাঁর জবাব, 'বলে দিলে তো মূল আকর্ষণটাই নষ্ট হয়ে যাবে। তবে দর্শক চোখ সরাতে পারবেন না।' গত বছরের মৃগয়া : দ্য হান্ট রায়গঞ্জের একটি মাল্টিপ্লেক্সে মুক্তি পেয়েছিল। শহরবাসীর তরফে বেশ প্রশংসাও কুড়িয়েছিল ছবিটি। এবার মৃগয়া ১.৫ নিয়েও উচ্ছ্বসিত শহরের সিনেমাপ্রেমীরা। তাপস সরকার নামের এক শিক্ষক বলেছেন, 'গত বছর মৃগয়া খুব ভালো লেগেছিল। এবার অপেক্ষা করে আছি কবে নতুন ছবিটি মুক্তি পাবে।' অন্যদিকে দোলা দেবনাথ জানালেন, এমনিতেই সাসপেন্সধর্মী ছবি তাঁর ভীষণ প্রিয়। তার ওপর কাহিনীকার যখন নিজের শহরের তখন তো দেখতে হবেই।

পুলিশকর্তা দেবাশিস দত্তের সঙ্গে অভিনেতা মীর।

> **শহরে এক নাবালিকাকে শারীরিক নিগ্রহ করা হয়। সেই ঘটনার তদন্তে অনেক রহস্য উন্মোচন করে তার উপর ভিত্তি করেই নতুন এই চলচ্চিত্রের কাহিনী লেখা হয়েছে। তবে নতুন মৃগয়ায় 'সাসপেন্স' বা 'থ্রিল' অনেকটাই বেশি থাকবে।**
>
> **দেবাশিস দত্ত**

সমন্বয় বৈঠক

চ্যাংরাবান্ধা, ২৪ মার্চ : চ্যাংরাবান্ধা ট্রাক ওনার্স অ্যাসোসিয়েশনের নির্বাচনি জটিলতা, ট্রাকের সিরিয়াল নম্বর না মানা সহ বিভিন্ন অভিযোগে তালাবন্ধ চ্যাংরাবান্ধা ট্রাক ওনার্স অ্যাসোসিয়েশন অফিসের অচলাবস্থা কাটাতে আসরে নামল মেখলিগঞ্জ পুলিশ প্রশাসন। মঙ্গলবার এনিয়ে চ্যাংরাবান্ধায় মেখলিগঞ্জ এসডিপিও-র দপ্তরে মেখলিগঞ্জ পুলিশ আধিকারিকদের সঙ্গে চ্যাংরাবান্ধা ট্রাক ওনার্স অ্যাসোসিয়েশন, চ্যাংরাবান্ধা এক্সপোর্টার্স অ্যাসোসিয়েশন ও চ্যাংরাবান্ধা সিঅ্যান্ডএফ ওয়েলফেয়ার অ্যাসোসিয়েশনের সদস্যদের সঙ্গে সমন্বয় বৈঠক হয়।

বৈঠকে মেখলিগঞ্জের এসডিপিও আশিস পি সুব্বা, সিআই এবং ওসি মেখলিগঞ্জ, চ্যাংরাবান্ধা সুবিধা পোর্টালি ওসি সকলে উপস্থিত ছিলেন।

এবিষয়ে মেখলিগঞ্জের এসডিপিও বলছেন, 'ট্রাক ওনার্সের সব কাজ ট্রাক ওনার্স ও এক্সপোর্টার্স অ্যাসোসিয়েশন করবে। চাবি পুলিশের কাছে রয়েছে। বিধানসভা ভোটের পর ট্রাক ওনার্স অ্যাসোসিয়েশনের নির্বাচন হবে। ততদিন সমস্ত নিরাপত্তার বিষয়টি পুলিশ দেখবে।'

সোনা ও রুপোর দর

পাকা সোনার বাট (৯৯৫০/২৪ ক্যারেট ১০ গ্রাম)	১৪০৮০০
পাকা খুচরো সোনা (৯৯৫০/২৪ ক্যারেট ১০ গ্রাম)	১৪১৫০০
হলমার্ক সোনার গয়না (৯১৬/২২ ক্যারেট ১০ গ্রাম)	১৩৪৫০০
রুপোর বাট (প্রতি কেজি)	২২৬৩০০
খুচরো রুপো (প্রতি কেজি)	২২৬৪০০

* দর টাকায়, জিএসটি এবং টিসিএস আলাদা

পঃবঃ বুলিয়ান মার্চেন্টস্ অ্যান্ড জুয়েলার্স অ্যাসোসিয়েশনের বাজারদর

West Bengal Scheduled Castes, Scheduled Tribes and Other Backward Classes Development & Finance Corporation
(An Organization under the Government of West Bengal)
CF 217/A/1, Sector-I, Salt Lake, Kolkata-700064

SC ছাত্রদের জন্য বিনামূল্যে প্রশিক্ষণ বিজ্ঞপ্তি

কোর্সের বিবরণ	শিক্ষাগত যোগ্যতা	আসন সংখ্যা
[illegible]	১০ম শ্রেণী পাশ	১০০
[illegible]	১০ম শ্রেণী পাশ	৫০

অফিসিয়াল ওয়েবসাইট :-www.westcbcdwb.org.in Contact.9064383445/9832006085

Implemented By: CGSSC
Ambari Falakata,Station Feder Road, Jalpaiguri -735135
NAI SOCH FOUNDATION

আজ টিভিতে

কে তুমি নন্দিনী রাত ১০.৩০ কালার্স বাংলা সিনেমা

সিনেমা

জলসা মুভিজ : সকাল ৯.০০ রামলীলা : এক অমর কাহিনী, দুপুর ১২.৩০ কি করে তোকে বলবো, বিকেল ৩.৩০ বেশ করেছি প্রেম করেছি, সন্ধে ৬.৩০ সতীর একান্নপীঠ, রাত ১০.৩০ জয় মা তারা

কালার্স বাংলা সিনেমা : সকাল ৯.১৫ বিধাতার খেলা, দুপুর ১২.৪৫ সেদিন দেখা হয়েছিল, বিকেল ৪.০০ ইন্দ্রজিৎ, সন্ধে ৭.০০ ফাইটার মারবো নয় মরবো, রাত ১০.৩০ কে তুমি নন্দিনী

জি বাংলা সোনার : সকাল ৯.০০ বাবা কেন চাকর, বেলা ১১.৩০ স্বপ্ন, দুপুর ২.০০ লোফার, বিকেল ৫.০০ বৌমার বনবাস, সন্ধে ৭.৩০ সংঘর্ষ, রাত ১০.৩০ চুড়িওয়ালা

ডিডি বাংলা : দুপুর ২.৩০ মমতাময়ী মা

কালার্স বাংলা : দুপুর ২.০০ ভাই আমার ভাই

আকাশ আট : বিকেল ৩.০৫ সম্পর্ক

অ্যান্ড পিকচার্স : বেলা ১১.২৪ কৃশ-থ্রি, দুপুর ২.১৮ কোই মিল গ্যয়া, বিকেল ৫.৩৩ বিজনেসম্যান নাম্বার-টু, সন্ধে ৭.৫৯ হিম্মতওর, রাত ১০.২৪ টু পয়েন্ট জিরো

সোনি ম্যাক্স টু : সকাল ১০.২২ পাপ কি দুনিয়া, দুপুর ১.২৭ অওলাদ, বিকেল ৪.৩২ আখেঁ, সন্ধে ৭.৫০ অগ্নিসাক্ষী, রাত ১০.১৮ মিস্টার আজাদ

জি বলিউড : বেলা ১১.২৫ আ অব লওট চলেঁ, দুপুর ২.৩৯ চালবাজ, বিকেল ৫.৪৯ জাল-দ্য ট্র্যাপ, রাত ৯.০০ জনতা কি অদালত, ১১.১৭ রান

চালবাজ দুপুর ২.৩৯
জি বলিউড

কি করে তোকে বলবো
দুপুর ১২.৩০ জলসা মুভিজ

দ্য লায়ন্স রুল বিকেল ৩.৫৫ অ্যানিমাল প্ল্যানেট

আজকের দিনটি

শ্রীদেবাচার্য্য
৯৪৩৪৩১৭৩৯১

মেষ : পরিবারে নতুন অতিথির আগমনে আনন্দ। চোখের সমস্যা কাটায় স্বস্তি। বৃষ : ব্যবসায় বাড়তি বিনিয়োগ করতে পারেন। নতুন কর্মক্ষেত্রে যাওয়ার সিদ্ধান্ত। মিথুন : আজ কোনও পুরোনো সম্পর্ক ফের জোড়া লাগবে। মাথাব্যথা নিয়ে ভোগান্তি। কর্কট : পৈতৃক সম্পত্তি নিয়ে মামলার ফল আপনার পক্ষে যাবে। সর্দি-কাশিতে ভোগান্তি। সিংহ : পরিবারের সঙ্গে ভ্রমণে গিয়ে আনন্দ। নতুন কাজের সুযোগ। কন্যা : পুরোনো বন্ধুর ভ্রমণে দেখা পেয়ে আনন্দ। সংসারে নতুন অতিথির আগমনে আনন্দ। তুলা : উচ্চশিক্ষায় বাধা পড়তে পারে। বাবার পরামর্শে দাম্পত্যের সমস্যা কাটবে। বৃশ্চিক : কোনও জটিল সমস্যার সমাধান হয়ে যাবে। ব্যবসায় সামান্য বিনিয়োগ করতে পারেন। ধনু : অতিরিক্ত পাওয়ার জন্য পরিশ্রম করতে যাবেন না। কর্মক্ষেত্রে জনপ্রিয়তা বাড়বে। মকর : বিদেশে পাঠরত প্রিয়জনের পরীক্ষায় সাফল্যে মানসিক তৃপ্তি। আজ সাবধানে চলাফেরা করুন। কুম্ভ : কোনও বিষয় নিয়ে অহেতুক দুশ্চিন্তা। প্রেমের সঙ্গীকে ভুল বুঝে অশান্তি। মীন : পৈতৃক সম্পত্তির জন্য আজ আইনি সাহায্য নিতে হতে পারে। কর্মপ্রার্থীরা ভালো খবর পেতে পারেন।

দিনপঞ্জি

শ্রীমদনগুপ্তের ফুলপঞ্জিকা মতে ১০ চৈত্র ১৪৩২, ভাঃ ৪ চৈত্র, ২৫ মার্চ ২০২৬, ১০ চ'ত, সংবৎ ৫ চৈত্র সুদি, ৫ শওয়াল। সূঃ উঃ ৫।৪২, অঃ ৫।৪৬। বুধবার, সপ্তমী অপরাহ্ণ ৪।৪৯। মৃগশিরানক্ষত্র রাত্রি ৮।৩০। আয়ুষ্মানযোগ দিবা ৯।১। গরকরণ প্রাতঃ ৬। ০ গতে বণিজকরণ অপরাহ্ণ ৪।৪৯ গতে বিষ্টিকরণ রাত্রি ৩।৪০ গতে ববকরণ। জন্মে- বৃষরাশি বৈশ্যবর্ণ মতান্তরে শূদ্রবর্ণ দেবগণ অষ্টোত্তরী রবির ও বিংশোত্তরী মঙ্গলের দশা, দিবা ৯।১৮ গতে মিথুনরাশি শূদ্রবর্ণ মতান্তরে বৈশ্যবর্ণ, রাত্রি ৮।৩০ গতে নরগণ অষ্টোত্তরী চন্দ্রের ও বিংশোত্তরী রাহুর দশা। মৃতে - একপাদদোষ, অপরাহ্ণ ৪।৪৯ গতে দোষ নাই। যোগিনী- বায়ুকোণে, অপরাহ্ণ ৪।৪৯ গতে ঈশানে। কালবেলাদি ৮।৪৩ গতে ১০।১৩ মধ্যে ও ১১।৪৪ গতে ১।১৪ মধ্যে। কালরাত্রি ২।৪৩ গতে ৪।১২ মধ্যে। যাত্রা - শুভ উত্তরে ও দক্ষিণে নিষেধ, দিবা ১।১৪ গতে বায়ুকোণে নৈর্ঋতেও নিষেধ, অপরাহ্ণ ৪।৪৯ গতে মাত্র উত্তরে ও দক্ষিণে নিষেধ, রাত্রি ৮।৩০ গতে যাত্রা নাই। শুভকর্ম - নামকরণ নিষ্ক্রমণ দেবগৃহারম্ভ দেবগৃহপ্রবেশ নবশয্যাসনাদ্যুপভোগ পুংরত্নধারণ শঙ্খরত্নধারণ জলাশয়ারম্ভ দেবতাগঠন বিষ্ণুপ্রতিষ্ঠা শিবপ্রতিষ্ঠা ক্রয়বাণিজ্য বিক্রয়বাণিজ্য বিপণ্যারম্ভ পুণ্যাহ গ্রহপূজা শান্তিস্বস্ত্যয়ন বৃক্ষাদিরোপণ ধান্যচ্ছেদন ধান্যস্থাপন কারখানারম্ভ বাহনক্রয়বিক্রয় কম্পিউটার নির্মাণ ও চালন, অপরাহ্ণ ৪।৪৯ গতে জলাশয়প্রতিষ্ঠা দেবতাপ্রতিষ্ঠা বৃক্ষপ্রতিষ্ঠা হলপ্রবাহ বীজবপণ। বিবিধ (শ্রাদ্ধ) - সপ্তমীর একোদ্দিষ্ট ও সপিণ্ডন। শ্রীশ্রীবাসন্তী দুর্গাপুজো। শ্রীশ্রীবাসন্তী দুর্গাদেবীর নবপত্রিকা প্রবেশ, স্থাপন, সপ্তম্যাদি কল্পারম্ভ ও সপ্তমীবিহিত পুজো প্রশস্তা। অমৃতযোগ - দিবা ৭।১২ মধ্যে ও ৯।৩২ গতে ১১।১২ মধ্যে ও ৩।২১ গতে ৫।১ মধ্যে এবং রাত্রি ৬।২৭ গতে ৮।৫৫ মধ্যে ও ১।৩২ গতে ৫।৪১ মধ্যে। মাহেন্দ্রযোগ - দিবা ১।৪১ গতে ৩।২১ মধ্যে এবং রাত্রি ৮।৫৫ গতে ১০।২৭ মধ্যে।

সতর্কীকরণ : উত্তরবঙ্গ সংবাদ অথবা পত্রিকার কোনও এজেন্ট পত্রিকায় প্রকাশিত কোনও বিজ্ঞাপনের সততা, যথার্থতার জন্য দায়ী নয়। কোনও প্রকার বিজ্ঞাপন দ্বারা প্রভাবিত হওয়ার আগে বিজ্ঞাপনের যথার্থতা যাচাই করে নিতে পাঠকদের অনুরোধ করা হচ্ছে।

সাপ্লিমেন্টারি তালিকা দেখে ক্ষুব্ধ ভোটাররা

সংশোধনের নামে 'প্রহসন'

সাগর বাগচী

শিলিগুড়ি, ২৪ মার্চ : বিশেষ নিবিড় সংশোধনী (এসআইআর) প্রক্রিয়াকে ভোটারদের অনেকে প্রহসন আখ্যা দিচ্ছেন। সাপ্লিমেন্টারি ভোটার তালিকা দেখে শিলিগুড়ি সংলগ্ন ডাবগ্রাম-ফুলবাড়ি বিধানসভা এলাকার বহু মানুষের মনে ক্ষোভের আগুন জ্বলছে। চূড়ান্ত ভোটার তালিকায় যাঁদের নাম 'বিচারাধীন' রাখা হয়েছিল, নতুন তালিকায় তাঁদের অনেকেরই নাম বাদ পড়েছে।

আশ্চর্যের বিষয় হল, একই পরিবারের সদস্যদের মধ্যে কারও নাম তালিকায় উঠেছে, আবার কারও নাম রহস্যজনকভাবে বাদ গিয়েছে। ক্ষুব্ধ ভোটাররা এই প্রক্রিয়াকে সাধারণ মানুষকে হয়রান করার 'চক্রান্ত' বলে তোপ দেগেছেন।

ডাবগ্রাম-ফুলবাড়ি বিধানসভা কেন্দ্রের ফুলবাড়ি-১ গ্রাম পঞ্চায়েতের পোড়াঝাড়ের ১০৬ ও ১০৭ নম্বর পার্টে নজর দিলেই ছবিটা স্পষ্ট হয়ে ওঠে। ১০৬ নম্বর পার্টে ৮৫ জন ভোটারের নাম বিচারাধীন ছিল, যার মধ্যে সাপ্লিমেন্টারি তালিকায় ৫১ জনের নামই বাদ গিয়েছে। একই চিত্র ১০৭ নম্বর বুথেও, সেখানে ৬০ জনের মধ্যে ৪২ জনের নাম বাদ পড়েছে।

- বিশেষ নিবিড় সংশোধনী প্রক্রিয়ার স্বচ্ছতা নিয়ে উঠেছে বড়সড়ো প্রশ্ন
- একই পরিবারের বাবা-ছেলের মধ্যে একজনের নাম থাকলেও অন্যজনের নাম উধাও
- ডাবগ্রাম-ফুলবাড়িতে নাম বাদ যাওয়ায় আন্দোলনের হুঁশিয়ারি তৃণমূলের

> নিশ্চিতভাবে ভোটের মুখে কোনও চক্রান্ত চলছে। না হলে এভাবে নাম কেটে দিয়ে প্রকৃত ভোটারদের হয়রান করা হত না।
>
> আনজুয়ারা বেগম

এই তালিকায় দেখা যাচ্ছে, স্বামী সাহেদ আলমের নাম থাকলেও স্ত্রী মরজিনা খাতুনের নাম নেই। আবার রামজি মিশ্রার নাম তালিকায় উঠলেও তাঁর বাবা আনন্দকুমার মিশ্রার নাম উধাও।

১০৭ নম্বর বুথের ভোটার মনসুর আলির ক্ষেত্রেও ঘটেছে একই বিপত্তি। মনসুর ও তাঁর বাবা সহমান আলির নাম বিচারাধীন ছিল। নতুন তালিকায় মনসুরের নাম থাকলেও ব্রাত্য রয়ে গিয়েছেন তাঁর বাবা। ক্ষুব্ধ মনসুর বলেন, 'বাবা ও আমি দুজনে একসঙ্গে শুনানিতে অংশ নিয়েছিলাম। দুজনের নামই বিচারাধীন ছিল। সেখানে কীভাবে বাবার নাম বাদ চলে যেতে পারে? বাবা খুব চিন্তায় রয়েছেন। এসআইআর-এর নামে আসলে প্রহসন চলছে। কাজকর্ম ছেড়ে এখন ট্রাইবিউনালে আবার আবেদন করতে হবে।'

একই বুথের ভোটার আনজুয়ারা বেগমের নাম তালিকায় থাকলেও তাঁর দুই ভাই আব্বাস ও আনোয়ার আলির নাম নেই। আনজুয়ারার সরাসরি অভিযোগ, 'নিশ্চিতভাবে ভোটের মুখে কোনও চক্রান্ত চলছে। না হলে এভাবে নাম কেটে দিয়ে প্রকৃত ভোটারদের হয়রান করা হত না।'

ফুলবাড়ি ১ নম্বর গ্রাম পঞ্চায়েতের কামরাঙ্গাগুড়ি (উত্তর) এলাকার ১০৪ নম্বর পার্টের প্রায় ৫০ জন ভোটারের নাম বিচারাধীন ছিল। কিন্তু সাপ্লিমেন্টারি তালিকা স্পষ্ট না হওয়ায় সেখানকার বাসিন্দারা চরম আতঙ্কের মধ্যে রয়েছেন। স্থানীয় পঞ্চায়েত সদস্য ইয়াসুল হক মুন্সির উপস্থিতিতে এই নিয়ে বৈঠকও হয়েছে। ইয়াসুল বলেন, 'সকলে ভয়ে রয়েছেন। ঠিক কতজনের নাম বাদ গিয়েছে তা এখনও পরিষ্কার নয়। রাজ্য সরকার যাতে পাশে দাঁড়ায়, আমরা সেই দাবি জানাচ্ছি।'

গোটা বিষয়টি নিয়ে রাজনৈতিক চাপানউতোরও শুরু হয়েছে। বিষয়টি তৃণমূল নেত্রী মমতা বন্দ্যোপাধ্যায়ের নজরে আনতে চান ডাবগ্রাম-ফুলবাড়ি ব্লক তৃণমূল সভাপতি দিলীপ রায়। তাঁর হুঁশিয়ারি, 'দুটো বুথেই যদি এত নাম বাদ গিয়ে থাকে, তবে গোটা বিধানসভায় সংখ্যাটা অনেক বেশি হবে। ভোটারদের নাম বাদ দিলে আমরা বড় আন্দোলনে নামব।'

মহানন্দা লালমোহন ঘাটে চৈতি ছট ভক্তদের ভিড়। মঙ্গলবার সূত্রধরের তোলা ছবি।

আজ মমতার সভায় বৃষ্টির ভ্রূকুটি

রণজিৎ ঘোষ

শিলিগুড়ি, ২৪ মার্চ : বঙ্গোপসাগর থেকে মাঝারি বৃষ্টির পূর্বাভাস রয়েছে। আর বৃষ্টির ভ্রূকুটিতেই বুধবার শিলিগুড়িতে জোড়া সভা তৃণমূল নেত্রী মমতা বন্দ্যোপাধ্যায়ের। ডাবগ্রাম-ফুলবাড়ি কেন্দ্রে দলীয় প্রার্থী রঞ্জন শীলশর্মা এবং মাটিগাড়া-নকশালবাড়িতে শংকর মালাকারের সমর্থনে সভা করবেন মমতা। জোড়া সভাকে সফল করে তুলতে যথারীতি ময়দানে নেমে পড়েছে তৃণমূল নেতৃত্ব। এখানকার রাজনৈতিক পারদও চড়তে শুরু করেছে। তবে আকাশের মেঘ ভাবাচ্ছে তৃণমূলের নেতা-কর্মীদের। বিশেষ করে নকশালবাড়িতে একই মাঠে হেলিপ্যাড এবং সভামঞ্চ তৈরি হয়েছে। ঝড়-বৃষ্টি হলে মাঠে লোক দাঁড়াতে সমস্যা হবে বলে আয়োজকরা মনে করছেন। আবহাওয়া দপ্তরের সিকিমের কেন্দ্রীয় অধিকর্তা গোপীনাথ রাহার বক্তব্য, 'বঙ্গোপসাগর থেকে পর্যাপ্ত পরিমাণ জলীয় বাষ্পের জোগান ঘটায় বুধবার এবং বৃহস্পতিবারও এই অঞ্চলে বজ্রবিদ্যুৎ সহ হালকা থেকে মাঝারি বৃষ্টির সম্ভাবনা রয়েছে। ঝোড়ো হাওয়ার সঙ্গে ভারী বৃষ্টি হতে পারে শুক্রবার।' যদিও তৃণমূল কংগ্রেসের দার্জিলিং জেলা চেয়ারম্যান সঞ্জয় টিব্রুয়াল বলেছেন, 'বৃষ্টি হলে মানুষের আসাটা সমস্যা হবে ঠিকই, তবে আগাম সমস্ত ব্যবস্থা নেওয়া হচ্ছে। মঙ্গলবারও সভাস্থলগুলি দেখা হয়েছে। আশা করছি সবকিছু ভালোভাবেই হবে।'

নন্দপ্রসাদ গার্লস হাইস্কুলের মাঠে শেষমুহূর্তের প্রস্তুতি। - মহম্মদ হাসিম

উত্তরবঙ্গে প্রথম দফায় ভোট প্রচারের জন্য মঙ্গলবারই চালসায় পৌঁছেছেন তৃণমূল নেত্রী। বুধবার দুপুরে সেখান থেকে হেলিকপ্টারে তিনি প্রথমে ময়নাগুড়ি টাউন ক্লাব ময়দানে পৌঁছে দলীয় প্রার্থী রামমোহন রায়ের সমর্থনে জনসভা করবেন। বেলা ১২টায় এই সভা হওয়ার কথা রয়েছে। ময়নাগুড়ির সভা শেষে মমতা হেলিকপ্টারে ডাবগ্রাম-ফুলবাড়ির জাবরাভিটা হাইস্কুল মাঠে পৌঁছাবেন। সেখানে তৃণমূল প্রার্থী রঞ্জন শীলশর্মার সমর্থনে জনসভায় বক্তব্য রাখবেন। এরপরেই মুখ্যমন্ত্রীর তৃতীয় সভা রয়েছে নকশালবাড়িতে। মাটিগাড়া-নকশালবাড়ির তৃণমূল প্রার্থী শংকর মালাকারের সমর্থনে তিনি স্থানীয় নন্দপ্রসাদ গার্লস হাইস্কুলের মাঠে জনসভা করবেন। এখানকার সভা শেষে পুনরায় হেলিকপ্টারে তিনি চাঁদমণির মাঠে অস্থায়ী হেলিপ্যাডে নামবেন। মাটিগাড়ার উপনগরীতে মুখ্যমন্ত্রীর রাত্রিবাসের কথা রয়েছে। বৃহস্পতিবার এখান থেকে তিনি দক্ষিণবঙ্গে নির্বাচনি প্রচারে যাবেন।

তৃণমূল নেত্রী তথা মুখ্যমন্ত্রীর শিলিগুড়ির দুটি সভাস্থলেই মঙ্গলবার শেষমুহূর্তের প্রস্তুতি চোখে পড়েছে। শিলিগুড়ির পুলিশ কমিশনার সৈয়দ ওয়াকার রাজা এদিন দুপুরে জাবরাভিটা হাইস্কুলের সভাস্থল পরিদর্শন করেন। এখানে রাস্তার অপর পাশেই হেলিপ্যাড তৈরি হয়েছে। মুখ্যমন্ত্রী সেখানে নেমে হেঁটে রাস্তা পেরিয়ে সভাস্থলে আসবেন। এই সভা প্রসঙ্গে তৃণমূল প্রার্থী রঞ্জন বলেছেন, 'জোরকদমে প্রচার চলছে। মুখ্যমন্ত্রীর সভাকে ঘিরে পুরো বিধানসভাজুড়ে উন্মাদনা রয়েছে। এই সভায় মুখ্যমন্ত্রী আমাদের যে নির্দেশ দেবেন, সেইমতো প্রচারে আরও জোর দেওয়া হবে।' অন্যদিকে, মাটিগাড়া-নকশালবাড়ি আসনে এবার জয়ের ব্যাপারে আশাবাদী তৃণমূল প্রার্থী শংকর। তাঁর বক্তব্য, 'মমতা বন্দ্যোপাধ্যায়ের জনসভায় বিধানসভার বিভিন্ন প্রান্ত থেকে প্রচুর জনসমাগম হবে। এই আসনে এবার আমরা জয়ের ব্যাপারে ১০০ শতাংশ নিশ্চিত।'

ভাড়া বৃদ্ধিতেও ভোটে বাস দিতে নারাজ মালিকরা

শিলিগুড়ি, ২৪ মার্চ : নির্বাচনের কাজে ব্যবহৃত বাস সহ বিভিন্ন ধরনের গাড়ির ভাড়া গতবারের তুলনায় ১০ শতাংশ বৃদ্ধি করল রাজ্যের পরিবহণ দপ্তর। তবে ভাড়ার অঙ্ক বাড়লেও বাসভাড়া দেওয়ার ব্যাপারে সম্মতি আদায় করতে হিমসিম খেতে হচ্ছে অল বেঙ্গল বাস মিনিবাস সমন্বয় সমিতিকে। গত বিধানসভা নির্বাচন, পঞ্চায়েত নির্বাচনে বাসভাড়া দেওয়া হলেও এখনও সেই টাকা পাননি বাস মালিকরা। এমনকি খোদ সমন্বয় সমিতির সভাপতি প্রণব মানিরও দুই নির্বাচন মিলিয়ে প্রায় তিন লক্ষ টাকা বাকি রয়েছে। প্রণব বলছেন, 'গত বিধানসভায় আমার কোচবিহারে বাস গিয়েছিল। পঞ্চায়েত নির্বাচনে জলপাইগুড়িতে বাস গিয়েছিল। এখনও টাকা পাইনি। আরটিওর দাবিমতো বাস মালিকদের বলতে গেলেই আগের টাকার ব্যাপারে প্রশ্ন শুনতে হচ্ছে। আমরাও সঠিক জবাব দিতে পারছি না।'

সম্প্রতি রাজ্যের পরিবহণ দপ্তর থেকে একটি বিজ্ঞপ্তি জারি করা হয়েছে। যেখানে বাস ও গাড়ির ভাড়া দশ শতাংশ বাড়ানোর পাশাপাশি চালক ও কনডাক্টরের জন্য দৈনিক ২৫০ টাকা ধার্য করা হয়েছে। সাধারণ বাসের ভাড়া দৈনিক ২,৩৫০ টাকার পরিবর্তে ২,৭৮৩ টাকা করা হয়েছে। মিনিবাসের ভাড়া করা হয়েছে ২,২১৯ টাকা। ছোট গাড়ির ভাড়া ৭৭৯ টাকা করা হয়েছে। ছোট ও বড় ম্যাক্সিক্যাব ভাড়া যথাক্রমে ১,৪৪১ টাকা এবং ১,৭১৬ টাকা। অন্যদিকে, পশ্চিমবঙ্গের পাশাপাশি অসমেও বিধানসভা ভোট হচ্ছে। প্রণব বলেন, 'অসম সরকার এবারে পেমেন্ট করে বাস নিচ্ছে। গোটা রাজ্যের কয়েক হাজার বাস ওখানে যাচ্ছে। তারমধ্যে অনেকদিন পর এবার উত্তরবঙ্গের সমস্ত জেলায় একসঙ্গে ভোট হওয়ায় প্রতিটি জেলার আরটিও থেকে ১০-২০টি করে বাস চাওয়া হচ্ছে।'

মন্দিরে চুরি

চোপড়া, ২৪ মার্চ : সদর চোপড়ার তিস্তা মোড় এলাকায় সোমবার গভীর রাতে একটি শনি মন্দিরে চুরি হয়। স্থানীয় সূত্রে জানা গিয়েছে, রাতে এক তরুণকে মন্দিরের আশপাশে ঘোরাঘুরি করতে দেখে এলাকাবাসীর একাংশের সন্দেহ হয়। এরপর তাঁকে পাকড়াও করেন স্থানীয়রা। পরে তাঁকে চোপড়া থানার পুলিশের হাতে তুলে দেওয়া হয়। তদন্ত শুরু করেছে পুলিশ।

প্রার্থী নিয়ে ভিক্টরের তোপে কংগ্রেস

অরুণ ঝা

ইসলামপুর, ২৪ মার্চ : নির্বাচনি আবহে প্রতিপক্ষের বিরুদ্ধে নয়, নিজের দলের প্রতি তোপ দাগলেন কংগ্রেসের রাজ্য কমিটির সাধারণ সম্পাদক আলি ইমরান রমজ ওরফে ভিক্টর। তাঁর বিস্ফোরক মূলে রয়েছে প্রার্থী ঘোষণা নিয়ে দলের শীর্ষ নেতৃত্বের টালবাহানা। কোনও রাখঢাক না করে মঙ্গলবার ভিক্টরকে বলতে শোনা যায়, 'প্রার্থী ঘোষণা এবং বিভিন্ন আসনে প্রার্থী চূড়ান্ত করার ক্ষেত্রে যে টালবাহানা চলছে, তাতে ভোটে ফলাফল খারাপ হলে এর দায় জেলা, রাজ্য এবং জাতীয় স্তরের সভাপতিদেরই নিতে হবে।' তৃণমূলকে সুবিধা পাইয়ে দিলে মানুষ কিন্তু ক্ষমা করবে না বলেও মন্তব্য করেন তিনি।

সোমবার চোপড়া ব্লক কংগ্রেস নেতৃত্ব নজিরবিহীনভাবে প্রার্থীর নাম ঘোষণা করার পাশাপাশি মিছিল করে শীর্ষ নেতৃত্বকে অস্বস্তিতে ফেলে দিয়েছে। যার রেশ না কাটতেই ভোটের মুখে ভিক্টরের এহেন অবস্থান নিয়ে রীতিমতো অস্বস্তিতে দলের উত্তর দিনাজপুর জেলা নেতৃত্ব। ফলে জেলায় কংগ্রেসের অন্দরমহলে যে ক্ষোভের ঝড় উঠেছে, তা স্পষ্ট। এব্যাপারে প্রতিক্রিয়া জানার জন্য প্রদেশ কংগ্রেস সভাপতি শুভঙ্কর সরকারকে একাধিকবার ফোন করলেও এড়িয়ে গিয়েছেন তিনি। ফোন করে পরিচয় দিতেই 'মিটিংয়ে আছি, পরে কথা বলব' বলে ফোন কেটে দেন। দুই ঘণ্টা পর ফের ফোন করে পরিচয় দিতেই তিনি কিছু না বলে ফোন কেটে দেন। তারপর ফের তাঁকে ফোন করা হলেও সাড়া পাওয়া যায়নি।

- প্রার্থী ঘোষণা নিয়ে শীর্ষ নেতৃত্বের গড়িমসিতে ক্ষুব্ধ ভিক্টর দুষছেন কংগ্রেস নেতৃত্বকে
- চাকুলিয়া ও গোয়ালপোখর কেন্দ্রে প্রার্থী হতে চান ভিক্টর, মোহিতের সঙ্গে ঠান্ডা লড়াই
- ভিক্টর নিয়ে মন্তব্য করতে নারাজ মোহিত, প্রসঙ্গ এড়াচ্ছেন প্রদেশ কংগ্রেস সভাপতিও

ফরওয়ার্ড ব্লক ছেড়ে কংগ্রেসে যোগ দেওয়ার পর থেকেই নানান ইস্যুতে দলের জেলা সভাপতি মোহিত সেনগুপ্তের সঙ্গে ভিক্টরের ঠান্ডা লড়াই চলছে। ভিক্টরের অনুগামীদের দাবি, গোয়ালপোখর এবং চাকুলিয়া আসনে ভিক্টরকে প্রার্থী না করলে ঘাসফুল শিবির সুবিধা পাবে। আর জেলা সভাপতি এসআইআর তালিকায় 'বিচারাধীন' ভিক্টরকে ভোটের টিকিট দিতে নারাজ। সমস্যার মধ্যরাতে যে সাপ্লিমেন্টারি তালিকা প্রকাশিত হয়েছে তাতেও কিন্তু ভিক্টরের নাম ভোটার তালিকায় ওঠেনি। তিনি নিজে অবশ্য টিকিট পাওয়া নিয়ে সরাসরি কিছু বলছেন না। শুধু বলেন, 'পাবলিক সেন্টিমেন্টকে হাইকমান্ড উপেক্ষা করলে, সেটা তাঁদের ব্যাপার।' আর ক্ষোভের সঙ্গে বলছেন, 'বিজেপি এবং তৃণমূল বিরোধী হাওয়া থাকায় এই দুটি কেন্দ্র নিয়ে আত্মবিশ্বাসী কংগ্রেস কর্মীরা লড়াইয়ের প্রস্তুতি নিয়ে রেখেছিলেন। কিন্তু প্রার্থী ঘোষণা না হওয়ায় তাঁরা হতাশ। চোপড়ায় যা ঘটল তা সর্বভারতীয় দলের মুখ পোড়ার জন্য যথেষ্ট নয় কি? কাদের ইশারায় এসব হচ্ছে? শৃঙ্খলাভঙ্গের জন্য দল কি ব্যবস্থা নিয়েছে?'

এমন পরিস্থিতির জন্য ভিক্টর জেলা, প্রদেশ এবং এআইসিসি সভাপতিকে কাঠগড়ায় তুলছেন। বলছেন, 'কেউই দায় এড়াতে পারেন না। প্রার্থী ঘোষণা নিয়ে টালবাহানায় দল ক্ষতির মুখে পড়লে তার দায়ও তাঁদেরই নিতে হবে।' এ ব্যাপারে মোহিত বলছেন, 'ভিক্টরের মন্তব্য নিয়ে কোনও প্রতিক্রিয়া দেব না। তবে চোপড়ায় যা হয়েছে, তা হওয়া উচিত ছিল না।'

অপহরণের অভিযোগে ধৃত

ফাঁসিদেওয়া, ২৪ মার্চ : ঘোষপুকুর সংলগ্ন একটি চা বাগান এলাকার এক নাবালিকাকে অপহরণের অভিযোগে পুলিশ এক তরুণকে গ্রেপ্তার করেছে। ধৃত তরুণকে মঙ্গলবার শিলিগুড়ি মহকুমা আদালতে তোলা হয়। বিচারক তাঁকে ১৪ দিনের বিচার বিভাগীয় হেপাজতে পাঠান।

ওই নাবালিকা ২১ মার্চ থেকে নিখোঁজ ছিল। পরিবারের সদস্যরা বিভিন্ন জায়গায় খোঁজাখুঁজি করেও তার খোঁজ না পাওয়ায় ২৩ মার্চ ফাঁসিদেওয়া থানায় একটি লিখিত অভিযোগ দায়ের করেন। অভিযোগের ভিত্তিতে তদন্তে নেমে ঘোষপুকুর ফাঁড়ির পুলিশ ফাঁসিদেওয়া এলাকা থেকে ওই নাবালিকাকে উদ্ধার করে। একইসঙ্গে এই ঘটনায় জড়িত থাকার অভিযোগে ওই তরুণকে গ্রেপ্তার করা হয়। ঘটনার তদন্ত চলছে বলে পুলিশ জানিয়েছে।

বিজেপির বিক্ষোভ

শিলিগুড়ি, ২৪ মার্চ : ফুলবাড়ি-১ গ্রাম পঞ্চায়েতের অন্তর্গত ৮৫ নম্বর বুথের বিজেপির বুথ সভাপতি সাধন মহন্তকে তৃণমূল মিথ্যা মামলায় ফাঁসানোর চেষ্টা করছে এই অভিযোগে এবং নিরপেক্ষ তদন্তের দাবিতে মঙ্গলবার বিজেপির তরফে এনজেপি থানায় বিক্ষোভ প্রদর্শন করা হয়। বিজেপির ডাবগ্রাম-ফুলবাড়ি মণ্ডল সভাপতি রাহুল বর্মন বলেন, 'আমাদের অনেক কর্মীর বাড়িতে পুলিশ যাচ্ছে। আমরা অভিযোগ জানাতে গেলেও, অভিযোগ নেওয়া হচ্ছে না। পুলিশ যাতে নিরপেক্ষভাবে তদন্ত করে আমরা সেই দাবি জানাচ্ছি।'

পরিদর্শন

চোপড়া, ২৪ মার্চ : আসন্ন বিধানসভা নির্বাচনের আগে মঙ্গলবার চোপড়া থানা পরিদর্শনে এলেন পুলিশের রায়গঞ্জ রেঞ্জের ডিআইজি রাঠোর অমিতকুমার ভারত। এদিন হঠাৎই থানায় পৌঁছে তিনি পুলিশ আধিকারিক ও কর্মীদের সঙ্গে বৈঠক করেন। নির্বাচন সংক্রান্ত বিভিন্ন গাইডলাইন নিয়ে আলোচনা করেন বলে সূত্রের খবর।

প্ররোচনায় পা নয়, বার্তা কৃষ্ণর

রণজিৎ ঘোষ

শিলিগুড়ি, ২৪ মার্চ : কোনও প্ররোচনায় পা না দিয়ে আগামী কয়েকটা দিন দলের সবাইকে সতর্ক থাকার পরামর্শ দিলেন ডাবগ্রাম-ফুলবাড়ি বিধানসভা আসনে তৃণমূল কংগ্রেসের কোঅর্ডিনেটর কৃষ্ণ দাস। মঙ্গলবার দলীয় কার্যালয়ে তিনি প্রার্থী সহ নেতা-নেত্রীদের নিয়ে বৈঠক করেন। সেই বৈঠকেই সবাইকে জোটবদ্ধভাবে এবারের নির্বাচন লড়াইয়ের পরামর্শ দিয়েছেন। দল থেকে বহিষ্কৃত নেতা দেবাশিস প্রামাণিককে ফেরানো নিয়ে তাঁর মন্তব্য, 'উনি বিশ্রামে আছেন, থাকুন। দলের শীর্ষ নেতৃত্ব মনে করলে ফেরাবেন।'

মঙ্গলবার দুপুরে ইস্টার্ন বাইপাসের কানকাটা মোড়ে তৃণমূলের ডাবগ্রাম-ফুলবাড়ি ব্লক কার্যালয়ে এখানকার নেতৃত্বকে নিয়ে বৈঠক করেন কৃষ্ণ। এদিন এই আসনে তৃণমূল প্রার্থী রঞ্জন শীলশর্মা, ব্লক সভাপতি দিলীপ রায় সহ অন্য নেতা-নেত্রীদের নিয়ে বৈঠক করেন তিনি। সেখানে তিনি রামনবমী পালনের কর্মসূচির উল্লেখ না করে সবাইকে আগামী কয়েকটা দিন সতর্ক থাকার পরামর্শ দিয়েছেন। তিনি বলেছেন, 'আগামী কয়েকটা দিন ভয়ংকর। কোনও প্ররোচনায় পা না দিয়ে সবাইকে সতর্ক থাকতে হবে।'

- ডাবগ্রাম-ফুলবাড়িতে দলীয় প্রার্থী ও স্থানীয় নেতাদের নিয়ে বৈঠক কৃষ্ণ দাসের
- রামনবমীর কর্মসূচি নিয়ে আগামী কয়েকদিন সতর্ক থাকতে বললেন দলীয় নেতা-নেত্রীদের
- দেবাশিস প্রামাণিককে বিশ্রামে থাকার পরামর্শ

> আগামীতে বিজেপির বড় বড় নেতা-নেত্রীরা প্রচারে আসবেন। অনেক রকমের ষড়যন্ত্র হতে পারে। তাই এখন থেকেই সবাইকে সজাগ থাকতে হবে।
>
> কৃষ্ণ দাস কোঅর্ডিনেটর তৃণমূল, ডাবগ্রাম-ফুলবাড়ি

কৃষ্ণ কেন এই কথা বললেন? দলের নেতা-নেত্রীদের অনেকেই মনে করছেন, রামনবমী উৎসবকে ব্যবহার করে বিজেপি প্রতি বছরই হিন্দুত্বের জিগির তোলে। মিছিল থেকে নানা উসকানিমূলক বক্তব্য দেওয়া হয়। কার্যত উৎসবকে সামনে রেখে বিজেপি নিজেদের পালে হাওয়া টানার চেষ্টা করে। বিধানসভা ভোট সামনে থাকায় এবার বিজেপির এই ধরনের উসকানি আরও বাড়বে বলেই তৃণমূলের আশঙ্কা। সেইজন্যই জেলা নেতা সবাইকে সতর্ক থাকার কথা বলেছেন। দলীয় সূত্রের খবর, বৈঠকে তিনি বিধানসভার সমস্ত স্তরের নেতা-নেত্রীদের একজোট হয়ে কাজ করার পরামর্শ দিয়েছেন।

তিনি বলেছেন, 'আগামীতে বিজেপির বড় বড় নেতা-নেত্রীরা প্রচারে আসবেন। অনেক রকমের ষড়যন্ত্র হতে পারে। তাই এখন থেকেই সবাইকে সজাগ থাকতে হবে।' পাশাপাশি নীচুতলার কর্মীদের বেশি গুরুত্ব দিয়ে প্রচারে নামানোর কথাও বলেছেন।

এদিনের সভায় উপস্থিত এক নেত্রীর কথায়, এখানে একঝাঁক নেতা-নেত্রী প্রার্থীপদের দাবিদার ছিলেন। সবাইকে টপকে শেষপর্যন্ত রঞ্জন শীলশর্মা টিকিট পেয়েছেন। ফলে দলের মধ্যেই কোন্দল রয়েছে। সেটা আঁচ করেই কৃষ্ণ দাস সবাইকে একজোট হয়ে লড়াইয়ে নামার কথা বলেছেন। এই বৈঠক চলাকালীন পার্টি অফিসের বাইরে দাঁড়িয়ে ছিলেন এলাকার যুব নেতা জ্যোতিপ্রকাশ কানোড়িয়া। কৃষ্ণ দাস বৈঠকের মাঝেই বেরিয়ে এসে তাঁকে ভিতরে নিয়ে যান।

প্রকল্পের টাকা অন্যের অ্যাকাউন্টে

চোপড়া, ২৪ মার্চ : চোপড়া ব্লকের দাসপাড়া গ্রাম পঞ্চায়েতে বাংলার বাড়ি (গ্রামীণ) প্রকল্পে এক উপভোক্তার বদলে অন্য ব্যক্তির ব্যাংক অ্যাকাউন্টে টাকা ঢুকে যাওয়ার অভিযোগকে কেন্দ্র করে চাঞ্চল্য ছড়িয়েছে। ঘটনায় অনিয়মের অভিযোগে সরব হয়েছে স্থানীয় কংগ্রেস।

খেমচরণগছ গ্রামের আমিরুল হক বলেন, 'ব্যাংকে গিয়ে জানতে পারি আমার নামে অনুমোদিত প্রকল্পের টাকা অন্য কারও অ্যাকাউন্টে চলে গিয়েছে।' এ নিয়ে তিনি গ্রাম পঞ্চায়েত প্রধান ও ব্লক প্রশাসনের কাছে লিখিত অভিযোগ জানালেও এখনও পর্যন্ত সমস্যার সমাধান হয়নি।

চোপড়া ব্লক কংগ্রেসের সহ সভাপতি জিয়াবুল হকের বক্তব্য, 'প্রকল্পে অনিয়ম ও স্বচ্ছতার অভাব রয়েছে। শাসকদলের নেতৃত্বের বিরুদ্ধে কাটমানি নেওয়ার অভিযোগও সামনে আসতে শুরু করেছে।' যদিও তৃণমূল নেতা তথা দাসপাড়া গ্রাম পঞ্চায়েতের প্রধান মনসুর আলম বলছেন, 'কাটমানি সংক্রান্ত অভিযোগ ভিত্তিহীন। তবে কিছু অসংগতি সামনে এলেও সেগুলি সংশোধন করা হয়েছে। এক্ষেত্রে আমিরুল হকের প্রথম কিস্তির টাকা অন্য এক ব্যক্তির ব্যাংক অ্যাকাউন্টে ঢুকেছে। অভিযোগের বিষয়টি ব্লক প্রশাসনের নজরে আনা হয়েছে।' বিডিও সৌরভ মাজি জানান, বিষয়টি জানা নেই। খোঁজ নিয়ে প্রয়োজনীয় পদক্ষেপ করা হবে।

অবসরকালে রেলের সুবিধা ছাড়লেন স্বপ্না

জলপাইগুড়ি, ২৪ মার্চ : অবসরকালীন কোনও সরকারি সুবিধা তিনি আর ভোগ করবেন না। রাজগঞ্জ বিধানসভার তৃণমূল কংগ্রেস প্রার্থী স্বপ্না বর্মন মঙ্গলবার বিকেলে ই-মেল মারফত রেলকে একথা স্পষ্টভাবে জানিয়ে দিলেন। রেল স্বপ্নার ইস্তফাপত্র গ্রহণ করতে অস্বীকার করেছিল। যার পরিপ্রেক্ষিতে স্বপ্না কলকাতা হাইকোর্টের জলপাইগুড়ি সার্কিট বেঞ্চে একটি মামলা দায়ের করেছিলেন। মঙ্গলবার জলপাইগুড়ি সার্কিট বেঞ্চের বিচারপতি গৌরাঙ্গ কান্তর আদালতে মামলাটির শুনানি হয়। অর্জুন পুরস্কারে সম্মানিত স্বপ্না নিজে এদিন শুনানি পর্বে উপস্থিত ছিলেন।

শুনানিতে রেলের তরফে ডেপুটি সলিসিটর জেনারেল সুদীপ্ত মজুমদার আদালতকে গুরুত্বপূর্ণ একটি তথ্য জানান। তিনি বলেন, 'স্বপ্না বর্মন যদি তাঁর ভুল স্বীকারের পাশাপাশি অবসরকালীন কোনও সুযোগসুবিধা নেবেন না বলে এদিন বিকেল ৫টার মধ্যে রেল কর্তৃপক্ষকে চিঠি দিয়ে জানিয়ে দেন, সেক্ষেত্রে রেল ৪৮ ঘণ্টার মধ্যে তাঁর ইস্তফা সংক্রান্ত চূড়ান্ত সিদ্ধান্তের কথা জানিয়ে দেবে।' আদালতের এই সওয়াল জবাবের পর স্বপ্না ই-মেল মারফত তাঁর সিদ্ধান্তের কথা রেলকে জানিয়ে দেন। রাজগঞ্জ কেন্দ্রে ঘাসফুল প্রার্থীর আইনজীবী নিলয় চক্রবর্তীর কথায়, 'তিনি অবসরকালীন কোনও সুযোগসুবিধা রেলের কাছ থেকে নেবেন না বলে স্বপ্না বর্মন ই-মেলে রেলকে জানিয়ে দিয়েছেন।' স্বপ্না উত্তর-পূর্ব সীমান্ত রেলের আলিপুরদুয়ার ডিভিশনের অধীনে কর্মরত ছিলেন। দিনকয়েক আগে তিনি ব্যক্তিগত প্রয়োজনে ছুটির আবেদন করলে রেল তা মঞ্জুর করে। কিন্তু সেই ছুটিতে থাকাকালীন পর্বেই স্বপ্না তৃণমূলে যোগদান করেন। তৃণমূল এরপর স্বপ্নাকে রাজগঞ্জ বিধানসভার প্রার্থী হিসেবে ঘোষণা করে। নিয়ম অনুযায়ী কোনও সরকারি কর্মচারী বা আমলা নির্বাচনে প্রতিদ্বন্দ্বিতা করতে চাইলে তাঁকে ইস্তফা দিতে হয়। ফলে স্বপ্না যেহেতু তৃণমূলের টিকিটে রাজগঞ্জ বিধানসভা থেকে ভোটে লড়বেন, তাই তিনি রেলের কাছে চলতি মাসের ১৬ তারিখ ইস্তফাপত্র পাঠিয়েছিলেন। কিন্তু রেল তাঁর ইস্তফা গ্রহণ করে কোনও ছাড়পত্র দেয়নি। উলটে সরকারি চাকরিজীবী হয়ে রাজনৈতিক কর্মসূচিতে অংশ নেওয়ার অভিযোগে রেল কর্তৃপক্ষ তাঁর বিরুদ্ধে চলতি মাসের ৯ তারিখ একটি বিভাগীয় তদন্তের নির্দেশ দেয়। অন্যদিকে, রেল কেন তাঁর ইস্তফাপত্র গ্রহণ করে ছাড়পত্র দিচ্ছে না বলে জানতে চেয়ে স্বপ্না সার্কিট বেঞ্চের দ্বারস্থ হন। ২৭ মার্চ আবার এই মামলার শুনানি হবে।

জানা গিয়েছে, এদিন আদালত থেকে বের হয়ে বিকেল ৫টার আগেই স্বপ্না রেলকে চিঠি পাঠিয়ে দিয়েছেন। এরপর তিনি দ্রুত গাড়িতে উঠে পড়েন। সংবাদমাধ্যমের তরফে মামলার বিষয়ে জিজ্ঞাসা করা হলে গাড়ির কাচ উঠিয়ে দিয়ে তিনি আদালত চত্বর ছাড়েন।

গৌতমের শেষ লড়াইয়ে আবেগের হাওয়া

নিতাই সাহা

শিলিগুড়ি, ২৪ মার্চ : রাজনীতির ময়দানে তিনি দীর্ঘদিনের পোড়খাওয়া খেলোয়াড়। কিন্তু এবার আর শুধু উন্নয়নের খতিয়ান নয়, বরং 'শেষবারের মতো লড়াই'-এর আবেগকে অস্ত্র করেই শিলিগুড়ির ভোটারদের মন পেতে মরিয়া তৃণমূল প্রার্থী গৌতম দেব। মঙ্গলবার ৩০ নম্বর ওয়ার্ডে নির্বাচনি প্রচারের ফাঁকে চায়ের আড্ডায় নিজেই সেই ইঙ্গিত দিয়ে দিলেন তিনি। স্পষ্ট জানালেন, সম্ভবত এটাই তাঁর শেষ নির্বাচন। আগামীতে আর কোনও ভোটের লড়াইয়ে শামিল হতে চান না তিনি। মূলত ছাত্রিশের বিধানসভা নির্বাচনে জয়ের 'স্মৃতির রেশ' টেনেই নিজের দীর্ঘ রাজনৈতিক অধ্যায়ে ইতি টানতে চাইছেন এই তৃণমূল নেতা।

মঙ্গলবার সকালে প্রতিকূল আবহাওয়া উপেক্ষা করেই প্রচারে নামেন গৌতম। প্রাক্তন ও বর্তমান কাউন্সিলারদের সঙ্গে নিয়ে বাড়ি বাড়ি গিয়ে জনসংযোগ সারেন তিনি। কোথাও খুদেদের হাতে চকোলেট তুলে দেওয়া, কোথাও আবার বাড়ির মা-বোনেদের কাছে লক্ষ্মীর ভাণ্ডারের খোঁজ নেওয়া— সব মিলিয়ে প্রার্থীর উপস্থিতি ছিল নজরকাড়া। তবে শুধু হাসিমুখেই নয়, স্থানীয়দের অভাব-অভিযোগের মুখেও পড়তে হয় তাঁকে। রাস্তাঘাট বা জমে থাকা আবর্জনা নিয়ে বাসিন্দারা সরব হলে একটা সময় কিছুটা বীতশ্রদ্ধ দেখালেও দ্রুত পরিস্থিতি সামাল দেন তিনি। ডায়েরিতে লিখে নেন প্রতিটি সমস্যার কথা। প্রার্থীকে একেবারে হাতের নাগালে পেয়ে ভোটাররাও নিজেদের ক্ষোভ উগরে দিয়েছেন। কিন্তু গৌতম দেবের 'শেষ লড়াই'-এর এই ঘোষণা যেন অনেক সমালোচনার ঝাঁঝ কমিয়ে দিচ্ছে। রাজনৈতিক মহলের মতে,

শিলিগুড়ির ৩০ নম্বর ওয়ার্ডে প্রচারে গৌতম দেব। মঙ্গলবার।

পরাজয়ের গ্লানি মুছে জয়ের হাসি নিয়ে বিদায় নিতে চাওয়া গৌতমের এই আবেগী চাল ভোটারদের মনে বিশেষ প্রভাব ফেলছে।

এদিন প্রচারের ময়দানে এক অদ্ভুত সৌজন্যের ছবিও দেখা গিয়েছে। বিজেপি নেতা দিলীপ ঘোষের আপ্তসহায়কের বাড়িতে গিয়ে তাঁর বাবার সঙ্গে কুশল বিনিময় করেন গৌতম। এক সময়ের দাপুটে শ্রমিক নেতা প্রসেনজিৎ রায়ের সঙ্গে নতুন বাড়িতে অবশ্য তিনি যাননি। সেই প্রসঙ্গে প্রশ্ন করা হলে আত্মবিশ্বাসের সুরে তিনি বলেন, 'এখানে নতুন বাড়ি করেছে। ওঁর সঙ্গে নিয়মিত দেখা হয়। ফোনে কথা বলে নেব।' একুশের নির্বাচনে হাতছাড়া হওয়া শিলিগুড়ি আসনটি এবার যে তিনি কোনও মূল্যে ফিরে পেতে আদাজল খেয়ে নেমেছেন তিনি। নিজের রাজনৈতিক কেরিয়ারের শেষ ইনিংসে বিজয় তিলক পরেই মাঠ ছাড়তে চান এই পোড়খাওয়া সৈনিক।

নিজের সরে দাঁড়ানোর সিদ্ধান্ত নিয়ে গৌতম বলেন, 'এই নির্বাচনে জিতেই আমি আমার দীর্ঘ জার্নি শেষ করতে চাই। আমার মনে হয় এবার নতুনদের সুযোগ দেওয়া প্রয়োজন। আমি আমার মনের কথা অভিষেক বন্দ্যোপাধ্যায়কেও জানিয়েছি। তবে আমি রাজনীতি ও সমাজসেবার সঙ্গেই যুক্ত থাকব। আমার জীবনের সবকিছুই মমতা বন্দ্যোপাধ্যায়ের দ্বারা নির্ধারিত হয়। সুতরাং দিদি যা বলবেন, তার বাইরে গিয়ে আমি কিছু করব না।'

■ ৪৬ বর্ষ ■ ৩০৪ সংখ্যা, বুধবার, ১০ চৈত্র ১৪৩২

কতটা নিরপেক্ষ!

ভারতের গণতান্ত্রিক কাঠামোর অন্যতম মজবুত স্তম্ভ নির্বাচন কমিশন। অবাধ, শান্তিপূর্ণ এবং সম্পূর্ণ নিরপেক্ষ নির্বাচন উপহার দেওয়া এই সাংবিধানিক সংস্থার মূল দায়বদ্ধতা। কিন্তু সাম্প্রতিককালে কমিশনের বিশ্বাসযোগ্যতা নিয়ে যে ধোঁয়াশা তৈরি হয়েছে, তা সুস্থ গণতন্ত্রের ভবিষ্যতের জন্য মোটেই সুখকর ইঙ্গিত নয়।

বিশেষ করে নির্বাচন কমিশনের নথিতে বা নির্দেশে বিজেপির 'সিল' বা স্ট্যাম্প ব্যবহারের যে অভিযোগ উঠেছে, তা নিয়ে দেশজুড়ে তোলপাড় চলছে। ঘটনাটি অবশ্য ছয় বছর আগের। নির্দেশিকাটি ছিল কেরলের জন্য। কিন্তু এতে কমিশন কার্যত বিজেপির অঙ্গুলিহেলনে কাজ করছে বলে সিলমোহর বসিয়ে দিল।

ঘটনাটির সত্যতা কমিশন অস্বীকার করতে পারেনি। তবে সাফাই দিয়েছে, এটা ক্ল্যাসিকাল ভুল। তাতে বিষয়টা ধামাচাপা পড়ে না। বরং প্রশ্ন ওঠে, এই ক্ল্যাসিকাল ভুলটা নির্বাচন কমিশনের দপ্তর করে কীভাবে? বিজেপির স্ট্যাম্প কমিশনের কাছে যায় কী করে? বলা হচ্ছে, বিজেপির একটি চিঠি স্ক্যান করতে গিয়ে এই বিপত্তি। একথায় সংশয় মেটে না।

একটি নিরপেক্ষ সংস্থার কাজে কেন একটি নির্দিষ্ট রাজনৈতিক দলের চিহ্ন বা প্রভাবের ছায়া থাকবে, সেটা বড় প্রশ্ন। এতে সাধারণ মানুষের মনে গোটা নির্বাচন প্রক্রিয়ার স্বচ্ছতা নিয়ে গভীর সংশয় তৈরি হওয়া স্বাভাবিক। নির্বাচন কমিশন যদি নিজেই বিতর্কের ঊর্ধ্বে থাকতে না পারে, তবে ভারতের মতো বৈচিত্র্যময় দেশে ভোট উৎসবের পবিত্রতা রক্ষা হবে কীভাবে?

পাশাপাশি পশ্চিমবঙ্গে অতিরিক্ত ভোটার তালিকা নিয়ে তৈরি হয়েছে নতুন ধন্দ। চূড়ান্ত ভোটার তালিকা প্রকাশের ২০ দিন পর মাঝরাতে ওই অতিরিক্ত তালিকার স্বচ্ছতা নিয়েও প্রশ্ন কম নয়। কমিশন এই ধোঁয়াশা কাটাতে কড়া ও দৃশ্যমান কোনও পদক্ষেপ করেনি। অতিরিক্ত তালিকায় অনেকের নাম বাদ পড়ায় তাঁদের ভবিষ্যৎ নিয়ে প্রশ্ন উঠছে।

এতে সাধারণ মানুষের মধ্যে এক ধরনের চাপা ক্ষোভ ও আতঙ্ক রয়েছে। একদিকে কেন্দ্রীয় স্তরে কমিশনের নিরপেক্ষতা নিয়ে বড়সড়ো প্রশ্নচিহ্ন, অন্যদিকে রাজ্যে ত্রুটিপূর্ণ ও অসংগতিপূর্ণ ভোটার তালিকা— এই দুইয়ের জাঁতাকলে পিষ্ট হচ্ছে সাধারণ ভোটারের গণতান্ত্রিক অধিকার। যাঁদের নাগরিকত্ব নিয়েও প্রশ্ন তৈরি হল। ভোটার না থাকলে কি তাঁদের নাগরিকত্ব থাকবে?

ভোটদানের অধিকার কেবল একটি রাজনৈতিক প্রক্রিয়া নয়, এটি একজন সাধারণ মানুষের আত্মপরিচয়ের সবচেয়ে বড় দলিল। যখন সেই অধিকার নিয়ে ছিনিমিনি খেলা হয়, তখন তা কেবল ব্যক্তিবিশেষের প্রতি নয়, বরং গোটা সংবিধানের প্রতি এক চরম অবমাননা হয়ে দাঁড়ায়। বিশেষ করে প্রান্তিক ও গরিব মানুষেরা এই ধরনের আচমকা নেওয়া সিদ্ধান্তে সবচেয়ে বেশি অসহায় বোধ করেন। একটি গণতান্ত্রিক রাষ্ট্রে নির্বাচন কমিশনের ভূমিকা হওয়া উচিত অভিভাবকসুলভ, শাসকদলের তল্পিবাহক নয়। কিন্তু বর্তমান পরিস্থিতিতে দাঁড়িয়ে এই অভিযোগ একেবারে অমূলক বলে উড়িয়ে দেওয়া যাচ্ছে না যে, কমিশন তার নিজস্ব স্বাধিকার হারিয়ে ফেলছে। সাংবিধানিক রক্ষাকবচ থাকা সত্ত্বেও তারা কেন বারবার এমন বিতর্কে জড়াচ্ছে, তার সদুত্তর দেশবাসীর সামনে আনা আশু প্রয়োজন।

নির্বাচন কমিশনের উচিত অবিলম্বে বিতর্কিত স্ট্যাম্প ব্যবহারের কারণ জনসমক্ষে স্পষ্ট করা এবং পশ্চিমবঙ্গের ভোটার তালিকায় থাকা যাবতীয় অসংগতি দূর করে স্বচ্ছতা ফিরিয়ে আনা। মানুষের আস্থা হারিয়ে কোনও প্রতিষ্ঠান দীর্ঘস্থায়ী গৌরব ধরে রাখতে পারে না। গণতন্ত্রের অতন্দ্র প্রহরী হিসেবে কমিশন নিজের মেরুদণ্ড সোজা রেখে প্রকৃত নিরপেক্ষতার পরিচয় দেবে কি না- সেটা এখন বড় প্রশ্ন। সময় এসেছে ব্যবস্থার সংস্কারের। নতুবা গণতন্ত্রের মূল ভিত্তিটাই নড়বড়ে হয়ে যেতে পারে।

অমৃতধারা

একাগ্রতা সাধনে প্রথম করণীয় কাজ হল চঞ্চল মনকে সর্বদা শিক্ষা দেওয়া যেন সে কোনও একটিমাত্র প্রসঙ্গ সম্বন্ধে সংশ্লিষ্ট মননের একটি মাত্র ধারা স্থির ও অচঞ্চলভাবে অনুসরণ করায় অভ্যস্ত হয়, আর এ তার করা চাইই এমনভাবে, যাতে তার মনোযোগ বিচ্যুত করার সকল প্রলোভন ও প্রতিকূল আহ্বান অগ্রাহ্য করে অবিক্ষিপ্ত থাকে। আমাদের সাধারণ জীবনে এরকম একাগ্রতা প্রায়ই আসে, কিন্তু মনকে নিযুক্ত রাখার জন্য যখন কোনও বাহ্য বস্তু বা ক্রিয়া থাকে না তখন আন্তরভাবে এই একাগ্রতা সাধন আরও দুরূহ হয়ে ওঠে, অথচ এই আন্তর একাগ্রতাই জ্ঞানসাধকের অবশ্য সাধ্য। যার একমাত্র উদ্দেশ্য হল অবধারণ করা ও প্রত্যয়গুলোকে বুদ্ধিগতভাবে যুক্ত করা।

- শ্রীঅরবিন্দ

ট্রাম্পের পোস্ট আজ বিশ্ববাজারের নয়া রিমোট

যুদ্ধের হুংকার আর শান্তির বার্তার আড়ালে কি শেয়ার বাজার, তেলের দর আর বৈদেশিক মুদ্রা নিয়ে কোটি কোটি ডলারের এক নির্লজ্জ জুয়া খেলছেন ডোনাল্ড ট্রাম্প, যার আসল উদ্দেশ্য শুধু নিজের এবং ঘনিষ্ঠদের পকেট ভরানো?

অনিরুদ্ধ দাশগুপ্ত

এআই

বিশ্বের ইতিহাসে এমন রাষ্ট্রনেতার উদাহরণ বিরল, যাঁর মেজাজ এবং আঙুলের একটিমাত্র ইশারায় বিশ্ব অর্থনীতি তাসের ঘরের মতো ভেঙে পড়তে পারে, আবার পরমুহূর্তেই ফিনিক্স পাখির মতো ছাই থেকে উড়েও উঠতে পারে। ডোনাল্ড ট্রাম্পের হোয়াইট হাউসে প্রত্যাবর্তন বিশ্ব রাজনীতির মঞ্চে নাটকীয়তার চেয়েও বহুগুণ বেশি অস্থিরতা তৈরি করেছে আন্তর্জাতিক শেয়ার, তেল এবং বৈদেশিক মুদ্রার বাজারে। আজ তিনি মিসাইল ছোড়ার হুমকি দিচ্ছেন, আর কাল সকালে উঠে ঘোষণা করছেন যুদ্ধ স্থগিত, শান্তির আলোচনা চলবে। আপাতদৃষ্টিতে তাঁকে খামখেয়ালি মনে হলেও, অর্থনীতির চশমা দিয়ে গোটা পরিস্থিতিটা বিশ্লেষণ করলে এক শিউরে ওঠার মতো ছবি ফুটে ওঠে। এই ঘনঘন মত বদলানো এবং যুদ্ধ-শান্তির ইঁদুর-বিড়াল খেলা কোনও কূটনৈতিক ব্যর্থতা নয়। বরং এর নেপথ্যে লুকিয়ে আছে কোটি কোটি ডলারের এক সুপরিকল্পিত ফাটকাবাজি। খোলসের ভেতরে লুকিয়ে থাকা 'ব্যবসায়ী' ট্রাম্প এবং তাঁর ঘনিষ্ঠ পুঁজিপতিরা কি এই অস্থিরতাকে কাজে লাগিয়ে নিজেদের আখের গুছিয়ে নিচ্ছেন?

সাম্প্রতিক ঘটনাপ্রবাহ এই সন্দেহকে আরও পোক্ত করে। মধ্যপ্রাচ্যের উত্তেজনার কথাই ধরুন। সপ্তাহান্তে ট্রাম্প তাঁর পছন্দের সোশ্যাল মিডিয়া ট্রুথ সোশ্যালে ঘোষণা করলেন, ইরানকে তিনি ৪৮ ঘণ্টার চরমসীমা দিচ্ছেন, শক্তি উৎপাদন কেন্দ্রগুলোতে আমেরিকা সরাসরি হামলা চালাবে। এই একটিমাত্র পোস্টের ধাক্কায় বিশ্বজুড়ে হাহাকার পড়ে যায়। হুহু করে বাড়ে অপরিশোধিত তেলের দাম, ব্রেন্ট ক্রুড ব্যারেল প্রতি ১১০ ডলার ছাড়িয়ে যায়। অন্যদিকে, যুদ্ধের আশঙ্কায় বিশ্বজুড়ে শেয়ার বাজারে ধস নামে। ওয়াল স্ট্রিট থেকে এশিয়ার বাজার—সর্বত্র লগ্নিকারীদের মধ্যে আতঙ্কে শেয়ার বিক্রির হিড়িক। ডাও জোনস, নাসডাক বা নিফটি-র সূচক হুড়মুড়িয়ে নীচে নামতে থাকে। ঠিক এই চরম আতঙ্কের মুহূর্তেই শুরু হয় আসল খেলা।

সপ্তাহের শুরুতে বাজার খুলতেই ট্রাম্পের অ্যাকাউন্ট থেকে আসে ১৮০ ডিগ্রি ঘুরে যাওয়া আরেকটি পোস্ট—আপাতত হামলা স্থগিত, আলোচনার মাধ্যমে সমাধানের চেষ্টা চলছে। চমকের এখানেই শেষ নয়। ঘোষণার কয়েক মিনিটের মধ্যেই তেলের দাম ১৫ শতাংশ ধপাস করে পড়ে গিয়ে ১০০ ডলারের নীচে নেমে আসে। উলটোদিকে, ওয়াল স্ট্রিটের শেয়ার সূচকগুলো রকেটের গতিতে উঠতে শুরু করে। হিসাব বলছে, ট্রাম্পের ওই একটি 'শান্তিবার্তা'র জেরে মার্কিন শেয়ার বাজারের মূলধন কয়েক ঘণ্টায় প্রায় ১.৭ ট্রিলিয়ন ডলার বেড়ে যায়। আশ্চর্যের বিষয় হল, যাঁদের সঙ্গে আলোচনার কথা ট্রাম্প বলছেন, সেই বিপক্ষ দেশ হয়তো বিবৃতি দিয়ে জানাচ্ছে আমেরিকার সঙ্গে তাদের কোনও কথাই হয়নি! বাস্তব দুনিয়ায় শান্তি আলোচনার অস্তিত্ব না থাকলেও, খবরের জেরে বাজার লাফিয়ে উঠেছে।

প্রশ্ন জাগতে বাধ্য, বিপুল ওঠানামার লাভটা কার পকেটে যাচ্ছে? অর্থনীতির সাধারণ নিয়ম হল, বাজার যখন চরম অস্থির, তখন যাঁদের কাছে 'ইনসাইডার ইনফরমেশন' বা আগাম গোপন খবর থাকে, তাঁরাই সবচেয়ে বেশি মুনাফা লোটেন। ট্রাম্প কখন যুদ্ধের হুমকি দেবেন আর কখন তা প্রত্যাহার করবেন, তা যদি তাঁর বৃত্তের ভেতরের ওয়াল স্ট্রিট মহারথীরা আগে থেকেই জানেন, তবে এই বাজার তাঁদের কাছে টাকার গাছ। যুদ্ধের হুমকিতে শেয়ার বাজার যখন তলানিতে, এই গোষ্ঠী জলের দরে শেয়ার কিনছে। তেলের দাম যখন আকাশছোঁয়া, ফিউচার মার্কেটে তেল বিক্রি করে মুনাফা লুটছে। ঠিক দু'দিন পর বাজার আবার চাঙ্গা হলে, কম দামে কেনা শেয়ার চড়া দামে বিক্রি করে কয়েক হাজার কোটি ডলার পকেটে পুরছে তারা।

> **ডোনাল্ড ট্রাম্পের ঘনঘন যুদ্ধ ও শান্তির ঘোষণা কি নিছকই খামখেয়ালিপনা, নাকি বিশ্ববাজার নিয়ন্ত্রণের সুপরিকল্পিত ছক? ট্রুথ সোশ্যালে তাঁর একটি পোস্টে শেয়ার বাজার ও তেলের দামে যে বিশাল ওঠানামা হয়, তার ফায়দা লুটছেন ওয়াল স্ট্রিটের ঘনিষ্ঠ পুঁজিপতিরা। এই 'পাম্প অ্যান্ড ডাম্প' কৌশলের জেরে সবচেয়ে বেশি ক্ষতিগ্রস্ত হচ্ছে উন্নয়নশীল দেশগুলোর অর্থনীতি। রাজনীতি ও কূটনীতির আড়ালে হোয়াইট হাউস আজ আক্ষরিক অর্থেই এক গ্লোবাল ক্যাসিনো।**

কোনও সাধারণ ব্রোকার মিথ্যে খবর ছড়িয়ে এই ফাটকাবাজি করলে আমেরিকার সিকিউরিটিজ অ্যান্ড এক্সচেঞ্জ কমিশন (এসইসি) তাঁকে ২৪ ঘণ্টার মধ্যে গ্রেপ্তার করত। ইনসাইডার ট্রেডিংয়ের দায়ে যাবজ্জীবন কারাদণ্ডও হতে পারত। কিন্তু স্বয়ং প্রেসিডেন্ট এই কাজ করলে, তাকে ফাটকাবাজি নয়, 'কূটনীতি' বলা হয়! ট্রাম্প নিজেই একবার বলেছিলেন, তেলের দাম বাড়লে আমেরিকার লাভ। তিনি রাজনীতিকে ব্যবসা হিসেবে দেখেন এবং গোটা বিশ্বকে তাঁর নিজস্ব ট্রেডিং ফ্লোর বানিয়ে তুলেছেন। তাঁর সিদ্ধান্তে শুধু শেয়ার বা তেলের দাম নয়, বৈদেশিক মুদ্রার বাজারও চরম অস্থির। ডলারের দাম কখনও হুড়মুড়িয়ে বাড়ছে, পরক্ষণেই তলানিতে।

ফরেক্স বাজারের এই অস্থিরতায় সবচেয়ে ক্ষতিগ্রস্ত হচ্ছে ভারত বা বাংলাদেশের মতো উন্নয়নশীল দেশগুলো। জ্বালানি আমদানিনির্ভর এই দেশগুলোর অর্থনীতিতে কৃত্রিম উত্থানপতনের সরাসরি প্রভাব পড়ছে। তেলের দাম আচমকা বাড়লে আমদানি খরচ বাড়ে, মুদ্রাস্ফীতি মাথাচাড়া দেয় এবং আমজনতার দৈনন্দিন খরচ আকাশছোঁয়া হয়ে যায়। অথচ, যে মুহূর্তে ট্রাম্প যুদ্ধের বোতাম থেকে আঙুল সরান, ততক্ষণে উন্নয়নশীল অর্থনীতিগুলোতে যে ধাক্কা লাগার, তা লেগে যায়। স্পষ্টতই, হোয়াইট হাউসের এই 'যুদ্ধ যুদ্ধ খেলা' গ্লোবাল সাউথ বা তৃতীয় বিশ্বের ঘাড় ভেঙে নিজেদের কোষাগার ভরার এক অভিনব কৌশল।

রাজনৈতিক বিশ্লেষকরা অনেক সময় ট্রাম্পের এই আচরণকে রিচার্ড নিক্সনের 'ম্যাডম্যান থিওরি' বা উন্মাদ তত্ত্বের সঙ্গে তুলনা করেন। নিক্সন চাইতেন শত্রুরা ভাবুক তিনি পাগল, যে কোনও মুহূর্তে পরমাণু বোমার বোতাম টিপে দিতে পারেন। কিন্তু ট্রাম্পের থিওরিতে ভূ-রাজনীতির চেয়ে অর্থনীতির অঙ্ক অনেক বেশি প্রকট। এখানে ভয় দেখিয়ে বিশ্বশান্তি প্রতিষ্ঠা করা মূল লক্ষ্য নয়, বরং ভয় দেখিয়ে সূচকগুলোকে ইচ্ছেমতো নিয়ন্ত্রণ করাটাই আসল উদ্দেশ্য। যুদ্ধক্ষেত্রে প্রাণ হারানো বা বোমার আতঙ্কে দিন কাটানো মানুষগুলোর জীবনের সঙ্গে ওয়াল স্ট্রিট বিলিয়নিয়ারদের শ্যাম্পেনের বোতল খোলার এই উৎসবের এক নির্মম বৈপরীত্য রয়েছে।

গণতন্ত্রের পীঠস্থান আমেরিকায় আজ এমন এক পরিস্থিতি, যেখানে খোদ দেশের সর্বোচ্চ পদাধিকারীর বিরুদ্ধে বাজার ম্যানিপুলেট করার মারাত্মক সন্দেহ তৈরি হলেও কেউ টুঁ শব্দ করতে পারছে না। কারণ, প্রমাণ করা প্রায় অসম্ভব যে ট্রাম্প তাঁর কোনও ধনকুবের বন্ধুকে মেসেজ করে আগাম জানিয়েছেন, 'সোমবার সকালে আমি পিস-টুইট করব, তোমরা কল অপশন কিনে রাখো।' প্রমাণ করা যাক বা না যাক, সাধারণ মানুষের কাছে এই সমীকরণ জলের মতো পরিষ্কার। সাধারণ বিনিয়োগকারীরা প্রতিনিয়ত ক্ষোভ উগরে দিচ্ছেন। তাঁরা বুঝতে পারছেন, এই খামখেয়ালিপনা কোনও স্ট্র্যাটেজিক কনফিউশন নয়, বরং এটি একটি নিখুঁত 'পাম্প অ্যান্ড ডাম্প' স্কিম।

বিশ্ব অর্থনীতি আজ এক চরম অনিশ্চয়তার মুখে। একজন মানুষের মুড সুইং বা ব্যবসায়িক স্বার্থের ওপর বিশ্বের কোটি কোটি মানুষের অর্থনৈতিক নিরাপত্তা নির্ভর করতে পারে না। ট্রাম্পের এই সামনে-পেছনে হাঁটার নীতি প্রমাণ করে, রাষ্ট্রনেতার চেয়ারে বসেও তিনি একজন আদ্যোপান্ত সুযোগসন্ধানী ব্যবসায়ী। যুদ্ধের ডঙ্কা বাজিয়ে তিনি আসলে শেয়ার বাজারের ঘণ্টা বাজাচ্ছেন, আর শান্তির বাঁশিতে তুলছেন মুনাফার ফসল। ততদিন পর্যন্ত হোয়াইট হাউস থেকে পরিচালিত এই গ্লোবাল ক্যাসিনো তার রমরমা ব্যবসা চালিয়েই যাবে, যতদিন না এই ইনসাইডার ট্রেডিংয়ের মুখোশ পুরোপুরি খুলে পড়ছে এবং আন্তর্জাতিক মহল এর বিরুদ্ধে তীব্র প্রতিরোধ গড়ে তুলছে।

(লেখক অর্থনীতিবিদ)

আজ

২০২০

বিখ্যাত আলোকচিত্রী নিমাই ঘোষ প্রয়াত হন আজকের দিনে।

১৯৪৮

আজকের দিনে জন্মগ্রহণ করেন অভিনেতা ফারুক শেখ।

আলোচিত

আজ বিজেপির সঙ্গে যুক্ত হলাম। দুর্নীতির সঙ্গে সমঝোতা করে যে দল চলছে, সেই তৃণমূলের সঙ্গে থাকতে পারলাম না। দুর্নীতি করে- এমন কোনও রাজনৈতিক দলে কাজ করা সম্ভব নয়। তাতে মানুষের কাছে জবাবদিহি করতে হয়। সেটা আর সম্ভব নয়। তাই বিজেপিতে এলাম। এখানে কাজ করব বলে গর্ববোধ করছি।

- *অর্ঘ্য রায়প্রধান*

ভাইরাল/১

কেটে মাংস বিক্রির জন্য সাতটি কুকুরকে চুরি করা হয়েছিল। সুযোগ বুঝে সেগুলি ট্রাক থেকে নেমে পড়ে। পরে একসঙ্গে দলবেঁধে দু'দিন ধরে ১৭ কিলোমিটার রাস্তা হেঁটে নিজেদের মনিবদের বাড়ি ফিরে যায়। চিনের ঝিলিনের ঘটনা। ঘটনাটির ভিডিও সোশ্যাল মিডিয়ায় ভাইরাল।

ভাইরাল/২

হরিয়ানায় জনসমক্ষে এক তরুণীকে প্রপোজ করেন স্কুটারে সওয়ার তরুণ। তরুণী রেগে গিয়ে চায়ের পাত্র তাঁর দিকে ছুড়ে মারেন। তরুণ স্কুটার থেকে নেমে ডান্ডা দিয়ে তাঁকে পেটাতে থাকেন। মুহূর্তে ঘটনাস্থল যুদ্ধক্ষেত্রের রূপ নেয়।

জনমন
জনমত

ভারত-বাংলাদেশের সুসম্পর্ক আরও সুদৃঢ় হোক

২১ মার্চ উত্তরবঙ্গ সংবাদে প্রকাশিত নবনীতা মণ্ডলের 'ভারত-বাংলাদেশ বন্ধুত্বে এবার বসন্ত' শীর্ষক প্রতিবেদনটা পড়ে বেশ উৎসাহিত ও আনন্দিত হলাম। হ্যাঁ, দীর্ঘ দেড় বছরের অশান্তি, অস্থিরতা, অরাজকতাপূর্ণ অবস্থা কাটিয়ে বাংলাদেশের নতুন প্রধানমন্ত্রী হিসাবে তারেক রহমানের শপথ নেওয়ার পর থেকেই ভারত ও বাংলাদেশের মধ্যে পারস্পরিক বন্ধুত্বের সুসম্পর্কটা আবার ফিরে আসতে চলেছে। অর্থাৎ প্রতিবেশী ভারত ও বাংলাদেশের মধ্যেকার পারস্পরিক সুসম্পর্কের অবনতির কঠিন বরফটা এখন একটু-একটু করে গলতে শুরু করেছে। আসন্ন ১৪৩৩ বঙ্গাব্দে ভারত ও বাংলাদেশের মধ্যেকার রাজনৈতিক ও কূটনৈতিক সম্পর্কটা আরও বেশি করে সুদৃঢ় ও সুসংবদ্ধ হয়ে উঠুক।

আমি আন্তরিকভাবে চাইছি, অদূরভবিষ্যতে নিউ জলপাইগুড়ি ও ঢাকা ক্যান্টনমেন্টের মধ্যে সপ্তাহে দুইদিন করে চলা মিতালি এক্সপ্রেস পুনরায় চালু হোক। চ্যাংরাবান্ধা স্থলবন্দর দিয়ে ভারত ও বাংলাদেশের মধ্যেকার বৈদেশিক বাণিজ্যের উত্তরোত্তর শ্রীবৃদ্ধি ঘটুক। ভারত ও বাংলাদেশের ক্রিকেটপ্রেমীদের স্বার্থে এই দুই মিত্র প্রতিবেশী দেশের মধ্যে দ্বিপাক্ষিক ক্রিকেট সিরিজ আবারও চালু হোক। বাংলাদেশের ক্রিকেটাররা জনপ্রিয় ২০-২০ ওভারের আইপিএল ক্রিকেট টুর্নামেন্টে দ্বিধাহীনভাবে অংশগ্রহণ করুক। কেননা, ভারত যুগ-যুগান্তর ধরেই একটি অতিথিবৎসল দেশ। বাংলাদেশের সঙ্গে ভারত সবসময়ই অতিথিপরায়ণতা ও মিত্রতার সুসম্পর্কটাই বজায় রাখতে চায়।

সঞ্জীবকুমার সাহা
উত্তরপাড়া, মাথাভাঙ্গা।

সপ্তাহে ৭ দিন চলুক হামসফর

জলপাইগুড়ি থেকে কলকাতাগামী ট্রেন কম। ফলে পড়াশোনা হোক বা চিকিৎসার জন্য কলকাতায় যাওয়া- সমস্যায় পড়েন জলপাইগুড়ির লোকেরা। অথচ হামসফর ট্রেনটি সপ্তাহে একদিন চলে। এটাকে সপ্তাহে সাতদিন চালালে এবং সুপারফাস্ট ট্রেনটি সপ্তাহে তিনদিনের পরিবর্তে সাতদিন চালালে সকলেরই উপকার হয়।

তাছাড়া কলকাতা থেকেও বহু মানুষ ডুয়ার্সে বেড়াতে আসেন। তাঁদেরও সুবিধা হবে।

তিমির ব্যানার্জি
হাকিমপাড়া, জলপাইগুড়ি।

সম্পাদক ও স্বত্বাধিকারী : সব্যসাচী তালুকদার। স্বত্বাধিকারীর পক্ষে প্রলয়কান্তি চক্রবর্তী কর্তৃক সুহাসচন্দ্র তালুকদার সরণি, সুভাষপল্লি, শিলিগুড়ি-৭৩৪০০১ থেকে প্রকাশিত ও বাড়িভাসা, জলেশ্বরী-৭৩৫১৩৫ থেকে মুদ্রিত। কলকাতা অফিস : ২৪ হেমন্ত বসু সরণি, কলকাতা-৭০০০০১, মোবাইল : ৯০৭৩২০৪০৪০। জলপাইগুড়ি অফিস : থানা মোড়-৭৩৫১০১, ফোন : ৯৬৪১২৮৯৬৩৬। কোচবিহার অফিস : সিলভার জুবিলি রোড-৭৩৬১০১, ফোন : ৯৮৮৩৫৫০৮০৫। আলিপুরদুয়ার অফিস : এনবিএসটিসি ডিপোর পাশে, আলিপুরদুয়ার কোর্ট-৭৩৬১২২, ফোন : ৯৮৮৩৫৩৯৮৭৮। মালদা অফিস : বিহানি আবাসন, গ্রাউন্ড ফ্লোর (নেতাজি মোড়ের কাছে), গোলাপট্টি, বাঁধ রোড, মালদা-৭৩২১০১, ফোন : ৯৮০০৫৮৫৯৫০। শিলিগুড়ি ফোন : সম্পাদক ও প্রকাশক : ৯৫৬৪৫৪৬৮৬৮, জেনারেল ম্যানেজার : ২৪৩৫৯০৩, বিজ্ঞাপন : ২৫২৪৭২২/৯০৬৪৮৪৯০৯৬, সার্কুলেশন : ৯৭৭৫৭৮৫৮৭৭, অফিস : ৯৫৬৪৫৪৬৮৬৮, নিউজ : ৭৮৭২৯৩৩৮৮৮, হোয়াটসঅ্যাপ : ৯৭৩৫৭৩৯৬৭৭।

Editor & Proprietor : Sabyasachi Talukdar
Uttar Banga Sambad: Published & Printed by Pralay Kanti Chakraborty on behalf of Proprietor from Siliguri, West Bengal, Pin 734001, Printed at Jaleswari, West Bengal, Pin 735135, Regn. No. 35012 and Postal Regn. No. WB/DE/010/2024-26. E.Mail : uttarbanga@hotmail.com, Website : http://www.uttarbangasambad.in

স্মৃতির আঙিনায় হকারের ডাক আজ ফিকে

আধুনিকতার যান্ত্রিক গ্রাসে উত্তরের জনপদ থেকে ক্রমশ মুছে যাচ্ছে হকারদের চেনা স্মৃতি।

সাহানুর হক

- এআই

ভোটের বাজার ও চৈত্র সেলের প্রবল ব্যস্ততা চারদিকে। এমনই এক রোদেলা দুপুরে অবসন্ন জনপদের ভিড়ে রাস্তার কিনারে মাথাভর্তি সাদা চুল ও মুখভর্তি দাড়ির এক মধ্যবয়সি মানুষকে সুতোর দোলনা বিক্রি করতে দেখলাম। দিনহাটা পাঁচমাথা মোড়ের কাছে রংপুর রোডের ধারে তিনি দাঁড়িয়ে। উত্তরের প্রায় সর্বত্রই এমন দোলনা বিক্রেতাদের চোখে পড়ে। তাঁর পাশেই একটি প্রিন্ট করা সাদা কাগজের সাইনবোর্ডে লেখা ঝুলছে— 'দোলনা নিয়ে যান, দোলনা...রংবেরঙের দোলনা। মাত্র পঞ্চাশ টাকা, পঞ্চাশ টাকা...'। রাস্তার কিনারে দাঁড়িয়ে থাকা এই মানুষটিকে দেখেই পরিযায়ী পাখির মতোই স্মৃতির ঝাঁক বিষণ্ণ মনের আনাচে-কানাচে উড়তে শুরু করল।

স্মৃতিরা অদ্ভুত, যখন-তখন বিষণ্ণ মনের ভিতরে ডানা মেলে উড়তে জানে। দোলনা বিক্রেতাকে দেখে অচিরেই ছোটবেলার কত ফেলে আসা দিনের কথা মনের মধ্যে ঘুরপাক খেতে শুরু করে। মনে পড়ে যায় গ্রামে গ্রামে বহু নারী-পুরুষের হেঁটে হকারি করার চিরচেনা দৃশ্য। রোদেলা দুপুরে পাড়ায় পাড়ায় তখন ভেসে আসত নানান ডাক। মেলাতেও শোনা যেত পরিচিত সেই ডাকগুলি। 'কই গো, কে নেবে চুড়ি, রংবেরঙের চুড়ি, কাচের চুড়ি, লাল-সবুজ-নীলচে চুড়ি?' অথবা 'হরেক মাল, তিন টাকায় নিয়ে যান মনের মতো হরেক মাল'। কিংবা 'আসুন দাদাভাই-দিদিভাইয়েরা, নিয়ে যান দশ টাকার মামলা, বড় বড় গামলা'— কতই না ডাকে ভরা ছিল স্মৃতিমেদুর সেই দিনগুলি।

আজকের দিনে সেইসব হরেক মাল বিক্রেতা ও তাঁদের জড়িয়ে থাকা স্মৃতিগুলো অনলাইন শপিংয়ের দাপটে হারিয়ে গিয়েছে। ফ্লিপকার্ট, অ্যামাজন, মিশো-র মতো ই-কমার্স সাইটগুলোর সুপারফাস্ট ডেলিভারির আয়োজনে হকাররা নিজেদের জীবিকা বদলাতে বাধ্য হয়েছেন। সেই কারণেই এখন আর আগের মতো হকারদের দেখা যায় না। এঁদের মধ্যে ফুটপাথের পোশাক, ফল বা খাবার বিক্রেতাও রয়েছেন, যাঁরা একই কারণে প্রিয় পেশাকে বদল করেছেন। আজও পথে বা মেলায় হরেক মালের ব্যবসা করতে কতিপয় মানুষকে দেখা গেলেও, রাস্তার মোড়ে বাইক ও টোটোর ভিড়ে হেঁটে হকারি করাটা আজকের দিনে সত্যিই বড় বেমানান হয়ে দাঁড়িয়েছে।

খাবারের ক্ষেত্রেও ছবিটা এক। গ্রামের পাড়ায় পাড়ায় আগে দেখা যেত আইসক্রিম, তিলের খাজা, তেঁতুল ও চালতার আচার এবং সন্দেশ বিক্রেতাদের। কিন্তু আজ তাঁরাও অস্তিত্ব টিকিয়ে রাখতে অন্য জীবিকার সন্ধানে হারাচ্ছেন। উত্তরের জেলাগুলিতে মানুষের ব্যবহার বৈচিত্র্য ও আচার-আচরণে ঐতিহ্য থাকলেও, পরিবর্তনের চূড়ান্ত ধাক্কায় সেকেলে অস্তিত্বকে হারিয়ে ফেলছে জনপদের একাংশ। বাঙালিদের জীবন থেকে মুছে যাচ্ছে অতিথি আপ্যায়ন ও সুপারি দেওয়ার রীতি। চা বাগানের সংখ্যা কমছে, বাড়ছে অকৃষক ও অসংগঠিত মানুষের সংখ্যা। তরুণেরা স্থানীয় পেশা ছেড়ে কর্মসংস্থানের উদ্দেশ্যে পশ্চিম বা দক্ষিণ ভারতে ছুটছেন। পরিবর্তন হচ্ছে এখানকার মানুষের চাহিদা, প্রত্যাশা ও খাদ্যাভ্যাসেও।

উত্তর বাংলা ও এখানকার বাঙালির ইতিহাস বদলে যাওয়ায় ক্ষতিগ্রস্ত হচ্ছে উত্তরের আত্মসংস্কৃতি। কিন্তু আমরা কি ভাবছি? রাজনীতি থেকে সংস্কৃতি— সব আয়োজনেই গভীরভাবে ভাবতে শেখা দরকার। একটি তথ্য অনুযায়ী, করোনার আগে ভারতের ৭৭ শতাংশ মানুষ ফুটপাথ থেকে দৈনিক বেশ কিছু টাকার জিনিসপত্র কেনাকাটা করতেন, সেই হিসেবে দৈনিক বিক্রির মূল্য ছিল ৮০০ কোটি টাকা। অথচ বর্তমান সময়ে দেশজুড়ে সেই ছবি সম্পূর্ণ আলাদা। কেন? এই প্রশ্নের বাঁকে ফিরে দাঁড়ালেই যেন প্রলয়। তবুও সময় বেঁচে থাকুক, প্রাণ বেঁচে থাকুক। মানুষ ঐতিহ্যের কর্মকে আঁকড়ে ধরে আধুনিকতায় এগোলেও, খাবার থেকে হরেক মাল বিক্রেতা— সব ধরনের মানুষ টিকে থাকুক। দোলনা বিক্রেতাও বেঁচে থাকুন মনে-প্রাণে, জীবনে-যৌবনে।

(লেখক গ্রন্থাগারিক। দিনহাটার বাসিন্দা)

শব্দরঙ্গ ■ ৪৪০২

১	★	২		৩		★	৪
৫			★		★	★	
	★	★	৬		৭		
	★	৮		★		★	★
★	★		★	৯		★	১০
১১			১২		★	★	
	★	★		★	১৩		
	★	১৪				★	

পাশাপাশি : ২। আরম্ভ, সূচনা ৫। শাস্ত্রীয় সংগীতের একটি তারবাদ্য ৬। ইন্দ্রপুত্র জয়ন্ত ও অর্জুন ৮। বাঙালি হিন্দু জাতি ৯। মধ্য এশিয়ার প্রাচীন জাতি ১১। তালুকের মালিক, পদবি ১৩। হঠাৎ লাফ বা লাফের বেগ ১৪। আলোর দীপ্তি বা প্রভা।

উপর-নীচ : ১। ইংরেজি বছরের একটি মাস ২। সূর্য, পণ্ডিত, জ্ঞানী ৩। পাপ ৪। পারঘাটের ঠিকাদার বা মাঝি ৬। যে ভাষায় বুদ্ধদেব ধর্মপ্রচার করেন ৭। বাচ্চা, ছানা ৮। তিলমাত্র, সামান্য অংশও ৯। বাণ, তির, তৃণ ১০। জ্যোৎস্না ১১। কৌতুক বা মজা ১২। পুত্র, বালক ১৩। পর্যন্ত, অবধি।

সমাধান ■ ৪৪০১

পাশাপাশি : ১। সচেতক ৩। বাচিক ৫। কচরমচর ৬। শতদ্রু ৭। বান্ধব ৯। জনসাধারণ ১২। কন্দল ১৩। মধুবন।

উপর-নীচ : ১। সর্বনাশ ২। কদাচ ৩। বালাম ৪। কদর ৫। কদ্রু ৭। বাণ ৮। বধূজন ৯। জম্বুক ১০। সামাল ১১। রকম।

বিন্দুবিসর্গ

প্রার্থীদের সঙ্গে মতবিরোধ না অন্যকিছু, প্রশ্ন পদ্ম শিবিরে

ভোট প্রচারে ‘সময় নেই’ অরুণের

নীতেশ বর্মন

শিলিগুড়ি, ২৪ মার্চ : ভোট ঘোষণা হতেই রাজ্যের প্রধান রাজনৈতিক দলগুলি প্রার্থীতালিকা প্রকাশ করে দিয়েছে। একইসঙ্গে প্রার্থীরাও প্রচারে ঝাঁপিয়েছেন। ভোট ময়দানে নেমেছেন বিভিন্ন রাজনৈতিক দলের জেলা সভাপতি, জেলা সম্পাদকরা। শিলিগুড়িতেও ভোট প্রচারে দেখা যাচ্ছে তৃণমূল কংগ্রেসের জেলা চেয়ারম্যান সঞ্জয় টিব্রুয়াল, সিপিএমের জেলা সম্পাদক সমন পাঠককে। তবে এক্ষেত্রে ব্যতিক্রম বিজেপির শিলিগুড়ি সাংগঠনিক জেলার সভাপতি অরুণ মণ্ডল।

যদিও অরুণ বলছেন, ‘সময় হলে প্রচারে বেরিয়ে পড়ব। আপাতত দলের বৈঠকগুলিতে থাকতে হচ্ছে। প্রার্থীরা প্রচার করছেন। আমি সাংগঠনিক দিকটি দেখছি।’

শিলিগুড়ি মহকুমার তিনটি বিধানসভায় বিজেপির সাংগঠনিক দায়িত্ব রয়েছে অরুণের কাঁধে। এছাড়াও ডাবগ্রাম-ফুলবাড়ি বিধানসভার অন্তর্গত শিলিগুড়ি পুরনিগমের ১৪টি বর্ধিত ওয়ার্ড বিজেপির শিলিগুড়ি সাংগঠনিক জেলা থেকে দেখা হয়। ফলে এই বিধানসভার কিছুটা দায়িত্ব রয়েছে অরুণের। সবক’টি কেন্দ্রেই দলের প্রার্থীরা জোরদার প্রচারে নেমেছেন। কিন্তু সেই প্রচারে সেভাবে দেখা যাচ্ছে না অরুণকে। আর এনিয়ে দলের অন্দরে একাধিক প্রশ্ন উঠতে শুরু করেছে।

দলের মধ্যেই কানাঘুষো চলছে, পদ্মের শিলিগুড়ি সাংগঠনিক জেলা সভাপতি প্রার্থীদের প্রচারের সঙ্গে নিজেকে খাপ খাওয়াতে পারছেন না। সেকারণেই দূরত্ব রেখে চলছেন তিনি। মাটিগাড়া-নকশালবাড়ি ও ফাঁসিদেওয়া আসনে এবার প্রার্থী করা হয়েছে আনন্দময় বর্মন এবং দুর্গা মুর্মুকে। নেতাদের একাংশের যুক্তি, দুজনই দলের বিক্ষুব্ধ গোষ্ঠীর সদস্য বলে পরিচিত। তাঁদের সঙ্গে দলের বর্তমান ক্ষমতাবান গোষ্ঠীর জেলার মাথাদের সম্পর্ক বিশেষ একটা ভালো নয়। তাঁরা প্রার্থী হওয়ায় অরুণ যে খুব একটা সন্তুষ্ট নন, দলের অন্দরে তা নিয়ে আলোচনা তুঙ্গে।

- ভোট ঘোষণা হতেই প্রচারে ঝাঁপিয়েছেন প্রার্থীরা
- ভোট ময়দানে নেমেছেন বিভিন্ন রাজনৈতিক দলের জেলা সভাপতি, জেলা সম্পাদকরা
- তবে বিজেপির শিলিগুড়ি সাংগঠনিক জেলার সভাপতি অরুণ মণ্ডলকে সেভাবে দেখা যাচ্ছে না

এদিকে, আনন্দময় ও দুর্গা প্রচারের ক্ষেত্রে নিজেদের মতো করে টিম সাজিয়ে রেখেছেন। সেই টিমে বুথ ও মণ্ডলের বর্তমান এবং পুরোনো গোষ্ঠীর নেতাদের অনেকেই রয়েছেন। এনিয়ে দুর্গার বক্তব্য, ‘প্রচারের টিম সাজানো হয়েছে। সেখানে নতুন-পুরোনো সবাই রয়েছেন। সময় পেলে জেলা সভাপতিও থাকবেন।’ আনন্দময়ের কথায়, ‘সবে প্রচার শুরু হয়েছে। রাজ্য-কেন্দ্রের নেতারাও প্রচারে আসবেন। জেলা সভাপতি অবশ্যই প্রচারে থাকবেন।’

দলের শিলিগুড়ির প্রার্থী শংকর ঘোষের হয়ে প্রচারে নেমে অরুণ খুব একটা গুরুত্ব পাবেন না বলে দলের একাংশের মত। কেননা শংকর দলের বিধানসভার মুখ্য সচেতক, রাজ্য সম্পাদকের দায়িত্বেও রয়েছেন। সূত্রের খবর, এ কারণেই হয়তো অরুণ শিলিগুড়িতে প্রচারে বেরোচ্ছেন না। শংকর অবশ্য বলছেন, ‘প্রচারে দলের নেতা-কর্মীরা থাকছেন। সভাপতিও থাকবেন।’

অন্যদিকে, ডাবগ্রাম-ফুলবাড়ি বিধানসভার অন্তর্গত পুরনিগমের ১৪টি ওয়ার্ডে প্রচারেও দেখা যাচ্ছে না অরুণকে। এ নিয়ে এই কেন্দ্রের বিজেপি প্রার্থী শিখা চট্টোপাধ্যায়ের বক্তব্য, ‘আপাতত আমরাই প্রচার করছি। জেলা সভাপতিকে নানা বৈঠক, দল পরিচালনা করতে হয়। পরে আসতে পারেন।’

এই পরিস্থিতিতে অরুণের প্রচারে নামার ‘সময়’ কবে আসবে, তা নিয়ে জল্পনা তুঙ্গে গেরুয়া শিবিরের অন্দরেই।

পাঠকের লেন্সে 8597258697 picforubs@gmail.com

অপেক্ষা।। *ইসলামপুরের ক্ষুদিরামপল্লিতে ছবিটি তুলেছেন সুভম শর্মা।*

গণতান্ত্রিক অধিকার প্রয়োগের ডাক প্রার্থীদের

সেতু নেই, ভোট বয়কটের ডাক

জনতার কণ্ঠ

খোকন সাহা

বাগডোগরা, ২৪ মার্চ : ২০২০ সালে স্থায়ী সেতু ভেঙে যাওয়ার পর একাধিকবার দাবি জানিয়েও কোনও সুরাহা হয়নি। সেতু তৈরি না হওয়ায় তাই এবার ভোট বয়কটের ডাক দিয়েছেন মাটিগাড়া-নকশালবাড়ি বিধানসভার পাথরঘাটা গ্রাম পঞ্চায়েতের পুটিনবাড়ি চা বাগানের ২৫/১৫৩ বুথের প্রায় ১১৪৫ জন ভোটার। ইতিমধ্যেই ‘নো ব্রিজ নো ভোট’ লেখা ব্যানার তৈরি করেছেন তাঁরা। ভোটাররা জানাচ্ছেন, বিভিন্ন রাজনৈতিক দলের প্রার্থীরা প্রচারে এলে সেই ব্যানার দেখিয়ে প্রতিবাদে শামিল হবেন।

অখিল ভারতীয় আদিবাসী বিকাশ পরিষদের পুটিনবাড়ি চা বাগান ইউনিটের সম্পাদক তথা স্থানীয় বাসিন্দা বাবলু মালপাহাড়ি বললেন, ‘‘এলাকার সকল ভোটাররা ভোট বয়কটের সিদ্ধান্ত নিয়েছে। ‘নো ব্রিজ নো ভোট’ লেখা ব্যানার বানিয়েছি। যে কোনও রাজনৈতিক দলের নেতারা ভোট চাইতে এলে আমরা তাঁদের বলব সেতু হয়নি তাই ভোট বয়কটের সিদ্ধান্ত নিয়েছি।’’

মাটিগাড়া ব্লকের অন্তর্গত এই চা বাগানের বাসিন্দাদের দুর্ভোগের অন্যতম কারণ রক্তি নদীর ওপর স্থায়ী সেতু না থাকা। চা বাগান কর্তৃপক্ষের তরফে হিউমপাইপ বসিয়ে যাতায়াতের ব্যবস্থা করা হলেও বর্ষায় নদীর জল বাড়লেই হিউমপাইপ ভেসে যায় বলে অভিযোগ। তখন চূড়ান্ত ভোগান্তি পোহাতে হয় এলাকার বাসিন্দাদের। এই চা বাগানের বাসিন্দারা ছাড়াও খেরিবাড়ি, ফুলবাড়ি সেন্ট্রাল বস্তি, মানঝাবাড়ি, ডাঙ্গি বস্তি, নীচু লাইন সহ বেশ কয়েকটি গ্রামের মানুষ এই রাস্তা ব্যবহার করায় তাঁদেরও সমস্যায় পড়তে হয়।

বাগানের শ্রমিক আশা পাইক জানালেন, পাঁচ বছর আগে রক্তি নদীর সেতু ভেঙে গেলেও, কোনও ব্যবস্থা নেওয়া হয়নি। বর্ষাকালে এলাকার পড়ুয়ারা স্কুলে যেতে পারে না। কেউ অসুস্থ হলে হাসপাতালে নিয়ে যেতে সমস্যা পোহাতে হয়।

বাগানের বাসিন্দা অরুণা মুন্ডা খোলাপাসি হাইস্কুলে অষ্টম শ্রেণিতে পড়ে। সে বলল, ‘বর্ষার সময় হিউমপাইপের রাস্তা ভেসে যায়। সে সময় দু’তিন মাস স্কুলে যাওয়া হয় না।’

স্থানীয়রা জানালেন, ২০২০ সালে সেতু ভেঙে যাওয়ার পর দার্জিলিংয়ের সাংসদ রাজু বিস্ট এলাকায় এসেছিলেন। সে সময় তিনি ট্র্যাক্টরে করে নদী পেরিয়ে বাগানে পৌঁছে আশ্বাস দিয়েছিলেন, ‘পরেরবার যখন আসব, সেতু দিয়ে পারাপার করব।’ সাংসদের সেই আশ্বাস পূরণ না হওয়ায় এলাকায় ক্ষোভ তৈরি হয়েছে।

বিস্টের সঙ্গে যোগাযোগ করা হলে তিনি বললেন, ‘ওখানে সেতু তৈরির জন্য কেন্দ্রের কাছে চিঠি দিয়েছি। কেন্দ্র সরকার টাকা দিতে রাজি হয়েছে। রাজ্য সরকারকে প্রস্তাবও পাঠানো হয়েছে। তবে সেতু তৈরির জন্য রাজ্য সরকার এনওসি না দেওয়ায় কাজ শুরু করা যাচ্ছে না।’

এলাকার বর্তমান বিধায়ক তথা ’২৬-এর বিধানসভা নির্বাচনে বিজেপি প্রার্থী আনন্দময় বর্মনের ওপরও ক্ষুব্ধ এলাকাবাসী। তাঁদের অভিযোগ, এত মানুষ সমস্যার মধ্যে থাকলেও বিধায়ক একবার খোঁজ পর্যন্ত নেননি। যদিও আনন্দময় বলছেন, ‘রক্তি নদীর পুটিনবাড়ি, ফুলবাড়ি পত্তন এবং শালবাড়ি থেকে সুকনা পঞ্চনই নদীর ওপর সেতুর জন্য রাজ্য সরকারকে একাধিকবার চিঠি দিয়েছি। বিধানসভাতেও বিষয়টি নিয়ে সরব হয়েছি। তবে পুটিনবাড়ি চা বাগানের বাসিন্দারা ভোট বয়কটের সিদ্ধান্ত নিয়ে থাকলে আমি ওখানে গিয়ে তাঁদের সঙ্গে কথা বলব।’

মাটিগাড়া-নকশালবাড়ি আসনে এবারের তৃণমূল কংগ্রেস প্রার্থী শংকর মালাকার। এ নিয়ে তাঁর বক্তব্য, ‘উত্তরবঙ্গ উন্নয়ন দপ্তরকে বলেছি যত তাড়াতাড়ি সম্ভব সেতু তৈরি করে দেওয়ার জন্য। তবে যাঁরা ভোট বয়কটের কথা বলছেন, তাঁদের বলব গণতান্ত্রিক অধিকার প্রয়োগ করুন।’

ঋণগ্রস্ত আলুচাষির আত্মহত্যার চেষ্টা সোনাপুরে

অভিজিৎ ঘোষ

সোনাপুর, ২৪ মার্চ : প্রাকৃতিক দুর্যোগ আর ঋণের বোঝা— এই দুই সাঁড়াশি চাপে উত্তরবঙ্গের আলুচাষিদের কপালে এখন চিন্তার ভাঁজ। সেই দুশ্চিন্তা থেকেই এবার আলিপুরদুয়ার-১ ব্লকের চকোয়াখেতি গ্রাম পঞ্চায়েতের উত্তর সোনাপুরে এক কৃষক বিষপান করে আত্মহত্যার চেষ্টা করেন বলে অভিযোগ উঠেছে। বর্তমানে আশঙ্কাজনক অবস্থায় আলিপুরদুয়ার জেলা হাসপাতালে চিকিৎসাধীন ৫৭ বছর বয়সি কালীপদ ওরাওঁ (কুজুর)। যদিও কৃষি দপ্তর এই ঘটনার নেপথ্যে আলু চাষের ক্ষতির বিষয়টি এখনও স্বীকার করেনি। তবে এই ঘটনাকে কেন্দ্র করে বিধানসভা ভোটের মুখে উত্তপ্ত হয়ে উঠেছে জেলার রাজনৈতিক মহল।

স্থানীয় সূত্রে জানা গিয়েছে, বেশ কয়েক বছর বিরতির পর এবার প্রায় ৮ বিঘা জমিতে আলু চাষ করেছিলেন কালীপদ। চাষের

জলের নীচে রয়েছে বিভিন্ন গ্রামের আলুখেত।

জন্য বিভিন্ন জায়গা থেকে প্রায় ২ লক্ষ টাকা ঋণও নিয়েছিলেন তিনি। কিন্তু গত কয়েকদিনের অকালবৃষ্টিতে বিঘার পর বিঘা আলুখেত জলের তলায় তলিয়ে যায়। বহু আলু পচে নষ্ট হওয়ায় ঋণের টাকা কীভাবে শোধ হবে, তা নিয়ে গত কয়েকদিন ধরেই চিন্তায় ছিলেন ওই কৃষক। এদিন খেতে গিয়েই তিনি বিষপান করেন বলে স্থানীয় বাসিন্দারা জানিয়েছেন। পরিবারের দাবি, ফলন নষ্ট হওয়া এবং দেনার দায়েই তিনি এই চরম পথ বেছে নিয়েছেন। যদিও আলুর জন্যই কি উনি বিষপান করেছেন নাকি পারিবারিক কোনও বিবাদ রয়েছে সেই চর্চাও চলছে গ্রামে।

কালীপদর ছেলে বিকাশ ওরাওঁ বলেন, ‘বাবা এবার অনেক আশা নিয়ে আলু চাষ করেছিলেন। কিন্তু সব শেষ হয়ে যাওয়ায় প্রচণ্ড দুশ্চিন্তায় ছিলেন। সেই কারণেই হয়তো এমনটা করেছেন।’

তবে প্রশাসনের অন্দরে এই ঘটনা নিয়ে ধোঁয়াশা রয়েছে। আলিপুরদুয়ার-১ ব্লকের সহ কৃষি অধিকর্তা শামসুল হক বলেন, ‘এমন কোনও ঘটনার খবর আমাদের কাছে নেই। তবে যাঁদের ক্ষতি হয়েছে এবং শস্যবিমায় আবেদন করেছেন, তাঁরা নিয়ম মেনে ক্ষতিপূরণ পাবেন। স্যাটেলাইট চিত্রের মাধ্যমে তদন্ত করে তবেই বিমার টাকা দেওয়া হবে।’

এদিকে, কৃষকের এই অবস্থাকে হাতিয়ার করে ময়দানে নেমেছে বিজেপি। দলের ৩ নম্বর মণ্ডলের সভাপতি সাধন সাহার অভিযোগ, ‘রাজ্য সরকার কৃষকদের পাশে দাঁড়াতে ব্যর্থ। ভিনরাজ্যে আলু পাঠানোয় বিধিনিষেধ থাকায় চাষিরা সঠিক দাম পাচ্ছেন না।’ পালটা জবাবে তৃণমূলের অঞ্চল সভাপতি সুভাষ রায় বলেন, ‘যা ক্ষতি হয়েছে সেটা প্রাকৃতিক দুর্যোগে। এটার সঙ্গে রাজনীতির কোনও যোগ নেই। যদি কারও বেশি ক্ষতি হয় এবং তিনি আত্মঘাতী হওয়ার চেষ্টা করেন সেটা দুর্ভাগ্যজনক। ক্ষতি হলে শস্যবিমায় আবেদন করলেই ক্ষতিপূরণ পাবেন।’

মমতার সভার আগে ক্ষোভ তৃণমূলে

আমন্ত্রণ না পেয়ে সরব জেলার নেত্রী

রণজিৎ ঘোষ

শিলিগুড়ি, ২৪ মার্চ : দলনেত্রীর জনসভায় আমন্ত্রণ জানানো নিয়ে বিতর্ক তৃণমূল কংগ্রেসে। দলের দার্জিলিং (সমতল) জেলা তৃণমূল মহিলা কংগ্রেস সভানেত্রী সুস্মিতা সেনগুপ্ত সভায় যাওয়ার আমন্ত্রণ না পেয়ে দলের হোয়াটসঅ্যাপ গ্রুপে ক্ষোভ উগরে দিয়েছেন।

যদিও বিষয়টি নিয়ে দলের জেলা চেয়ারম্যান সঞ্জয় টিব্রুয়াল এবং মাটিগাড়া-নকশালবাড়ি বিধানসভার কোঅর্ডিনেটর অরুণ ঘোষ কোনও মন্তব্য করতে চাননি। সুস্মিতা অবশ্য বলছেন, ‘এসব দলের অভ্যন্তরীণ বিষয়। বাইরে কোনও মন্তব্য করব না।’

উত্তরবঙ্গে তিনটি বিধানসভার প্রথম পর্যায়ের ভোট প্রচারের জন্য মঙ্গলবার তৃণমূল সুপ্রিমো মমতা বন্দ্যোপাধ্যায় চালসায় পৌঁছেছেন। বুধবার তিনি ময়নাগুড়ির সভা করে দুপুরে ডাবগ্রাম-ফুলবাড়ি এবং বিকেলে নকশালবাড়িতে সভা করবেন। ডাবগ্রাম-ফুলবাড়ি এবং মাটিগাড়া-নকশালবাড়ি এই দুটি বিধানসভা দার্জিলিং (সমতল) জেলা তৃণমূল দেখছে। কিন্তু দলনেত্রী এলেও সেই সভায় যাওয়ার জন্য আমন্ত্রণ না পেয়ে চটেছেন সুস্মিতা। মঙ্গলবার রাতে তিনি দলের হোয়াটসঅ্যাপ গ্রুপে জেলা চেয়ারম্যান এবং কোর কমিটিকে উদ্দেশ্য করে লিখেছেন, ‘সংবাদমাধ্যমে জানতে পেরেছি যে দলনেত্রী বুধবার এখানে প্রচারে থাকবেন। এই প্রথম অদ্ভুতভাবে দলনেত্রী শহরে অথচ জেলা পার্টিতে কোনও আলোচনা নেই। ব্যক্তিগতভাবে আমাকে অপছন্দ হতেই পারে, কিন্তু জেলা মহিলা শাখার সভানেত্রী হিসাবেও তো সভায় যাওয়ার জন্য বলা প্রয়োজন ছিল।’ ডাবগ্রাম-ফুলবাড়ি এলাকার নেতা জয়দীপ নন্দীর কথা উল্লেখ করে তিনি লিখেছেন, ‘জয়দীপ আমাকে জাবরাভিটার সভায় যেতে বলেছে। কিন্তু দার্জিলিং জেলার নকশালবাড়িতেও সভা রয়েছে।’

- দলনেত্রীর সভায় আমন্ত্রণ না পেয়ে ক্ষোভ উগরে দিলেন দার্জিলিং (সমতল) জেলা তৃণমূল মহিলা কংগ্রেস সভানেত্রী
- হোয়াটসঅ্যাপ গ্রুপে মেসেজ করলেও বাইরে এনিয়ে মন্তব্য করতে চাননি তিনি
- বিষয়টি নিয়ে কোনও মন্তব্য করতে চাননি দলের জেলার শীর্ষ নেতারা

বিষয়টি নিয়ে দলের একাংশের বক্তব্য, আগে জেলা সভাপতি থাকাকালীন একটা নিয়মের মধ্যে দিয়ে সমস্ত মিটিং, মিছিল, দলনেত্রী সহ অন্য ভিভিআইপিদের সভাগুলি পরিচালিত হত। কিন্তু এখন আমরা-ওরা বেশি হয়ে গিয়েছে। দলের সুপ্রিমো প্রচারে শহরে আসছেন, এখানে এক রাত্রি থাকবেন অথচ দলে প্রস্তুতি নিয়ে কোনও বৈঠক হয়নি। অনেক নেতা-নেত্রীর মধ্যে ক্ষোভ থাকলেও সবাই চুপচাপ ছিলেন। কিন্তু সুস্মিতা মুখ খোলার পর থেকেই অনেকেই হোয়াটসঅ্যাপ গ্রুপে গর্জে উঠেছেন।

এদিকে, সুস্মিতার মেসেজের পরেই ওই গ্রুপে দলের জেলা নেতা অসীম অধিকারী লিখেছেন, একটা প্রবাদ প্রচলিত আছে ‘কাকে দিয়েছো রাজার পাট।’ তবে, বিষয়টি নিয়ে ক্ষোভ-বিক্ষোভ শুরু হলেও প্রকাশ্যে কেউই এর দায় নিতে চাইছেন না।

ভোটে নারী নিরাপত্তার প্রসঙ্গ

শিলিগুড়ি, ২৪ মার্চ : অতীতে একক লড়াই করলেও প্রথমবার বামফ্রন্টের সঙ্গে জোটে ভোটের লড়াইয়ে নামছে সিপিআই(এমএল) লিবারেশন। সঙ্গে দীর্ঘদিন ধরে শ্রমিক আন্দোলনের সঙ্গে যুক্ত চা বলয়ের পরিচিত মুখ সুমন্তী এক্কাকে ফাঁসিদেওয়া কেন্দ্রে প্রার্থী করা হয়েছে। মঙ্গলবার শিলিগুড়িতে অনিল বিশ্বাস ভবনে সাংবাদিক বৈঠকে ভোটের ময়দানে নিজের পরিকল্পনা তুলে ধরেন সুমন্তী।

দীর্ঘদিন ধরেই চা বাগানের শ্রমিকদের ন্যায্য অধিকারের দাবিতে লড়ছে সিপিআই(এমএল)। এবার ভোটের ময়দানেও চা শ্রমিকদের সমস্যা সমাধানের পাশাপাশি নারী নিরাপত্তার বিষয়টি তুলে ধরা হবে বলে জানিয়েছেন সুমন্তী। পাশাপাশি যে সকল বৈধ ভোটারের সাপ্লিমেন্টারি তালিকাতেও নাম নেই তাঁদের জন্যও লড়াই চলবে বলে তিনি জানান। এদিন সুমন্তী বলেন, ‘মানুষ পরিবর্তন চাইছেন। আমার বিশ্বাস শ্রমজীবী মানুষেরা এবার তাঁদের অধিকার আদায়ের জন্য বামপন্থায় বিশ্বাস রাখবেন।’ সাংবাদিক বৈঠকে ছিলেন সিপিএমের দার্জিলিং জেলা সম্পাদক সমন পাঠক। তিনি বলেন, ‘এসআইআর-এর সাপ্লিমেন্টারি তালিকাতেও অনেক বৈধ ভোটারের নাম নেই। নির্বাচনের আগে বৈধ ভোটারদের নাম তুলতে হবে। এজন্য রাস্তায় নেমে আন্দোলনের পাশাপাশি আইনত লড়াইও করা হবে।’

ওবেসিটি রুখতে সচেতনতা

শিলিগুড়ি, ২৪ মার্চ : স্থূলতা বা ওবেসিটি বর্তমানে একটি স্বাস্থ্যঝুঁকি। যা হৃদরোগ, বাতের ব্যথা, কিডনির অসুখ, টাইপ-২ ডায়াবিটিস ও উচ্চ রক্তচাপের মতো রোগের কারণ। মঙ্গলবার উত্তরবঙ্গ ফিজিকাল মেডিসিন অ্যান্ড রিহ্যাবিলিটেশন অ্যাসোসিয়েশনের উদ্যোগে ওবেসিটি নিয়ে আলোচনা করা হয়। ওবেসিটি থেকে কী কী রোগ হতে পারে, এর চিকিৎসা কী রয়েছে এবং এর মোকাবিলা কীভাবে করা যায় তা নিয়ে আলোচনা করেন বিশেষজ্ঞ চিকিৎসকরা। আলোচনার মডারেটর হিসেবে ছিলেন উত্তরবঙ্গ মেডিকেল কলেজের ফিজিকাল মেডিসিন বিভাগের প্রধান ডাঃ পার্থপ্রতিম পান। বিধান রোডের একটি হোটেলে আয়োজিত এই আলোচনা সভায় ছিলেন ডাঃ শঙ্খ সেন, ডাঃ শেখর চক্রবর্তী সহ অন্যান্য চিকিৎসক ও মেডিকেল পড়ুয়ারাও। চিকিৎসকদের তরফে জানানো হয়েছে, বয়স নির্বিশেষেই স্থূলতা দিন-দিন বাড়ছে। যার ফলে মানুষ বিভিন্ন কোমরবিডিটিসের শিকার হচ্ছে। স্বাস্থ্যকর জীবনযাপন এবং প্রয়োজনে চিকিৎসকের পরামর্শ নিয়ে এই ঝুঁকি প্রতিরোধ করে সুস্থ থাকা সম্ভব।

নজরে নিরাপত্তা

শিলিগুড়ির হিলকার্ট রোডে কেন্দ্রীয় বাহিনীর জওয়ানদের টহল। মঙ্গলবার। ছবি : সুশান্ত পাল

নির্বাচন নিয়ে সভা তৃণমূলের

চোপড়া, ২৪ মার্চ : মঙ্গলবার দলীয় ব্লক কার্যালয়ে চোপড়া ব্লক তৃণমূল যুব কংগ্রেসের নির্বাচনি বর্ধিত সভা হল। এদিনের বৈঠকে আসন্ন বিধানসভা নির্বাচনকে সামনে রেখে সংগঠনের কর্মসূচি ও প্রচার কৌশল নিয়ে বিস্তারিত আলোচনা হয়। উপস্থিত নেতৃত্ব সংগঠনকে আরও শক্তিশালী করার ওপর গুরুত্ব দেয়। ব্লক যুব সহ সভাপতি ফাতেবুল রহমান বলেন, ‘নির্বাচনের প্রস্তুতি হিসেবে একাধিক প্রচারমূলক কর্মসূচি গ্রহণ করা হয়েছে। সংগঠনের পক্ষ থেকে বিধানসভা এলাকায় চারটি কর্মীসভার আয়োজন করা হবে।’

পাহাড়-সমতলে প্রার্থী দিচ্ছে অজয়ের দল

শিলিগুড়ি, ২৪ মার্চ : ভারতীয় গোর্খা প্রজাতান্ত্রিক মোর্চা (বিজিপিএম) এবং বিজেপি প্রার্থী ঘোষণা করে দিয়েছে। কিন্তু এখনও অজয় এডওয়ার্ডের ইন্ডিয়ান গোর্খা জনশক্তি ফ্রন্ট (আইজিজেএফ), জিএনএলএফের মতো দলগুলি অবস্থান স্পষ্ট করেনি। যা নিয়ে পাহাড়ের রাজনৈতিক মহলে চর্চা অব্যাহত। এরই মধ্যে মঙ্গলবার অজয় এডওয়ার্ড দলীয় নেতৃত্বকে নিয়ে বৈঠকে বসেন। সূত্রের খবর, আইজিজেএফ পাহাড়ের পাশাপাশি সমতলের শিলিগুড়ি এবং মাটিগাড়া-নকশালবাড়ি আসনে প্রার্থী দিচ্ছে। শুক্রবারের মধ্যেই নাম ঘোষণা করা হবে। অজয় অবশ্য এদিনের দলীয় বৈঠক নিয়ে কোনও মন্তব্য করতে চাননি।

ভোট ঘোষণার পরেই পাহাড়ের শাসকদল বিজিপিএম কালিম্পং, দার্জিলিং এবং কার্সিয়াং এই তিনটি আসনেই প্রার্থী ঘোষণা করে দিয়েছে। বিজেপির প্রার্থীতালিকাও প্রকাশিত হয়েছে। যদিও পদ্ম প্রার্থীদের নাম প্রকাশ্যে আসতেই দলে তীব্র ক্ষোভ তৈরি হয়েছে। দলের পার্বত্য শাখার দুই প্রাক্তন সভাপতি, জেলার বর্তমান সহ সভাপতি, একাধিক মণ্ডল সভাপতি দলীয় প্রার্থীদের বিরুদ্ধে বিদ্রোহ ঘোষণা করেছিলেন। তাঁরা একযোগে পদত্যাগ এবং নির্দল প্রার্থী দেওয়ার ঘোষণাও করেন। তবে বিজেপির শীর্ষ নেতৃত্বের কড়া অবস্থানে কার্যত হাত গুটিয়ে নিয়েছেন বিক্ষুব্ধরা।

বিজেপি এককভাবে প্রার্থী দেওয়ায় জিএনএলএফ, আইজিজেএফের মতো আঞ্চলিক দলগুলির অবস্থান কী হবে তা নিয়ে কয়েকদিন ধরে চর্চা চলছে। এরই মধ্যে মঙ্গলবার অজয়ের নেতৃত্বে আইজিজেএফ বৈঠকে বসে। সেখানে স্থির হয়েছে পাহাড় এবং সমতলের দুটি আসনে দল প্রার্থী দেবে। প্রার্থী হিসাবে কার্সিয়াং থেকে বন্দন রাই, দার্জিলিং থেকে অজয় এডওয়ার্ড বা তাঁর মেয়ের নাম উঠে এসেছে। কালিম্পংয়ে ডঃ হরকাবাহাদুর ছেত্রী অথবা ইউসুক সিমিক প্রার্থী হতে পারেন। আবার কালিম্পংয়ে প্রার্থী না দিয়ে কোনও নির্দল প্রার্থীকে সমর্থন করতে পারে অজয়ের দল। বৈঠকে শিলিগুড়ি এবং মাটিগাড়া-নকশালবাড়ি থেকে প্রার্থী দেওয়ার সিদ্ধান্ত নেওয়া হয়েছে। তবে সমতলে কাদের প্রার্থী করা হবে সে নিয়ে কোনও সিদ্ধান্ত হয়নি বলে খবর।

এই পরিস্থিতিতে মন ঘিসিংয়ের জিএনএলএফের অবস্থান এখনও স্পষ্ট নয়। সূত্রের খবর, আইজিজেএফ প্রার্থী দিলে পাহাড়ের তিনটি আসনে সিপিএম সেই প্রার্থীদের সমর্থন করতে পারে। এই নিয়ে সিপিএমের সঙ্গে অজয়ের আলোচনাও এগিয়েছে বলে জানা গিয়েছে। আবার জিএনএলএফের অবস্থানও বোঝার চেষ্টা করছে সিপিএম। দলের জেলা সম্পাদকমণ্ডলীর সদস্য কেবি ওয়াত্তার বলেছেন, ‘সব পক্ষের সঙ্গেই আলোচনা চলছে। তিন-চারদিনের মধ্যেই সিদ্ধান্ত পাকা হয়ে যাবে।’

ভোটমুখী বঙ্গে সম্প্রীতির নজির

মহম্মদ হাসিম

নকশালবাড়ি, ২৪ মার্চ : এসে গিয়েছে ভোটের মরশুম। আর রাজ্যে নির্বাচন ঘোষণার সঙ্গে সঙ্গে জোরদার হাওয়া লেগে গিয়েছে ধর্মের রাজনীতির পালে। এর মধ্যে সাম্প্রদায়িক সম্প্রীতির নজির গড়লেন নকশালবাড়ি গ্রাম পঞ্চায়েতের দক্ষিণ তোতারামজোত গ্রামের বাসিন্দা মহম্মদ গোলাম হুসেন ওরফে কালু। ‘ভাইজান’ নামে এলাকায় একডাকে পরিচয় তাঁর। নিজে ইসলাম ধর্মাবলম্বী। তা সত্ত্বেও গ্রামের অধিকাংশ মানুষের উপাসনার জন্য বজরঙ্গবলী হনুমানের মন্দির তৈরি করাচ্ছেন, দাঁড়িয়ে থেকে।

মঙ্গলবার গ্রামের খাটালবস্তি এলাকায় নিজে হাতে মন্দির তৈরির কাজ শুরু করলেন কালু। কপালে টিকা, মাথায় টুপি। পরনে পায়জামা-পাঞ্জাবি। আর মুখে ‘জয় শ্রীরাম’ ধ্বনি। জানা গিয়েছে, এলাকার মোড়ে ৫০ বর্গফুট জায়গাজুড়ে তৈরি হচ্ছে এই হনুমান মন্দিরটি। এর জন্য খরচ ধরা হয়েছে ১ লক্ষ টাকা। পাশাপাশি, এলাকায় একটি কমিউনিটি হলও তৈরি করছেন কালু। এই কমিউনিটি হলের জন্য আলাদা করে ৩০ হাজার টাকা খরচ ধরা হয়েছে।

কালুর স্ত্রী শাহনাজ বেগম স্থানীয় পঞ্চায়েতে তৃণমূলের টিকিটে নির্বাচিত সদস্য। তাই কালুর রাজনৈতিক পরিচয় অবশ্যই আছে। ভোটের মুখে মন্দির তৈরি কি ভোটারদের মন জয়ের চেষ্টা? কালুর জবাব, ‘এই মন্দিরের কাজ আগেই শুরু করতাম। ভোট সামনে রয়েছে বলে করছি, এমন নয়। দীর্ঘদিন অসুস্থ ছিলাম। পাশাপাশি, জায়গা নিয়ে জটিলতা ছিল। তাই কাজ শুরু করতে পারিনি। তবে, সংগতিতে মন্দির তৈরি সম্ভব হত না। সকলেই এই গ্রামে মিলেমিশে

পুজো দিয়ে হনুমান মন্দির নির্মাণের সূচনা। মঙ্গলবার।

শেষপর্যন্ত গ্রামবাসীর সমর্থনে মন্দির তৈরি সম্ভব হয়েছে।’ তাঁর সংযোজন, ‘আমার একার আর্থিক থাকি। ধর্ম নিয়ে পাড়ায় কোনও ভেদাভেদ নেই। প্রতিটি ধর্মীয় উৎসব আমরা একসঙ্গে পালন করি। সকলে বিপদে-আপদে পাশে থাকেন। এই মন্দির আমাদের সম্প্রীতির বার্তা দেয়।’

গত পঞ্চায়েত নির্বাচন থেকে এলাকায় একটি হনুমান মন্দিরের দাবি ছিল। অবশেষে সেই দাবি মিটতে চলছে। তাই খুশির আমেজ এলাকায়। এলাকায় মোট ভোটার ১,৪০০। এর মধ্যে মুসলিম পরিবার মাত্র ৬০টি। এলাকার ৭০ শতাংশ ভোটারই হিন্দু।

এদিন উপস্থিত ছিলেন এলাকার বাসিন্দা মহম্মদ কালাম। তিনি বলেন, ‘গোটা দেশে সাম্প্রদায়িক হিংসা বাড়ছে। সেই সময় এই মন্দির সম্প্রীতির বার্তা।’ আরেক স্থানীয় বাসিন্দা কুন্তী সাউ বলেন, ‘এখানে হিন্দু-মুসলিম বলে কোনও প্রশ্ন ওঠে না। সবাই নিজের ধর্ম শান্তিতে পালন করি।’

বিক্ষোভ উড়িয়ে জনসংযোগের বার্তা নবীনের

অরূপ দত্ত

কলকাতা, ২৪ মার্চ : সল্টলেকে রাজ্য বিজেপির সদর দপ্তরের বাইরে তখন তুমুল উত্তেজনা। বলাগড় ও বাদুড়িয়ার প্রার্থী বদলের দাবিতে স্থানীয় নেতা-কর্মীদের বিক্ষোভ চলছে। পরিস্থিতি এমন যে, শমীক ভট্টাচার্য ও শুভেন্দু অধিকারীদের মতো শীর্ষ নেতারা যখন সাংবাদিক সম্মেলন করতে ঢুকছেন, তখনও স্লোগান চলছে। কিন্তু নিউটাউনের এক বেসরকারি হোটেলে যখন বিজেপির তরুণ সর্বভারতীয় সভাপতি নীতিন নবীন যখন হাওড়া, হুগলি, মেদিনীপুর এবং দুই কলকাতার নেতৃত্বকে নিয়ে বৈঠক করছেন, তখন তাঁর শরীরী ভাষায় এই বিক্ষোভের ছিটেফোঁটা আঁচ নেই। বরং পঁয়তাল্লিশ বছর বয়সি দলের এই নবনিযুক্ত সেনাপতি কড়া বার্তা, ২০২৬-এর এই বিধানসভা নির্বাচন রাজ্য বিজেপির কাছে স্রেফ একটা ভোট নয়, এটা মরণ-বাঁচন লড়াই। এই লড়াই জিততেই হবে, না হলে রাজ্যে দলের অস্তিত্বই গভীর সংকটের মুখে পড়বে।

প্রার্থী নিয়ে ক্ষোভ-বিক্ষোভ সামলানোর দায় সুকৌশলে রাজ্যের শীর্ষ নেতৃত্বের ঘাড়েই ছেড়ে দিয়েছেন নবীন। তাঁর নজর এখন অনেক গভীরে— সংগঠনের শিকড়ে। সর্বভারতীয় সভাপতি হওয়ার পর প্রথম রাজ্য সফরে এসেই তিনি স্পষ্ট বুঝিয়ে দিয়েছিলেন, পর্যটকের মতো রাজনীতি করা চলবে না। ভিনরাজ্য থেকে আসা পর্যবেক্ষক এবং কেন্দ্রীয় নেতাদের উদ্দেশে তাঁর ঝাঁঝালো মন্তব্য, 'আয়ারাম-গয়ারামের মতো এলাম, খেলাম আর চলে গেলাম, এসব বরদাস্ত করা হবে না। প্রার্থীকে জেতানোর জন্য যা করার, সেটাই করতে হবে।' একইসঙ্গে প্রার্থীদেরও তিনি স্মরণ করিয়ে দিয়েছেন যে, দল টিকিট দিলেও মানুষের কাছে প্রার্থীরাই দলের মুখ। তাই ঘরে বসে না থেকে অবিলম্বে জনসংযোগে ঝাঁপিয়ে পড়তে হবে। সংগঠনের সঙ্গে তাল মিলিয়ে মানুষের দুয়ারে পৌঁছনোর পাশাপাশি, স্থানীয় ইস্যুগুলোকে হাতিয়ার করে প্রচারের নির্দেশ দিয়েছেন তিনি।

রাজনৈতিক বিশ্লেষকদের মতে, নীতিন নবীনের এই কড়া অবস্থান আসলে বিজেপির এক সুবৃহত্তর রণকৌশলের অংশ। সদ্য দায়িত্ব নেওয়ার এই তরুণ সভাপতি বাংলা বিজেপিতে এক নীরব প্রজন্ম-বদল বা 'জেনারেশনাল শিফট' ঘটাতে চাইছেন। ইতিমধ্যেই ঘোষিত প্রার্থীতালিকায় পঁচিশ শতাংশের বেশি তরুণ মুখ এবং বহু পেশাদারদের উপস্থিতি সেই ইঙ্গিতই দিচ্ছে। নবীন জানেন, বাংলার মাটি শক্ত করতে গেলে বুথ স্তরে শক্তিশালী এজেন্ট দরকার। তাই শুধু হাওয়ায় ভেসে রাজনীতি নয়, তাঁর ফোকাস এখন বুথ ম্যানেজমেন্ট, সোশ্যাল মিডিয়ার দক্ষ ব্যবহার এবং নিবিড় জনসংযোগ। আসন্ন ইস্তাহারেও যে মহিলা ও যুব সমাজের জন্য বড় চমক থাকতে চলেছে, নবীনের রণকৌশল তারই জমি তৈরি করছে।

মঙ্গলবার দিনভর সাংগঠনিক স্তরে একের পর এক বৈঠক করেছেন নবীন। দলের আইটি এবং সোশ্যাল মিডিয়া টিমের সঙ্গে কথা বলে প্রচারের ডিজিটাল ব্লু-প্রিন্টও ছকে দিয়েছেন। রাতেই দলের কেন্দ্রীয় মন্ত্রী ও রাজ্যের শীর্ষ পদাধিকারীদের সঙ্গে রুদ্ধদ্বার বৈঠক করার কথা তাঁর। বুধবারও দম ফেলার ফুরসত নেই। সকালে দক্ষিণেশ্বর মন্দিরে পুজো দিয়ে দিন শুরু করবেন। তারপর দলের একাধিক শাখা সংগঠন ও নির্বাচন পরিচালন কমিটির সঙ্গে ম্যারাথন বৈঠক।

> আয়ারাম-গয়ারামের মতো এলাম, খেলাম আর চলে গেলাম, এসব বরদাস্ত করা হবে না। প্রার্থীকে জেতানোর জন্য যা করার, সেটাই করতে হবে।
>
> -নীতিন নবীন
> *সর্বভারতীয় সভাপতি, বিজেপি*

ওয়াইসি-নৌশাদ-হুমায়ুনের ত্রিমুখী ফলা

সংখ্যালঘু ভোট নিয়ে শঙ্কা তৃণমূলে

প্রিয়জিৎ দাস

কলকাতা, ২৪ মার্চ : গত দেড় দশক ধরে যে সংখ্যালঘু ভোটের ওপর ভর করে রাজ্যে একচেটিয়া ক্ষমতা ভোগ করছে তৃণমূল কংগ্রেস, ছাব্বিশের মহারণের আগে সেই নিশ্ছিদ্র ভোটব্যাংকেই এবার বড়সড় ফাটলের ইঙ্গিত। রাজ্যের অন্তত ১১৪টি বিধানসভা আসনে নির্ণায়ক এই সংখ্যালঘু ভোট ভাগাভাগি হওয়ার প্রবল আশঙ্কা দেখা দিয়েছে। আর শাসক শিবিরের কপালে চিন্তার ভাঁজ আরও চওড়া করে, প্রাক্তন তৃণমূল বিধায়ক হুমায়ুন কবীরের 'আম জনতা উন্নয়ন পার্টি'র সঙ্গে হাত মেলাচ্ছে আসাদউদ্দিন ওয়াইসির এআইএমআইএম (মিম)। এই নয়া সমীকরণ কি বিহারের মতোই বিরোধী ভোট কেটে পরোক্ষে বিজেপিকেই সুবিধা করে দেবে? রাজনৈতিক মহলে এখন এটাই সবচেয়ে বড় প্রশ্ন।

চলতি সপ্তাহেই কলকাতায় বসে ভোটের চূড়ান্ত ব্লু-প্রিন্ট তৈরি করবেন দুই নেতা। মঙ্গলবার রাতেই ওয়াইসির কলকাতা পৌঁছোনোর কথা, বুধবার করবেন সাংবাদিক সম্মেলন। রাজ্যের অন্তত ৮টি আসনে প্রার্থী দেবে মিম। মুর্শিদাবাদে বাবরি মসজিদের আদলে মসজিদ তৈরির প্রতিশ্রুতি দিয়ে আগেই বিতর্কে জড়িয়েছিলেন হুমায়ুন। এবার তাঁর হাত ধরেই বাংলায় খাতা খোলার মরিয়া চেষ্টা ওয়াইসির। জোটের ঘোষণা করেই তথাকথিত 'সেকুলার' দলগুলিকে কড়া আক্রমণ করেছেন মিম প্রধান। তাঁর তোপ, 'ধর্মনিরপেক্ষতার নামে এরা ভোট নেয়, কিন্তু আমরা যখন অধিকারের কথা বলি, তখন ওদের গায়ে জ্বালা ধরে। বাংলায় বাতিল হওয়া ৫ লক্ষ ওবিসি শংসাপত্রের বেশিরভাগই মুসলিমদের।'

আসাদউদ্দিন ওয়াইসি ও হুমায়ুন কবীর।

শুধু ওয়াইসি বা হুমায়ুনই নন, ঘাসফুলের অস্বস্তি বাড়াচ্ছে ভাঙড়ের আইএসএফ বিধায়ক নৌশাদ সিদ্দিকী এবং পুরোনো জমি পুনরুদ্ধারে মরিয়া কংগ্রেসও। নৌশাদের অভিযোগ, সংখ্যালঘুদের কেবল নির্বাচনের সময় ব্যবহার করা হয়, প্রকৃত উন্নয়ন কিছুই হয়নি। গোদের ওপর বিষফোড়া হয়ে দাঁড়িয়েছে সাম্প্রতিক ভোটার তালিকা সংশোধন বা এসআইআর বিতর্ক। মুর্শিদাবাদে প্রায় ১১ লক্ষ এবং মালদায় ৮ লক্ষেরও বেশি ভোটারের নাম 'বিবেচনাধীন' থাকায় সংখ্যালঘু এলাকায় ক্ষোভের আগুন আরও তীব্র হয়েছে, যা এই বিকল্প দলগুলির পালে হাওয়া জোগাচ্ছে।

বিশ্লেষকদের মতে, পাটিগণিতের হিসেবটা খুব সোজা। মিম-আম জনতা উন্নয়ন পার্টির জোট যদি তৃণমূলের ভোটব্যাংকে সামান্য থাবাও বসায়, তবে হাড্ডাহাড্ডি লড়াইয়ের আসনগুলোতে তা ঘাসফুল বা বাম-কংগ্রেসের বড়সড় ক্ষতি করবে। পাশাপাশি, ওয়াইসির আগ্রাসী প্রচারের জেরে পালটা হিন্দু ভোটের মেরুকরণ হলে তার সরাসরি ফায়দা লুটবে গেরুয়া শিবির।

রাজনৈতিক বিশ্লেষক বিশ্বনাথ চক্রবর্তীর মতে, বিজেপির ভয়ে আগে সংখ্যালঘু ভোট অবলীলায় তৃণমূলের পক্ষে যেত, কিন্তু এখন বিকল্প প্ল্যাটফর্মের উত্থান এবং স্থানীয়স্তরের অসন্তোষের কারণে সেই দুর্গে ফাটল দেখা যাচ্ছে। অল বেঙ্গল মাইনরিটি ইয়ুথ ফেডারেশনের সাধারণ সম্পাদক মহম্মদ কামরুজ্জামানও মনে করেন, বিজেপি যেখানে সরাসরি মূল প্রতিদ্বন্দ্বী নয়, সেখানে ক্ষুব্ধ ভোটাররা তৃণমূলের বদলে আইএসএফ বা কংগ্রেসের দিকে ঝুঁকতে পারেন। এই ভোট ভাগাভাগির অঙ্ক কষেই বিরোধী দলনেতা শুভেন্দু অধিকারী শাসক শিবিরের ভাঙনের বিষয়ে আত্মবিশ্বাসী। যদিও রাজ্যের মন্ত্রী ফিরহাদ হাকিম এই জল্পনা উড়িয়ে দিয়ে দাবি করেছেন, ছোট দলগুলি তলে তলে বিজেপিরই 'বি-টিম' হিসেবে কাজ করছে, কিন্তু নিজেদের স্বার্থরক্ষার তাগিদেই সংখ্যালঘুরা শেষমেশ তৃণমূলের পাশেই দাঁড়াবেন।

মিলছে, খুশি মমতা

প্রথম পাতার পর

আমরা এসব কখনোই করিনি।' তিনি সেন্ট জেভিয়ার্স ইউনিভার্সিটিকে রাজ্যের তরফে জমি দেওয়ার বিষয়টিও তুলে ধরেন।

জ্যোতি আশ্রম নামেও পরিচিত ওই চার্চে এদিন মমতাকে স্বাগত জানানোর অনুষ্ঠানটি ছিল অত্যন্ত রুচিশীল। তার প্রশংসা করেন মমতা নিজেও। তিনি বলেন, 'উদ্বোধনী সংগীত হিসেবে যে গানটি গাওয়া হয়েছে তা এককথায় অপূর্ব। আমি নিজেও গান লিখি। তাই সুর সম্পর্কে বেশ ভালোই ধারণা আছে।'

দুপুরে চার্চ লাগোয়া টিয়াবনের সরকারি হেলিপ্যাডে নামেন মমতা। সেখানে তাঁকে আদিবাসী নৃত্যে বরণ করে নেওয়া হয়। শুরু থেকেই তৃণমূল নেত্রী তাঁর পরিচিত মেজাজে ছিলেন। নিজেই ওই নাচে অংশ নেন। ধামসা বাজাতেও দেখা যায় তাঁকে। তাঁকে স্বাগত জানাতে এসেছিলেন মহুয়া গোপ, খগেশ্বর রায়, জোশেফ মুন্ডা, স্নোমিতা কালান্দি, স্বপন সাহা, উৎপল ভাদুড়ি প্রমুখ। খগেশ্বরকে কয়েক মুহূর্তের জন্য ডেকে নিয়ে কানে কানে কিছু বলতেও দেখা যায় তাঁকে। এরপর চলে আসেন চার্চে। সেখানেও আদিবাসী পরম্পরার মধ্যে দিয়ে তাঁকে বরণ করে নেওয়া হয়।

চার্চের ভেতর আয়োজিত অনুষ্ঠানে রোমান ক্যাথোলিক চার্চ সমূহের জলপাইগুড়ি ধর্মপ্রান্তের (ডাইসি) বিশপ ফোবিয়ান টোপ্পো মাদার টেরিজার প্রসঙ্গ টেনে মমতার কাজকর্মের প্রশংসা করেন। তুলে ধরেন দুয়ারে সরকার সহ রাজ্যের নানা জনকল্যাণকর প্রকল্পের কথাগুলি। তিনি বলেন, 'চা বাগানের বহু শ্রমিক খ্রিস্ট ধর্মাবলম্বী। গুডফ্রাইডে-তে তাঁরা কোনও ছুটি পান না। মুখ্যমন্ত্রীর কাছে অনুরোধ থাকবে ওই ছুটি যাতে বরাদ্দ হয় তা দেখার জন্য।' অনুষ্ঠান বিশপ টোপ্পোকে আসন্ন নির্বাচনে তাঁদের রাজনৈতিক অবস্থান নিয়ে প্রশ্ন করা হলে তিনি বলেন, 'কাকে ভোট দিতে হবে একথা কাউকে নির্দিষ্ট করে বলে দিতে পারি না। এটা যার যার নিজের পছন্দের বিষয়। তবে একথা বলতে পারি, আমরা আমাদের মুখ্যমন্ত্রীর দৃষ্টিভঙ্গিতে খুশি।' চার্চে তাঁর ভাষণে একবারের জন্যই বিজেপির কথা মুখে আনেননি সতর্ক মমতা। তিনি সবাইকে একজোট হয়ে চলার পরামর্শ দেন। বলেন, 'বিভেদ নয়, আসল শক্তি একতাতেই। আমাদের নীতিই হল তাই।' চার্চের অনুষ্ঠানে ফাদার ও মমতার সঙ্গে মঞ্চে ছিলেন নাগরাকাটার তৃণমূল কংগ্রেস প্রার্থী ও ডুয়ার্সের সবচেয়ে পুরোনো চম্পাগুড়ির সেক্রেড হার্ট চার্চের সম্পাদক সঞ্জয় কুজুর ও সেন্ট লুসি চার্চের ফাদার উদয়চন্দ্র এক্কা।

অনুষ্ঠান শেষে চালসার একটি হোটেলে চলে যান মমতা। সেখানে রাতে থেকে বুধবার ময়নাগুড়ির জনসভায় যাবেন তিনি।

বাগিচায় বুলবুলি তুই ফুল শাখাতে দিসনে আজই দোল।। আগ্রার তাজমহলের চারবাগে। মঙ্গলবার। -পিটিআই

বংশী-অর্ঘ্য

প্রথম পাতার পর

বিজেপির রাজ্য সভাপতি শমীক ভট্টাচার্য বলেছেন, 'নিজেদের প্রতিষ্ঠিত জায়গা ছেড়ে, কোনওকিছু না চেয়ে, না পেয়ে ওঁরা বিজেপিতে যোগ দিলেন।' একই সুরে বিরোধী দলনেতার কথা, 'কোচবিহার তথা উত্তরবঙ্গের রাজবংশী সমাজের জন্য বংশীবদন বর্মন সংগ্রাম করেছেন। ২০১৬ সাল থেকে তিনি তৃণমূলকে সমর্থন করতেন। অমিত শা'র সঙ্গে ওঁর কথা হয়েছে। সমাজের উন্নয়নের জন্য উনি কিছু প্রস্তাব দিয়েছেন। যা গ্রহণ করা হয়েছে।' তবে বংশীবদন ভোটে লড়বেন না বলে জানিয়েছেন শুভেন্দু। মুখ্যমন্ত্রীকে কটাক্ষ করে তিনি বলেন, 'মমতা বন্দ্যোপাধ্যায় উত্তরবঙ্গে রয়েছেন। উত্তরবঙ্গের ব্যক্তিত্বদের এই যোগদান ওঁকে উপহার হিসেবে দেওয়া হল।'

কোচবিহারের আরেক গ্রেটার নেতা তথা বিজেপির রাজ্যসভার সাংসদ নগেন রায়ের সঙ্গে তৃণমূলের সখ্য বাড়ার পরই নগেনের বিপক্ষ হিসেবে পরিচিত বংশীবদনের সঙ্গে ঘাসফুলের দূরত্ব বাড়ে। নগেন-ঘনিষ্ঠ হরিহর দাসকে শীতলকুচি কেন্দ্র থেকে প্রার্থী করেছে তৃণমূল। এরপরই রাজনৈতিক মহলে গুঞ্জন শুরু হয় কোচবিহারের কোনও একটি আসনে পালটা বংশীবদন বা তাঁর ঘনিষ্ঠ কাউকে প্রার্থী করতে পারে পদ্ম শিবির। এখনও কোচবিহার দক্ষিণ, নাটাবাড়ি ও সিতাই কেন্দ্রে বিজেপি প্রার্থী ঘোষণা করেনি। এই পরিস্থিতিতে সিতাই কেন্দ্রটি বংশীবদনের জন্য রাখা হয়েছে বলে জল্পনা ছড়িয়েছে। বংশীবদন প্রার্থী হচ্ছেন না বলে বিরোধী দলনেতা জানিয়েছেন। ফলে তাঁর অনুগামী কেউ প্রার্থী হতে পারেন বলে জল্পনা চলছে। এদিন বংশী বলেছেন, 'বিজেপির নীতি আদর্শ দেশরক্ষার ক্ষেত্রে খুব প্রয়োজনীয় বলেই তাদের প্রতি সমর্থন জানালাম।'

জেলার রাজনীতিতে কয়েকবছর ধরে কোণঠাসা হয়ে ছিলেন প্রাক্তন বিধায়ক অর্ঘ্য রায়প্রধান। অর্ঘ্যের দলবদল। বিজেপির পতাকা হাতে নেওয়ার পর অর্ঘ্য বলেছেন, 'দুর্নীতির সঙ্গে সমঝোতা করে একটি দল যেভাবে চলছে তাতে সেখানে মানিয়ে নিতে পারলাম না। তাই বিজেপিতে যোগ দিলাম।' এদিন অর্ঘ্যর সঙ্গে মেখলিগঞ্জ ব্লক তৃণমূল যুব কংগ্রেসের সভাপতি বাপ্পা মণ্ডলও বিজেপিতে যোগ দিয়েছেন। অর্ঘ্য প্রসঙ্গে বিরোধী দলনেতা শুভেন্দু অধিকারী বলেছেন, 'উনি মেখলিগঞ্জে আমাদের প্রার্থী দধিরাম রায়ের পক্ষে কাজ করবেন। কোচবিহার জেলাজুড়েই দলের হয়ে কাজ করবেন তিনি।'

বংশীবদন ও অর্ঘ্যর দলবদল তৃণমূলের পক্ষে কিছুটা হলেও অস্বস্তির কারণ হয়ে দাঁড়াল বলে মনে করছে রাজনৈতিক মহল। যদিও তা মানতে নারাজ দলের জেলার চেয়ারম্যান গিরীন্দ্রনাথ বর্মন। তাঁর কথায়, 'গণতান্ত্রিক দেশে যে কেউ যে কোনও দলে যেতে পারেন। তাতে আমাদের কোনও প্রভাব পড়বে না।'

গ্যাস বুকিংয়ের নিয়ম বদল

নয়াদিল্লি, ২৪ মার্চ : পশ্চিম এশিয়ায় যুদ্ধের দামামা, আর তার আঁচ এবার সরাসরি এসে পড়ল সাধারণ মানুষের হেঁশেলে। নতুন নিয়ম অনুযায়ী, যাঁদের বাড়িতে জোড়া সিলিন্ডার রয়েছে, তাঁরা এখন থেকে ৩৫ দিনের আগে দ্বিতীয় সিলিন্ডার বুক করতে পারবেন না। অর্থাৎ একটি সিলিন্ডার নেওয়ার পর পরবর্তী বুকিংয়ের জন্য অন্তত ৩৫ দিন অপেক্ষা করতে হবে। তবে যাঁদের কাছে একটিমাত্র সিলিন্ডার রয়েছে, তাঁদের জন্য নিয়ম কিছুটা শিথিল রাখা হয়েছে। তাঁরা পুরোনো নিয়ম মেনেই ২৫ দিন অন্তর সিলিন্ডার বুক করার সুযোগ পাবেন।

সবচেয়ে বড় বদল এসেছে উজ্জ্বলা প্রকল্পের গ্রাহকদের ক্ষেত্রে। কেন্দ্রীয় সরকারের এই প্রকল্পের সুবিধাভোগীরা এখন থেকে ৪৫ দিনের ব্যবধানে সিলিন্ডার বুক করতে পারবেন। এই পরিস্থিতি মোকাবিলা করতেই রান্নার গ্যাস বুকিংয়ের নিয়মে বড়সড়ো বদল আনা হল। এতদিন সিলিন্ডার বুকিংয়ের ক্ষেত্রে যে কড়াকড়ি শুধুমাত্র গ্রামীণ এলাকায় কার্যকর ছিল, এবার সেই একই নিয়ম চালু হতে চলেছে শহরাঞ্চলেও। গ্যাস ডিলারদের দাবি, আন্তর্জাতিক বাজারে অস্থিরতা এবং জোগান ব্যাহত হওয়ার আশঙ্কায় উপরমহল থেকে এই নির্দেশিকা এসেছে।

পদত্যাগ মমতার

নিউজ ব্যুরো

২৪ মার্চ : একাধিক দপ্তর ও সংস্থার পদ থেকে পশ্চিমবঙ্গের মুখ্যমন্ত্রী মমতা বন্দ্যোপাধ্যায় ইস্তফা দিলেন। মঙ্গলবার নবান্নের হোম অ্যান্ড হিল অ্যাফেয়ার্স দপ্তরের কোঅর্ডিনেশন ব্রাঞ্চ থেকে জারি করা এক নির্দেশিকায় এমনটা জানানো হয়েছে। তিনি অবিলম্বে কার্যকরীভাবে বিভিন্ন বোর্ড, কমিটি ও সংস্থার চেয়ারপার্সন সহ অন্যান্য পদ থেকে ইস্তফা দিয়েছেন বলে মুখ্যমন্ত্রীর দপ্তর থেকে পাঠানো চিঠিতে জানানো হয়। সংশ্লিষ্ট সমস্ত দপ্তরকে দ্রুত সেই ইস্তফা গ্রহণের প্রক্রিয়া সম্পন্ন করার নির্দেশও দেওয়া হয়েছে।

চিঠিতে বলা হয়েছে, তালিকায় উল্লেখ না থাকা অন্য কোনও সংস্থা বা প্রতিষ্ঠানে মুখ্যমন্ত্রীর থাকা পদগুলির ক্ষেত্রেও একইভাবে পদত্যাগ গ্রহণ করতে হবে। সমস্ত দপ্তরকে বুধবার বেলা ৪টার মধ্যে ই-মেলের মাধ্যমে রিপোর্ট জমা দিতে বলা হয়েছে। ইস্তফা দেওয়া পদগুলির মধ্যে স্টেট ডিজাস্টার ম্যানেজমেন্ট অথরিটি, স্টেট হেলথ মিশন, স্টেট ল্যান্ড ইউজ বোর্ড, স্কিল ডেভেলপমেন্ট মিশন সহ একাধিক গুরুত্বপূর্ণ দপ্তর রয়েছে।

লম্বা 'অজু'হাত

প্রথম পাতার পর

কিন্তু, সেখান থেকে জানানো হয়, রাজ্যকে আবেদন জানাতে হবে। সেটা রাজ্য করেনি। গৌতমবাবু জেনেবুঝে মিথ্যে বলছেন।'

অভিযোগের পালটা দোষারোপ করলেও কাজের খতিয়ান তুলে ধরতে না পারা অস্বস্তির কারণ হয়ে দাঁড়িয়েছে পদ্মপ্রার্থীর কাছে। গত পাঁচ বছরে বিধায়ক হিসেবে তাঁর রিপোর্ট কার্ডে নম্বর যে খুব একটা ভালো নয়, তা তিনি ভালোভাবেই জানেন।

এই অস্বস্তি আরও বাড়িয়েছে ভোটব্যাংক। সিপিএম থেকে বিজেপিতে যোগ দিয়েই শিলিগুড়ি বিধানসভায় '২১-এর নির্বাচনে প্রার্থী হয়েছিলেন শংকর। তাঁর জয়ের ভিত গড়ে দিয়েছিল বামের একটা বড় অংশের ভোট। শিলিগুড়িতে সেবার বাম প্রার্থী ছিলেন অশোক ভট্টাচার্য। যা নিয়ে দলের নতুন প্রজন্মের একাংশের ঘোর আপত্তি ছিল।

এবছর ছবিটা অন্যরকম। শরদিন্দু চক্রবর্তী তুলনামূলক কমবয়সি। রাজনীতিতে শংকরের প্রায় সমসাময়িক। দুজনেই পুরনিগমে বাম বোর্ডের মেয়র পারিষদ ছিলেন। বামেদের যে নতুন প্রজন্ম '২১-এর নির্বাচনে পুরোনো মুখ বদলের দাবি তুলেছিল, তারা এবার শরদিন্দুর সঙ্গে মিছিলে হাঁটছেন। রয়েছেন প্রবীণরাও। ফলে বামের ভোট রামে যাওয়ার সম্ভাবনা এখনও পর্যন্ত কম বলে মনে করেন অশোক।

প্রাক্তন মন্ত্রী তথা প্রাক্তন মেয়র বলছিলেন, 'আমি তখন বলেছি, আমার পরের নেতাই তুমি (শংকর)। কিন্তু এখনই সব চাই, এমন দাবি ছিল তাঁর। আমার সঙ্গে বেইমানি করেছেন।' শংকর তো সেদিন আপনার কাজের প্রশংসা করেছেন, এই প্রশ্নে অশোক হেসে জবাব দিলেন, 'রাজনীতি করতে চাইছেন হয়তো।' এ প্রসঙ্গে বিজেপি প্রার্থীর কটাক্ষ, 'আমি তো ওঁর থেকে অনেক কিছু শিখেছি। তিনি যদি আমার নিন্দা করেন, তবুও আমার ভাবনা বদলাবে না।' বামেদের ভোটব্যাংক অক্ষত থাকলে শরদিন্দু-কাঁটা শংকরের ভোগান্তি আরও বাড়াবে।

কাঁটা রয়েছে দলেও। হাতে চে গেভারার ট্যাটু নিয়ে সিপিএম ছেড়ে বিজেপিতে আসা শংকরকে অনেকেই মেনে নিতে পারেননি। মন্দিরে মন্দিরে গিয়ে পুজো দেওয়া থেকে প্রচারের ফাঁকে গীতা বিলি করে সেই ফাঁক পূরণের চেষ্টা চলছে। পদ্ম শিবিরের অন্দরমহলে কান পাতলে শোনা যায়, এবারও দলের বহু পুরোনো নেতা চাননি, শংকর টিকিট পান। কিন্তু নিজস্ব লবির সৌজন্যে এবং শহরে বিকল্প মুখের অভাবে টিকিটপ্রাপ্তি আটকায়নি শেষ অবধি। তবে, বিরুদ্ধ গোষ্ঠীর নেতাদের রাগ যে ইভিএমে প্রভাব ফেলতে পারে, তা বোঝা কঠিন নয় মোটে।

ইউনিফর্মকে হাতিয়ার

প্রথম পাতার পর

পরে শিক্ষকরা তাকে ধরে ফেলেন। স্কুল কর্তৃপক্ষের হাতে তাকে তুলে দেওয়া হয়। এবারে ফুলবাড়ির পূর্ব ধনতলা হাইস্কুলে দিনকয়েক আগে বহিরাগত তিন পড়ুয়া ক্লাস টেনের ক্লাসরুমে ঢুকে তাদের বান্ধবীদের সঙ্গে কথা বলছিল। প্রথমদিকে শিক্ষকদের সন্দেহ হয়নি। পরে তাঁরা গিয়ে ওই তিন পড়ুয়াকে জিজ্ঞাসাবাদ করায় সব স্পষ্ট হয়। শিক্ষকরা তাদের ধমক দেন। কিন্তু সুযোগ বুঝে তিনজনই সেখান থেকে পালিয়ে যায়। অভিযোগ, সেদিনের পর থেকেই ওই শিক্ষাপ্রতিষ্ঠানে নানা দুষ্কর্ম শুরু হয়েছে। ঠিক কী কী হয়েছে তা ইতিমধ্যেই পাঠক জেনে গিয়েছেন। এই স্কুলের প্রতিটি ক্লাসরুমে সিসি ক্যামেরা রয়েছে। কিন্তু সম্প্রতি বাজ পড়ে এর অনেকগুলি খারাপ হয়েছে। আর তাতেই সমস্যা। কে বা কারা স্কুলে ঢুকে এসব করছে তা চিহ্নিত করা যাচ্ছে না। তবে সূত্রের খবর, স্কুলে ঢুকে পড়া তিন পড়ুয়াই দশম শ্রেণিতে পড়াশোনা করে।

এই স্কুলে ৬৫০ জন ছাত্রছাত্রী রয়েছে। এর আগেও স্কুলে বাইরের পড়ুয়ারা ঢুকেছিল বলে ছাত্রদের একাংশের দাবি। স্কুলে কোনও গ্রুপ-ডি কর্মী না থাকায় সমস্যা হচ্ছে বলে অভিযোগ। ভারপ্রাপ্ত শিক্ষক অর্ণব গঙ্গোপাধ্যায় বলেন, 'বহিরাগতরা প্রাচীর টপকে স্কুলে ঢুকছে। সিসি ক্যামেরা কাজ না করায় আমরা দুষ্কৃতীদের চিহ্নিত করতে পারছি না।' নীল-সাদা রং হওয়ায় আলাদা করে কিছু বোঝা যায় না। শুধু লোগো আলাদা হয়।' অবশ্য এই লোগোই ওই তিন পড়ুয়াকে ধরিয়ে দিয়েছিল।

১১ প্রজাতির নয়া ফড়িং

শিলিগুড়ি, ২৪ মার্চ : সিকিমের প্রাকৃতিক বৈচিত্র্যে যুক্ত হল এক নতুন পালক। জুলজিকাল সার্ভে অফ ইন্ডিয়া (জেডএসআই) এবং সিকিম বিশ্ববিদ্যালয়ের যৌথ গবেষণায় সেই রাজ্যে সন্ধান মিলেছে ১১টি নতুন প্রজাতির গঙ্গাফড়িং (ড্রাগনফ্লাই) ও খুদে ফড়িংয়ের (ড্যামসেলফ্লাই)।

সম্প্রতি আন্তর্জাতিক গবেষণা পত্রিকা 'প্রসিডিংস অফ দ্য ন্যাশনাল অ্যাকাডেমি অফ সায়েন্সেস'-এ এই গুরুত্বপূর্ণ তথ্য প্রকাশিত হয়েছে। গবেষকরা সিকিমের বিভিন্ন উচ্চতায় দীর্ঘদিন ধরে সমীক্ষা চালিয়ে এই নতুন পতঙ্গদের খোঁজ পেয়েছেন। ২০২৪ সালের এপ্রিল থেকে শুরু হওয়া এই গবেষণার মূল লক্ষ্য ছিল, পাহাড়ি জলাভূমি ও বনাঞ্চলে বসবাসকারী পতঙ্গদের জীবনচক্র ও তাদের বসতি সম্পর্কে বিস্তারিত জানা। সমীক্ষায় দেখা গিয়েছে, মঙ্গন, জোরথাং এবং গ্যাংটক এলাকায় এই নতুন প্রজাতির ফড়িংদের বসতি রয়েছে। গবেষকদের মতে, ফড়িং বা ড্রাগনফ্লাই কোনও নির্দিষ্ট অঞ্চলের 'বায়ো-ইন্ডিকেটর' বা পরিবেশের সূচক হিসেবে কাজ করে। দূষণমুক্ত ও স্বাস্থ্যকর পরিবেশে এরা বংশবৃদ্ধি করে। ফলে সিকিমের এই এলাকাগুলোতে নতুন প্রজাতির সন্ধান মেলা পরিবেশের জন্য অত্যন্ত ইতিবাচক এক সংকেত। সিকিম বিশ্ববিদ্যালয়ের প্রাণীবিদ্যা বিভাগের গবেষক নীরা রাওয়াত অধ্যাপক ভোজ কে আচার্যের তত্ত্বাবধানে এই গবেষণাটি সম্পন্ন করেছেন। আচার্য জানালেন, সিকিমের বনাঞ্চল ও জলজ পরিবেশে এখনও নতুন প্রজাতির সন্ধান পাওয়া ভারতের জীববৈচিত্র্যের ভাণ্ডারকে আরও সমৃদ্ধ করল।

বিশ্ব টিবি দিবস

কিশনগঞ্জ, ২৪ মার্চ : মঙ্গলবার কিশনগঞ্জ সদর হাসপাতাল চত্বরে বিশ্ব টিবি দিবস পালিত হয়। জেলা শাসক বিশাল রাজ এদিন জেলার সাতটি গ্রাম পঞ্চায়েতকে টিবি মুক্ত গ্রাম বলে ঘোষণা করেন। পাশাপাশি, এদিন জেলায় ১০০ দিনের টিবির লক্ষণ ও ভয়াবহতা সম্পর্কে সচেতনতা শিবির ও অভিযানের কর্মসূচি শুরু করা হয়েছে। জেলার বিভিন্ন গ্রামে প্রতিদিন এই সচেতনতা শিবিরগুলির আয়োজন করা হবে। জেলা শাসক এই অনুষ্ঠানের উদ্বোধন করে বলেন, 'এই রোগের চিকিৎসা স্বাস্থ্য দপ্তর থেকে বিনামূল্যে করা হয়। এছাড়া সরকারি হাসপাতালে চিকিৎসারত রোগীদের পুষ্টিকর খাবার খাওয়ার জন্য, প্রতিমাসে তাঁদের ব্যাংক অ্যাকাউন্টে ১০০০ টাকা পাঠানো হয়।'

এছাড়া টিবি নির্মূল কর্মসূচিতে ভালো কাজের জন্য ১০০ জন স্বাস্থ্যকর্মীকে প্রশংসাপত্র দেওয়া হয় বলে সিভিল সার্জন ডাঃ রাজকুমার চৌধুরী জানান। তিনি বলেন, 'সদর হাসপাতাল ও জেলার অন্যান্য হাসপাতালে এই রোগের চিকিৎসার জন্য অতি উন্নতমানের পরিকাঠামো রয়েছে।'

উত্তরে এনএসআর!

প্রথম পাতার পর

বরং কেন্দ্রের বিপুল বিনিয়োগ এবং সুসমন্বয়ের ফলে উত্তরবঙ্গ দেশের অন্যতম শ্রেষ্ঠ অর্থনৈতিক করিডরে পরিণত হবে। তবে এই বিশাল কর্মযজ্ঞের ব্লু-প্রিন্ট ঠিক কেমন হবে এবং কীভাবে কেন্দ্র ও রাজ্য একযোগে এই রূপরেখা কার্যকর করতে পারে, তা নিয়ে একটি সুস্পষ্ট দিশা থাকা প্রয়োজন।'

দিল্লি সূত্রের খবর, এনসিআর-এর অনুকরণে এনএসআর-এর জন্য একটি 'ন্যাশনাল স্ট্র্যাটেজিক রিজিওন প্ল্যানিং বোর্ড' গঠন করার প্রস্তাব উঠে এসেছে। সেই বোর্ডে কেন্দ্রীয় স্বরাষ্ট্র, প্রতিরক্ষা, সড়ক ও পরিবহণ এবং অর্থ মন্ত্রকের প্রতিনিধিদের পাশাপাশি রাজ্য সরকারের শীর্ষ আমলা ও স্থানীয় প্রশাসনের কর্তারা থাকবেন। এই যৌথ কাঠামোর মূল সুবিধা হল, এটি রাজ্যের যুক্তরাষ্ট্রীয় পরিকাঠামো বা সীমানায় কোনও আঘাত করবে না, বরং উন্নয়ন ও সুরক্ষার স্বার্থে রাজ্য ও কেন্দ্রের মধ্যে একটি সেতুবন্ধন হিসেবে কাজ করবে।

দিল্লির কূটনৈতিক বিশেষজ্ঞরা মনে করছেন, স্ট্র্যাটেজিক রিজিওনের সবচেয়ে বড় প্রভাব পড়বে অর্থনীতি এবং কর্মসংস্থানে। শিলিগুড়ি ইতিমধ্যেই উত্তর-পূর্ব ভারতের প্রবেশদ্বার। এই অঞ্চলকে যদি বিশেষ ক্ষমতাসম্পন্ন এনএসআর হিসেবে ঘোষণা করা হয়, তবে এখানে বড় মাপের 'ড্রাই পোর্ট' তৈরি করা সম্ভব। নেপাল, ভুটান এবং বাংলাদেশের সঙ্গে আন্তর্জাতিক বাণিজ্যের ক্ষেত্রে শিলিগুড়ি হয়ে উঠবে প্রধান ক্লিয়ারিং এবং লজিস্টিক হাব। এর ফলে পরিবহণ, গুদামজাতকরণ, প্যাকেজিং এবং সাপ্লাই চেনের মতো ক্ষেত্রগুলিতে লক্ষ লক্ষ মানুষের প্রত্যক্ষ ও পরোক্ষ কর্মসংস্থান হবে। পাশাপাশি, এই কাঠামোর অধীনে দার্জিলিং এবং কালিম্পং পাহাড়ের পরিকাঠামোকে বিশ্বমানের করে তোলার জন্য বিশেষ কেন্দ্রীয় তহবিল বরাদ্দ করা সম্ভব। পাহাড়ের ভঙ্গুর বাস্তুতন্ত্র রক্ষা করে সেখানে আন্তর্জাতিক মানের হসপিটালিটি সেক্টর, ওয়েলনেস ট্যুরিজম এবং আইটি পার্ক গড়ে তোলা যেতে পারে। এনএসআর-এর তকমা থাকলে এই অঞ্চলে বিদেশি বিনিয়োগ টানাও অনেক সহজ হবে, কারণ লগ্নিকারীরা তখন জানবেন যে, এই অঞ্চলের নিরাপত্তা এবং পরিকাঠামোগত উন্নয়নের দায়িত্ব স্বয়ং ভারত সরকারের অগ্রাধিকারের তালিকায় রয়েছে। এছাড়া, সামরিক এবং আধাসামরিক বাহিনীর রসদ সরবরাহের জন্য যে বিশাল বাজার রয়েছে, স্থানীয় কৃষিজীবী এবং ক্ষুদ্র ব্যবসায়ীদের সরাসরি সেই সাপ্লাই চেনে যুক্ত করার প্রাতিষ্ঠানিক ব্যবস্থাও এই রিজিওনের পরিকল্পনার মধ্যে রাখা যেতে পারে। এর ফলে ডুয়ার্স এবং তরাইয়ের সাধারণ মানুষের অর্থনৈতিক অবস্থার আমূল পরিবর্তন ঘটবে।

এক উচ্চপদস্থ কেন্দ্রীয় গোয়েন্দাকর্তার বক্তব্য, 'ন্যাশনাল স্ট্র্যাটেজিক রিজিওনের ধারণা কোনওভাবেই আলাদা রাজ্য বা স্বশাসিত অঞ্চলের বিতর্কিত দাবির সঙ্গে যুক্ত নয়। এটি সম্পূর্ণরূপে একটি জাতীয় সুরক্ষা এবং অর্থনৈতিক মাস্টার প্ল্যান। রাজনৈতিক তর্জা দূরে সরিয়ে রেখে জাতীয় স্বার্থে এই মডেলকে গ্রহণ করা কেন্দ্র এবং রাজ্য উভয় সরকারের জন্যই লাভজনক। এনএসআর-এর প্রস্তাবকে আর কালবিলম্ব না করে জাতীয় স্তরে স্বীকৃতি দেওয়া উচিত।'

তপনদিঘিতে ডুবেছে উন্নয়নের আশা

প্রথম পাতার পর

তপন বাজার এলাকায় জল নিষ্কাশনের কোনও নালা নেই। ফাঁকফোকর দিয়ে যে জল যেত দিঘিতে, সেই পথ বন্ধ হয়ে গিয়েছে সীমানা প্রাচীরের জন্য। তাই এই ভরা বসন্তের অকালবৃষ্টিতেই রাস্তায় জল জমে গিয়েছে। এসব সমস্যা নিয়ে সরব হতে দেখা যায়নি বিজেপির বিধায়ক থেকে তৃণমূলের পঞ্চায়েত সমিতির সদস্য, কাউকেই। আবর্জনা জমে জমে ড্রেন বুজে গিয়েছে। নোংরা জলকাদা পেরিয়ে যেতে যেতে টোটোচালক বাবুন বর্মনের হেঁয়ালি, 'ছোটবেলায় জমা জলে কাগজের নৌকা ভাসাতাম। এখন বৃষ্টি হলে সেই আনন্দ পাই তপনের রাস্তায় টোটো চালিয়ে।'

বাবুনের কটাক্ষ অবশ্য এখন আর জনপ্রতিনিধিদের গায়ে লাগে না, তবে জলে ভরা রাস্তায় বাস গেলে নোংরা জলকাদা বিলক্ষণ ছেটে সাধারণের গায়ে। সেই ভয়ে পথচলতি মানুষজন লাফ দিয়ে ঢুকে পড়েন দোকানে।

আর কাদার সঙ্গে ছিটকে ছিটকে ওঠে অসন্তোষ। 'উন্নয়ন শব্দটার দেখা মেলে না তপনের বেলায়। তপনের বিধায়ক এলাকার মানুষের খোঁজ নিয়েছেন কতদিন?' বলছিলেন সত্তরোর্ধ্ব শিল্পী ষষ্ঠীদাস বাউল। তাঁর স্বগতোক্তি, 'জানেন তো আগের মতো রাজনীতিতে পরোপকারী মানুষ এখন আর নেই।' এলাকায় নাকি দেখা যায় না বিজেপির বিধায়ক বুধরাই টুডুকে। তবে এমনটা হওয়ার কথা ছিল না। ২০১১ সালের ঝড়ে লালদুর্গ ভেঙে তৃণমূলের টিকিটে বাচ্চু হাঁসদা জিতেছিলেন তপনে। ২০১৬ সালেও জেতেন। সেবার মেয়াদ শেষের আগেই বাচ্চু আর বিপ্লব মিত্রের বিরোধ চরমে ওঠে। ২০২১ সালে বাচ্চু তৃণমূল ছেড়ে বিজেপিতে যান। টিকিট পান বুধরাই। পেশায় শিক্ষক বুধরাইয়ের নেতা হতে বেশি সময় লাগেনি। তৃণমূলের কল্পনা কিসকুকে গত বিধানসভা ভোটে হারান। উলটোদিকে বাচ্চু ধীরে ধীরে রাজনীতি থেকে নিজেকে সরিয়ে নেন।

তপনের চৌরিঙ্গি থেকে খানিকটা সরে এলে, করদহ যাওয়ার রাস্তায় থাকা তপন গ্রামীণ হাসপাতাল নাকি আসলে 'রেফার সেন্টার'। স্থানীয় বাসিন্দা শুভম থান্ডারের বক্তব্য, 'হাসপাতাল এলাকায় কিছুক্ষণ থাকলে মশার কামড়ে সুস্থ লোকও অসুস্থ হয়ে যেতে পারে।' হাসপাতালের সামনেই পথের সাথী আর তার ডান পাশে কিষান মান্ডির বড় বড় ইমারত। মুদিখানার দোকানদার বিজন মহন্তর মনে আছে, একবার ওই পথের সাথীর বিল্ডিংয়ে সবুজ সাথীর সাইকেল বিলি করা হয়েছিল। 'আর ওই যে কিষান মান্ডি দেখছেন, সেখানে দোকান দিলে পেটে গামছা বাইন্ধে ঘুমাতে হবে। কোটি কোটি টাকার কাজ হয়েছে, এটা ঠিক। কিন্তু মানুষের কাজে লাগল না', বলছিলেন বিজন।

তপনের রাজনীতির স্থির জলে ঢিল পড়েছিল বছরখানেক আগেকার দণ্ডি কাণ্ডে। খোদ অভিষেক বন্দ্যোপাধ্যায়কে হস্তক্ষেপ করতে হয়েছিল পরিস্থিতি সামলাতে। হবে না-ই বা কেন? কেউ মুখে না বললেও সকলেই জানেন, তপন বিধানসভায় জেতাহারা নির্ভর করে আদিবাসী সম্প্রদায়ের ভোটের উপর। রামপুর গ্রামের লুৎফর মিয়াঁ ভোটবিধি মেনে নিজের বন্দুক জমা দিতে তপনে এসেছিলেন। বললেন, 'বিজেপি বিধায়ক কী কাজ করেছেন তা জানি না। উন্নয়ন, প্রার্থী কেমন, এসব দেখে তপনে ভোট হয় না। একটা সম্প্রদায়ের ভোটের ওপরই সব নির্ভর করে।' আর তাই তৃণমূলের প্রার্থী নির্বাচন নিয়ে আদিবাসী দলীয় কর্মীদের মধ্যে শুরু হয়েছে আলোচনা। সুজিত সোরেন তো বলেই দিলেন, 'তপন আর বালুরঘাট ব্লক মিলিয়ে সাঁওতাল সম্প্রদায়ের মানুষের সংখ্যা বেশি। সেখানে তৃণমূল সাঁওতাল প্রার্থী দেয়নি। লোকের কাছে এর জবাবদিহি করতে হয় আমাদের মতো নীচুতলার তৃণমূল কর্মীদের।'

গতবার হেরে যাওয়া কল্পনাকে এবার টিকিট দেয়নি তৃণমূল। টিকিট পেয়েছেন দক্ষিণ দিনাজপুর জেলা পরিষদের সভাধিপতি চিন্তামণি বিহা। চিন্তামণির ভরসা সে-ই বিপ্লব, যে বিপ্লবের কলকাঠিতে তপন একসময় হাতছাড়া হয়েছিল তৃণমূলের। তৃণমূল কর্মীদের একাংশই বলছেন, দশ বছরের তৃণমূলের বিধায়ক বাচ্চুকে যারা ডুবিয়েছিল, তারাই এবার চিন্তামণির ভোটের দায়িত্বে। এটাই বিজেপি প্রার্থীর প্লাস পয়েন্ট হয়ে দাঁড়াবে না তো? আবার এলাকায় সামান্য কোনও কাজ হলেও শিলান্যাসে, সূচনায় ছুটে যান বিপ্লব। এলাকায় তাঁর 'ফেস ভ্যালু' রয়েছে, এটাও ঠিক।

তপন বিধানসভার ভৌগোলিক চিত্রটা বেশ গোলমেলে। বিডিও অফিস এলাকাটাই তো গঙ্গারামপুর বিধানসভায়। তপন ব্লকের ৫টি পঞ্চায়েত, বালুরঘাট ব্লকের ৮টি পঞ্চায়েত ও বালুরঘাট পুরসভার ৩টি ওয়ার্ড নিয়ে গঠিত তপন বিধানসভা এলাকা। এখানে আবার ৩০ কিমি দীর্ঘ বাংলাদেশ সীমান্তও রয়েছে। সেই সীমান্ত লাগোয়া ভারিলা গ্রামের বাসিন্দা সুভাষ বর্মন বললেন লাখ কথার এক কথা, 'লড়াই হবে হাড্ডাহাড্ডি। কেউ কি ক্ষমতা ছাইড়তে চায়?'

কিডনি বিক্রি থামে না

প্রথম পাতার পর

তাই মেয়ের বিয়ের যৌতুকের টাকা জোগাড় করতে স্ত্রী সিঙ্গাপুরে গিয়ে কিডনি বিক্রি করেছেন।' ঘটনাটি সংশ্লিষ্ট গ্রাম সংসদের তৃণমূলের পঞ্চায়েত সদস্যা টুলটুলি জালির আগে জানা ছিল না। পরে জানার পর তিনি সেভাবে কোনও মন্তব্য করেননি। কী কারণে পরিস্থিতির উন্নতি হয় না বলে প্রশ্ন করা হলে নিশ্চুপ থেকেছেন। বিন্দোল গ্রাম পঞ্চায়েতের প্রধান জিন্নাতুন খাতুনও সেভাবে কিছু বলতে পারেননি।

অন্যান্য জায়গার মতো এই গ্রামেও ভোট আসে। লাল, নীল, গেরুয়া শিবিরের নেতারা ভোট চাইতে আসেন। প্রতিশ্রুতি দেন। তার বেশিরভাগই বাস্তবায়িত হয় না। আদৌ কোনওদিন বাস্তবায়িত হবে কি না তাও তাঁদের জানা নেই।

ছোট্ট তারা

মাটিগাড়া সেন্ট জোশেফ হাইস্কুলের ছাত্রী ঊষসী চম্পটি নাচ ও আঁকায় পারদর্শী। ইউকেজির এই খুদে পড়ুয়ার আগ্রহ দেখে খুশি শিক্ষকরা।

বেহাল রাস্তায় জল জমে বিপদ

নাগরিক সমস্যা

প্রিয়দর্শিনী বিশ্বাস

শিলিগুড়ি, ২৪ মার্চ : এলাকা হিসেবে ভানুনগর, ইসকন মন্দির রোড এবং ডন বসকো রোড শিলিগুড়ি শহরে খুবই গুরুত্বপূর্ণ। কিন্তু রাস্তাগুলি ভেঙেচুরে বাসিন্দাদের ভোগান্তির একশেষ। সমস্যা মেটাতে বাসিন্দারা বহুবার সরব হলেও আজও দুর্ভোগ মেটেনি। আদৌ কোনওদিন মিটবে কি না তা নিয়ে বাসিন্দাদের মনে বেশ সন্দেহ। ইদানীং বৃষ্টিতে জল জমে রাস্তাগুলি মারণফাঁদে পরিণত হয়েছে। শিলিগুড়ি পুরনিগমের ডেপুটি মেয়র রঞ্জন সরকারের অবশ্য আশ্বাস, 'রাস্তাগুলির কাজের জন্য ওয়ার্ক অর্ডার পাশ হয়ে গিয়েছে। বৃষ্টির জন্য হয়তো কাজ আটকে রয়েছে। তবে শীঘ্রই কাজ শুরু হবে।'

সামান্য বৃষ্টিতেই ৪৩ নম্বর ওয়ার্ডের ভানুনগর এলাকার পাকা রাস্তা যেন হেলায় কাঁচা হয়ে যায়। সেবক রোড থেকে আপার ভানুনগরের দিকে বাঁক নিলেই এই রাস্তাটি নজরে আসবে। বছরের পর বছর ধরে রাস্তার পিচ উঠে গিয়েছে। এখন রাস্তাজুড়ে শুধুই পাথর আর কাদা। আর অবশ্যই গর্ত।

বাইক, টোটো বা চার চাকা- যে কোনও বাহনে গেলেই প্রবল ঝাঁকুনিতে শরীরে ব্যথা নিশ্চিত। এই এলাকায় একাধিক বেসরকারি স্কুল রয়েছে। বেহাল রাস্তার কারণে অভিভাবকরা পড়ুয়াদের গাড়িতে করে পাঠাতে ভয় পান। রাস্তার একপাশে টোটো নিয়ে দাঁড়িয়ে থাকা শ্রবণ শা বলছিলেন, 'এই রাস্তা দিয়ে খুবই সতর্কভাবে টোটো চালাতে হয়। মঙ্গলবার সকালেও একটি টোটো উলটে যায়।' যাত্রী না থাকায় অবশ্য কোনও অঘটন ঘটেনি।

আপার ও লোয়ার ভানুনগরজুড়েই রাস্তার এই বেহাল দশা। স্থানীয় বাসিন্দা রঞ্জিত কর্মকার বলছিলেন, 'বহু বছর ধরেই রাস্তার এই সমস্যা। রাস্তার যেখানে যেখানে পিচ উঠে যায় সেখানে ঠিকমতো মেরামত করা হয় না, শুধু বেডমিশালি ফেলে সমান করে দেওয়া হয়।

রাস্তা সংস্কারের দাবিতে স্থানীয়রা এর আগে পথ অবরোধে শামিল হয়েছিলেন, তবে তাতে কোনও লাভই হয়নি।' যদিও স্থানীয় বাসিন্দা রাজন প্রধান অবশ্য বলেন, 'রাস্তা সংস্কার করা হবে বলে জানিয়ে এসজেডিএ'র তরফে একটি বোর্ড লাগানো হয়েছে।'

ইসকন মন্দির রোডের অবস্থাও বহু বছর ধরে খারাপ। ব্যবসায়ী অরুণ দে বলছিলেন, 'রাস্তার গর্তে জল জমে থাকে। রাতের দিকে বোঝা যায় না। মাঝেমধ্যেই গর্তে গাড়ি পড়ে গিয়ে দুর্ঘটনা ঘটছে।' সেবক রোড ও ইস্টার্ন বাইপাস সংযোগকারী এই রাস্তাটি অত্যন্ত গুরুত্বপূর্ণ। দিনেরবেলাতেও প্রচুর গাড়ি ও স্কুলবাস এই রাস্তা দিয়ে চলাচল করে। অতীতেও এই রাস্তায় অনেক দুর্ঘটনা ঘটেছে।

ডন বসকো রোডেও সমস্যা রয়েছে। মঙ্গলবার সকালে এই রাস্তায় পণ্যবোঝাই একটি ভ্যান উলটে যায়। ব্যবসায়ী করণ ভদ্রের মতো অনেকেই এতে সরব হয়েছেন।

শহরের বিভিন্ন রাস্তায় ভূগর্ভস্থ তার বসানোর জন্য খোঁড়াখুঁড়ি করা হলেও পরে সেই রাস্তাগুলি আর সংস্কার করা হয়নি। শক্তিগড় বিদ্যাপীঠ থেকে পিডব্লিউডি মোড় এবং ২০ নম্বর ওয়ার্ড থেকে ২৩ নম্বর ওয়ার্ড সংযোগকারী ফুলেশ্বরী সেতু সংলগ্ন এলাকার রাস্তাও এভাবেই বেহাল হয়ে রয়েছে। বৃষ্টির জল জমে সেই সমস্যা আরও বাড়ছে।

(ওপর থেকে) ইসকন মন্দির রোড, ডন বসকো রোড ও ভানুনগরের ভাঙা রাস্তায় জমেছে জল। মঙ্গলবার।

রুটমার্চে জেলা শাসক ও পুলিশ সুপার

ইসলামপুর, ২৪ মার্চ : মঙ্গলবার ইসলামপুর শহরের বিভিন্ন এলাকায় কেন্দ্রীয় বাহিনী নিয়ে রুটমার্চ করেন উত্তর দিনাজপুরের জেলা শাসক বিবেক কুমার ও ইসলামপুরের পুলিশ সুপার রাকেশ সিং। রুটমার্চে ইসলামপুরের মহকুমা শাসক অঙ্কিতা আগরওয়ালও অংশ নিয়েছেন। এদিন শহরের নিউটাউন রোড থেকে বাস টার্মিনাস হয়ে থানা পর্যন্ত রুটমার্চ করেন তাঁরা। শহর লাগোয়া বিহার সীমান্তের নাকা চেকিং পয়েন্টেও পৌঁছান জেলা শাসক ও পুলিশ সুপার। সেখানে কর্তব্যরত কর্মী, আধিকারিকদের যানবাহনে তল্লাশি বাড়ানোর নির্দেশ দেন দুজনেই। অন্যদিকে, রুটমার্চ চলাকালীন পথচলতি সাধারণ মানুষ সহ ফুটপাথে ব্যবসা করা ছোট ব্যবসায়ীদের সঙ্গেও জেলা শাসক কথা বলেন। ভোট দিতে সাধারণ মানুষকে উৎসাহিত করার পাশাপাশি কারও কোনও সমস্যা রয়েছে কি না, এসবেরও খোঁজ নিয়েছেন পুলিশ ও প্রশাসনের শীর্ষকর্তারা। রুটমার্চ শেষে তাঁরা শহরের শান্তিনগর এলাকায় বাংলা-বিহার সীমানাবর্তী পুলিশের নাকা চেকিংয়ে পরিদর্শনে যান।

রুটমার্চ শেষে জেলা শাসক বলেন, 'বৈঠক ও রুটমার্চের পর সাধারণ মানুষ ভোটের আবহে ভয় বা প্রলোভনের শিকার হয়ে আছেন কি না, তা নিয়েও তাঁদের সঙ্গে কথা বলেছি। তাঁরা আমাদের আশ্বস্ত করেছেন। আমজনতাকে বলব নির্ভয়ে ভোট দিন।' জেলা শাসকের আরও সংযোজন, 'বিহার-বাংলা সীমানায় থাকা নাকা চেকিংয়ে যানবাহনের তল্লাশি বাড়ানোর নির্দেশ দিয়েছি।'

উল্লেখ্য, পুলিশ ও প্রশাসনের শীর্ষকর্তাদের একযোগে রুটমার্চে নেতৃত্ব দেওয়া সাধারণ মানুষের মধ্যে চর্চার বিষয় হয়ে উঠেছে। অনেকেই বলছেন, ভয়মুক্ত ভোট করাতে পুলিশ প্রশাসনের এই জাতীয় সক্রিয়তা যথেষ্ট তাৎপর্যপূর্ণ। গ্রামাঞ্চলেও এই ধরনের রুটমার্চ নিয়মিত হলে সাধারণ মানুষ নির্ভয়ে ভোট দিতে পারবেন।

ঘটনায় লাগছে রাজনীতির রং

কিশোরীর মৃত্যুতে উত্তাল শহর

শমিদীপ দত্ত

শিলিগুড়ি, ২৪ মার্চ : প্রেমে বাধা পেয়ে কিশোরীর 'আত্মঘাতী' হওয়ার পর পেরিয়ে গিয়েছে চব্বিশ ঘণ্টা। অভিযুক্ত এখনও ফেরার। সোমবার অভিযুক্তের মাকে পুলিশ গ্রেপ্তার করেছে। মঙ্গলবার পুলিশ অভিযুক্তের স্ত্রীকে আটক করেছে। স্ত্রীকে জিজ্ঞাসাবাদ করে অভিযুক্তর খোঁজ পাওয়ার চেষ্টা চলছে। অভিযুক্ত বিহারে পালিয়ে গিয়েছেন বলে পুলিশ সূত্রে জানা গিয়েছে। পুলিশ কমিশনার সৈয়দ ওয়াকার রাজা বলেন, 'অভিযুক্তকে দ্রুত গ্রেপ্তার করার চেষ্টা করা হচ্ছে।'

এই ঘটনায় রাজনীতির রং লাগা শুরু হয়েছে। অভিযুক্তকে গ্রেপ্তারের দাবিতে মঙ্গলবার দুপুর থেকে জংশন এলাকায় আম্বেদকর মূর্তির পাদদেশে অবস্থান বিক্ষোভে বসেন শিলিগুড়ি কেন্দ্রের বিজেপির প্রার্থী শংকর ঘোষ। তিনি বলেন, 'অভিযুক্ত গ্রেপ্তার না হওয়া পর্যন্ত আমি নির্বাচনি প্রচারের কর্মসূচি বন্ধ রাখব। আজ সারাদিন অবস্থানে বসব। এরপরেও অভিযুক্ত গ্রেপ্তার না হলে আন্দোলনের তীব্রতা বাড়বে।' তিনি যোগ করেন, 'শহরে একের পর এক এই ধরনের ঘটনা ঘটছে। প্রশাসনের প্রশ্রয়ে অভিযুক্তরা পার পেয়ে যাচ্ছে।'

এদিন মৃতার পরিবারের সঙ্গে দেখা করতে যান দার্জিলিংয়ের বিজেপি সাংসদ রাজু বিস্ট। তিনি বলেন, 'ওই গৃহশিক্ষকের বিরুদ্ধে এর আগেও এই ধরনের ঘটনা ঘটানোর অভিযোগ আছে। তা সত্ত্বেও পুলিশ কেন ব্যবস্থা নিল না?' প্রধাননগর থানার এক পুলিশকর্তাকে তিনি দ্রুত অভিযুক্তকে গ্রেপ্তার করতে বলেন।

মহকুমা শাসকের অফিসের সামনে বিক্ষোভ।

এদিন ওই কিশোরীর পরিবারের সঙ্গে দেখা করেন শিলিগুড়ির মেয়র গৌতম দেব। তিনি বলেন, 'অভিযুক্তকে দ্রুত পাকড়াও করতে হবে। আইন মোতাবেক কড়া ব্যবস্থা নিতে হবে। আমরা পরিবারের পাশে আছি।' শংকরের প্রচার না করার সিদ্ধান্তের প্রসঙ্গে তিনি বলেন, 'আমি এব্যাপারে একটাও রাজনৈতিক কথা বলব না। মানবিকতা আগে, মানুষ আগে। কে কোথায় কী করছে, তাতে কী রাজনীতি আছে, সে বিষয়ে মন্তব্য করব না।' গৌতম গাড়িতে ওঠার সময় এলাকাবাসী সহ মৃতার পরিবারের এক সদস্য এগিয়ে আসেন। কিশোরীর পরিবারের ওই সদস্য গৌতমকে বলেন, 'আপনি আমাদের অনুমতি দিন। বুলডোজার লাগবে না। আমরা অভিযুক্তর বাড়ি গুঁড়িয়ে দেব।' গৌতম কিশোরীর ওই আত্মীয়কে বলেন, 'তদন্ত চলছে। যা করার তাই করা হবে। আপনারা আমাকে চেনেন। আমি বলছি, আপনারা যা চাইছেন, সেই শাস্তিই হবে।'

রাজু এবং গৌতম দুজনেই এদিন ঘটনাস্থল থেকে ফোনে পুলিশ কমিশনারের সঙ্গে কথা বলেন। কিশোরীর বাড়ির সামনে থেকে এদিন বিশ্ব হিন্দু পরিষদ ও বজরং দলের নেতৃত্বে প্রতিবাদ মিছিল করা হয়। মৃতার পরিবারের সদস্যরাও এই মিছিলে অংশ নেন। ওই মিছিল অভিযুক্তের বাড়িতে ঢুকতে গেলে উত্তেজনার সৃষ্টি হয়। পুলিশ ও আধাসেনার উপস্থিতিতে মিছিলকে গুরুংবস্তি মোড়ের দিকে ঘোরানোর পর মহকুমা শাসক অফিস পর্যন্ত দফায় দফায় পথ অবরোধ করা হয়।

লিফটে মহড়া

শিলিগুড়ি, ২৪ মার্চ : আরজি কর মেডিকেল কলেজ ও হাসপাতালে লিফট বিপর্যয়ের জেরে শিলিগুড়ি জেলা হাসপাতালে সতর্কতামূলক ব্যবস্থা নেওয়া হল। মঙ্গলবার হাসপাতালের বহির্বিভাগ এবং জরুরি বিভাগের লিফটে মহড়া দেওয়া হয়। পূর্ত দপ্তরের (ইলেক্ট্রিক্যাল) উদ্যোগে এই মক ড্রিল হয়েছে। হাসপাতাল কর্তৃপক্ষের পাশাপাশি লিফটম্যান, নিরাপত্তাকর্মীরাও উপস্থিত ছিলেন। আচমকা মাঝপথে লিফট আটকে গেলে কীভাবে সেখান থেকে সাহায্য চাইতে হবে, উদ্বিগ্ন না হয়ে কী করণীয়, সে সবই দেখানো হয়। হাসপাতাল সুপার ডাঃ চন্দন ঘোষ জানিয়েছেন, সতর্কতামূলক ব্যবস্থা হিসাবে এই উদ্যোগ নেওয়া হয়।

সচিব বদল

শিলিগুড়ি, ২৪ মার্চ : ভোটের মুখে বদলি হলেন শিলিগুড়ি পুরনিগমের সচিব অনাবিল দত্ত। নির্বাচন কমিশনের নির্দেশমতো মঙ্গলবার রাজ্যের আরও বেশকিছু আমলার বদলির নির্দেশিকা জারি হয়েছে। অনাবিলকে মুর্শিদাবাদের অতিরিক্ত জেলা শাসক হিসেবে নিয়োগ করা হয়েছে। পুরনিগমের সচিব পদে এদিন কাউকে দায়িত্ব দেওয়া হয়নি।

প্রচারে কর্মসংস্থান, নারী সুরক্ষা

শিলিগুড়ি, ২৪ মার্চ : রান্নার গ্যাস সহ নিত্যপ্রয়োজনীয় জিনিসের মূল্যবৃদ্ধিতে মহিলাদের ক্ষোভকে ভোটব্যাংকে রূপান্তর করার কৌশল গ্রহণ করেছে বামেরা। তাই মঙ্গলবার সারা ভারত গণতান্ত্রিক মহিলা সমিতির সদস্যদের নিয়ে নির্বাচনি প্রচার সারেন শিলিগুড়ি বিধানসভা এলাকার প্রার্থী শরদিন্দু চক্রবর্তী। এদিন সিপিএমের জেলা দপ্তর অনিল বিশ্বাস ভবনে মহিলা সমিতির সদস্যদের সঙ্গে বৈঠক করেন তিনি। বৈঠকে ১ থেকে ৪ নম্বর লোকাল কমিটির মহিলারা উপস্থিত ছিলেন।

প্রার্থী শরদিন্দু বলেন, 'মহিলাদের অধিকার, নিরাপত্তা, কর্মসংস্থানই আমাদের প্রধান লক্ষ্য। রাজনৈতিক ভেদাভেদ না রেখে মহিলাদের উন্নতির জন্য কী কী করা যাবে সেবিষয়ে মহিলাদের পরামর্শ নিয়ে কাজ করব।'

তৃণমূল ও বিজেপির বিরুদ্ধে মহিলা বাহিনী গড়ে তুলতে কী স্ট্র্যাটেজি নেওয়া হবে সেবিষয়ে প্রশ্ন করলে বৈঠকে উপস্থিত ১৯ নম্বর ওয়ার্ডের কাউন্সিলার মৌসুমি হাজরা বলেন, 'বৈঠকে মহিলাদের আরও সক্রিয় হয়ে প্রচার করার কথা জানানো হয়েছে।'

বৈঠকের পর নারী নিরাপত্তা, স্বনির্ভরতার স্লোগান তুলে এদিন প্রচার মিছিল করেন তাঁরা। অনিল বিশ্বাস ভবনের সামনে থেকে শুরু করে হাসমি চক, বিধান রোড হয়ে মিছিল শেষ হয়। প্রায় একশোজন এই পদযাত্রায় যোগ দেন।

মহিলা সমিতির দার্জিলিং জেলার যুগ্ম সম্পাদক তানিয়া দে এদিনের বৈঠক ও মিছিলে উপস্থিত ছিলেন। তিনি বলেন, 'প্রায়শই নারী নির্যাতনের ঘটনা শহরে শোনা যাচ্ছে। মহিলাদের নিরাপত্তা কোথায়? আমরা বাড়ি বাড়ি গিয়ে মহিলাদের সঙ্গে কথা বলব। সবাই মিলে একত্রিত হয়ে লড়াই করলে শিলিগুড়ি শহরে এই ধরনের ঘটনা বন্ধ করা সম্ভব।'

বিজেপির মঞ্চে তৃণমূলের নেত্রী

শিলিগুড়ি, ২৪ মার্চ : বিজেপির মঞ্চে তৃণমূল কংগ্রেসের নেত্রী সোমা দাস। মঙ্গলবার শিলিগুড়িতে বিজেপির একটি প্রতিবাদ কর্মসূচিতে বিধায়ক শংকর ঘোষের পাশেই ওই নেত্রীকে বসে থাকতে দেখা গিয়েছে। যা দেখে অনেকেই ভুরু কুঁচকেছেন।

সোমা বলেছেন, 'পার্টি যোগ্য সম্মান দেয়নি। তাই গত চার বছর ধরে কার্যত ঘরে বসেছিলাম। শেষে মনে হল বিজেপিটাই করা উচিত। তাই ভাইয়ের মতো শংকরকে জেতাতে ময়দানে নেমে পড়েছি।' শংকরও বলেছেন, 'সোমাদি বহুদিনের পরিচিত। আমার পাশে দাঁড়ানোয় ভালো লাগছে।' তৃণমূল কংগ্রেসের দার্জিলিং জেলা চেয়ারম্যান সঞ্জয় টিব্রুয়াল বলেন, 'আমার বিষয়টি জানা নেই। খোঁজ নেব।'

তৃণমূলের প্রথম দিন থেকেই পার্টির সঙ্গে ছিলেন পুরনিগমের ৪ নম্বর ওয়ার্ডের বাসিন্দা সোমা। তিনি টানা ১৪ বছর পার্টির ওয়ার্ড সভাপতির দায়িত্ব সামলেছেন। পাশাপাশি জেলা কমিটির সদস্য, দলের মহিলা শাখার জেলার সহ সভাপতির পদেও তাঁকে দেখা গিয়েছে। ২০১৫ সালে তিনি ওয়ার্ড থেকে দলের প্রার্থীও হয়েছিলেন। কিন্তু গত চার বছর ধরে তিনি এবং তাঁর গোষ্ঠীর নেতা-নেত্রীরা পুরোপুরি নিজেদের গুটিয়ে নিয়েছিলেন। এর মূলেই ছিল ২০২২ সালের পুরনিগমের নির্বাচন। ওয়ার্ড থেকে কে প্রার্থী হবেন তা নিয়েই বিরোধের সূত্রপাত। ওয়ার্ডের দীর্ঘদিনের নেতা-নেত্রীদের থেকে প্রার্থী না করে সিপিএম ছেড়ে আসা নেতা পরিমল মিত্রকে প্রার্থী করায় তিনি ক্ষুণ্ণ হন। জেলা নেতৃত্বকে চিঠি দিয়ে প্রার্থী নিয়ে অভিযোগও করেন। কিন্তু জেলা নেতৃত্ব তাঁর বক্তব্যে গুরুত্ব দেয়নি বলে অভিযোগ।

এবারের বিধানসভা ভোটে প্রার্থী ঘোষণা হওয়ার পরেই শংকর সোমার সঙ্গে যোগাযোগ করে তাঁকে কাজ করার আবেদন করেছিলেন। শংকরের ফোনের পরেই সোমা তাঁর অনুগামীদের সঙ্গে দফায় দফায় বৈঠক করেন। সেখানেই সিদ্ধান্ত হয় যে এবারের ভোটে তাঁরা বিজেপি প্রার্থীর হয়ে কাজ করবেন। এর পরেই মঙ্গলবার শংকরের পাশে সোমাকে দেখা যায়। এদিন বিজেপির একটি প্রতিবাদ সভায় তাঁকে দেখা গিয়েছে। বুধবার থেকে বিজেপির ঝান্ডা হাতে তিনি শহরের বিভিন্ন এলাকায় প্রচার করবেন।

মা এল ঘরে

শিলিগুড়িতে কুমোরটুলি থেকে মণ্ডপের পথে বাসন্তী প্রতিমা। ইসলামপুরে দেবীদর্শন। মঙ্গলবার। ছবি দুটি তুলেছেন সূত্রধর ও রাজু দাস।

ভোটের হাওয়ায় গেরুয়া পতাকা উড়ছে শহরজুড়ে

নীতেশ বর্মন

শিলিগুড়ি, ২৪ মার্চ : হিলকার্ট রোডে ছোট ছোট পতাকা দড়িতে বেঁধে ঝোলানো হয়েছে এপাশ থেকে ওপাশে। রাস্তার মাঝে ডিভাইডারে সারি সারি লাগানো বড় পতাকা। হাসমি চকে দুটো মাইকে সকাল থেকে বেজে চলেছে ভজন। প্রায় একই ছবি শহরের অন্য মূল রাস্তার পাশাপাশি অলিগলিগুলোর। রামের ছবি দেওয়া পোস্টার সাঁটানো হয়েছে পাড়ায় পাড়ায়। কয়েকটি মোড়ে সাউন্ড বক্সে ক্রমাগত উঠছে রামের নামে জয়ধ্বনি।

উৎসবের মেজাজে শহরবাসী। ২৭ মার্চ রামনবমী। তার এতদিন আগে থেকে শিলিগুড়ির এমন রূপ আগে কখনও দেখা গিয়েছিল কবে কিংবা আদৌ দেখা গিয়েছিল কি না, মনে করতে পারছেন না কেউই। তবে কি ভোটের হাওয়া পালে লেগেছে? সেজন্যই এত তোড়জোড়?

বিশ্ব হিন্দু পরিষদের উত্তরবঙ্গের সম্পাদক লক্ষ্মণ বনসল অবশ্য বলছেন, 'রামনবমী নিয়ে শহরের মানুষের আবেগ রয়েছে। তাই অনেকে নিজেদের উদ্যোগে গেরুয়া পতাকা, ছবি, পোস্টার লাগাচ্ছেন। শোভাযাত্রাতেও হাঁটবেন।'

রামনবমী মহোৎসব সমিতির দাবি, এই উৎসবের সঙ্গে রাজনীতির কোনও যোগ নেই। তাদের শোভাযাত্রায় কোনও রামভক্তের পা মেলানোয় বাধা নেই। সেই ব্যক্তি তৃণমূল কংগ্রেসের সদস্য হোন কিংবা বিজেপি বা বামের। উদ্যোক্তাদের সাফ কথা, হিন্দু দেবতার শোভাযাত্রায় যে কোনও হিন্দু থাকতে পারেন। সমিতির তরফে ইতিমধ্যে ৭২টি ধর্মীয় স্থানে কীর্তন, রামভজন শুরু হয়েছে। ৩৫টিরও বেশি সংগঠন নানাভাবে সাহায্যের হাত বাড়িয়ে দিয়েছে। যদিও, শেষপর্যন্ত রামনবমীকে সম্পূর্ণ রাজনীতিমুক্ত রাখা যাবে কি না, তা নিশ্চিতভাবে বলতে পারছেন না সমিতির কর্তারা।

রামনবমীর আগে গেরুয়া পতাকায় সেজে উঠেছে হিলকার্ট রোড। মঙ্গলবার শিলিগুড়িতে। ছবি : সূত্রধর

এদিকে, কে কত বড় রামভক্ত সেটা প্রমাণ করতে উঠেপড়ে লেগেছেন বিধানসভা ভোটের প্রার্থীরা।

তৃণমূল কংগ্রেস প্রার্থী গৌতম দেব নিজস্ব উদ্যোগে আলাদা শোভাযাত্রা করবেন না বলে জানালেন এদিনও। তবে তিনি সেদিন পথে থাকবেন। তৃণমূল কংগ্রেসের তরফে শুভেচ্ছা জানিয়ে ছোট ছোট ব্যানার বিভিন্ন জায়গায় টাঙানোর কথা রয়েছে। বেশ কিছু জায়গায় জল আর খিচুড়ি খাওয়ানোর ব্যবস্থা করছে জোড়াফুল শিবির। গৌতম সেখানেও যাবেন। তাছাড়া তাঁকে কয়েকটি কমিটি আমন্ত্রণ জানিয়েছে বলে দাবি করলেন। গৌতমের বক্তব্য, 'প্রত্যেকবারই বিজেপি হাওয়া গরম করার চেষ্টা করে। তাতে কিছু হয় না। রামনবমী বা রামকে কি কোনও গণ্ডিতে বেঁধে রাখা যায়? রামচন্দ্র কারও ব্যক্তিগত নয়। বাড়িতে রোজ পুজো দিই আমি।'

অন্যদিকে বিজেপি প্রার্থী শংকর ঘোষ দাবি করছেন, তিনি বরাবরই রামের আরাধনা করেন। তাঁর শোভাযাত্রাতেও হাঁটার কথা। এছাড়া, সেবামূলক কাজে যুক্ত থাকবেন। তাঁকেও নাকি একাধিক সংগঠনের তরফে আমন্ত্রণ জানানো হয়েছে। শংকরের কথায়, 'ভগবান রামের পুজো নতুন করে হচ্ছে না। রামনবমীতে শহরবাসীর উৎসাহ থাকাটা স্বাভাবিক। এর মধ্যে রাজনীতি খোঁজা উচিত নয়। নতুন করে কেউ শোভাযাত্রায় অংশ নিতে চাইছেন। হিন্দুদের মন পাওয়ার জন্য চেষ্টা করতেই পারেন।'

সিপিএম প্রার্থী শরদিন্দু চক্রবর্তী জানিয়ে দিলেন, শোভাযাত্রায় হাঁটবেন না। তবে যাত্রাটিকে সংবর্ধনা জানাবেন। পুজোও দেবেন বাড়িতে। শরদিন্দু বলছেন, 'ধর্ম নিয়ে রাজনীতি মানি না। তবে আমাদের কৃষ্টি, সংস্কৃতি তো ধর্মের বাইরে নয়।'

গৌতম, শংকর আর শরদিন্দুর নিজেকে 'সচ্চা রামভক্ত' বলে প্রমাণ করার চেষ্টার মাধ্যমে রামনবমীতে রাজনীতির রং লেগে যাওয়া স্বাভাবিকই বটে।

Hearing Loss ?
Best Hearing Aids now in Siliguri

North Bengal Hearing Aid Center
Opp. Balkan Market Auto Stand, Siliguri
8509454426

গুজরাট টাইটান্স

» আত্মপ্রকাশেই চ্যাম্পিয়ন (২০২২)। প্রথম দুইবারের ফাইনালিস্ট। গত কয়েক বছরে অবশ্য সেই ছন্দে টান। শুভমান গিলের নেতৃত্বে নতুন করে ঘুরে দাঁড়ানোর লড়াই জারি। গতবার প্লে-অফে পা রাখার পর এবার লক্ষ্য কাপ পুনরুদ্ধার।

চোখ কাপ পুনরুদ্ধারে

বিশ্বকাপের হ্যাংওভার কাটার আগেই নতুন চ্যালেঞ্জ। সূর্যকুমার যাদব, সঞ্জু স্যামসনরা যেখানে পরস্পরের প্রতিপক্ষ। ২৮ মার্চ আইপিএলের ঢাকে কাঠি পড়ার আগে কোন দল কতটা প্রস্তুত দেখে নিতে আজ গুজরাট টাইটান্স শিবিরে চোখ রাখলেন সঞ্জীবকুমার দত্ত।

২০২৫-এ তৃতীয় স্থান

অধিনায়ক : শুভমান গিল

হেড কোচ : আশিস নেহেরা
সহকারী কোচ : বিজয় দাহিয়া
ব্যাটিং কোচ : ম্যাথু হেডেন
টিম ডিরেক্টর : বিক্রম সোলাঙ্কি
ঘরের মাঠ : নরেন্দ্র মোদি ক্রিকেট স্টেডিয়াম
প্রথম ম্যাচ : ৩১ মার্চ, পাঞ্জাব কিংস

স্কোয়াড

দামি ক্রিকেটার
রশিদ খান (১৮ কোটি), শুভমান গিল (১৬.৫), জস বাটলার (১৫.৭৫), মহম্মদ সিরাজ (১২.২৫), কাগিসো রাবাদা (১০.৭৫), প্রসিধ কৃষ্ণা (৯.৫০), বি সাই সুদর্শন (৮.৫)

নিলাম থেকে
জেসন হোল্ডার (৭ কোটি), টম ব্যান্টন (২ কোটি), অশোক শর্মা (৯০ লক্ষ), লিউক উড (৭৫ লক্ষ), পৃথ্বীরাজ ইয়ারা (৩০ লক্ষ)

শক্তি

স্পিন ব্রিগেড : রবিশ্রীনিবাসন সাই কিশোরের বৈচিত্র্য এবারও অস্ত্র। আছেন ওয়াশিংটন সুন্দর, গ্লেন ফিলিপস। '২৫-এর ব্যর্থতা ঝেড়ে ফেলতে মুখিয়ে থাকবেন রশিদ খানও।

অলরাউন্ডার : জেসন হোল্ডার, গ্লেন ফিলিপস, সুন্দররা দলের ভারসাম্য বাড়িয়েছে। রাহুল তেওয়াটিয়া, শাহরুখ খানদের অলরাউন্ড দক্ষতাও ঘরোয়া ক্রিকেটে পরিক্ষীত।

পেস ব্যাটারি : কাগিসো রাবাদা, মহম্মদ সিরাজের সঙ্গে গত লিগের সবাধিক উইকেট শিকারি প্রসিধ কৃষ্ণা। ইশান্ত শর্মার অভিজ্ঞতাও গুরুত্বপূর্ণ।

দুর্বলতা

ব্যাটিং নির্ভরতা : শুভমান গিল, বি সাই সুদর্শন, জস বাটলার- ত্রয়ীর ওপর ব্যাটিং অতিরিক্ত নির্ভরশীল। সুদর্শনদের ব্যাট না চললেই বিপদ। গত লিগে প্লে-অফে যার ফল ভুগতে হয়েছে। শুভমানের সাম্প্রতিক অফফর্মও চাপে রাখবে।

ফিটনেস : রাবাদা, প্রসিধদের চোট প্রবণতা চিন্তার জায়গা। জাতীয় দলের হয়ে টানা ক্রিকেট খেলেছেন রাবাদা। প্রসিধের কেরিয়ার স্থায়ী না হওয়ার পিছনে চোটের ভূমিকা অনস্বীকার্য।

এক্স ফ্যাক্টর

নেহেরা-হেডেন
হেডকোচ আশিস নেহেরার 'কেয়ার ফ্রি' অ্যাটিচিউড, ক্রিকেট মস্তিষ্ক এক্স ফ্যাক্টর। ম্যাথু হেডেন এবার সঙ্গী নেহেরার।

সেরা পারফরমেন্স : চ্যাম্পিয়ন (২০২২)
গতবার : তৃতীয় (কোয়ালিফায়ার)
সর্বাধিক স্কোর : ২৩৩/৩, মুম্বই ইন্ডিয়ান্স, ২০২৩
সর্বনিম্ন স্কোর : ১২৫/৬, দিল্লি ক্যাপিটালস, ২০২৩

ব্যক্তিগত রেকর্ড (২০২৫ আইপিএলে)
সর্বাধিক রান : বি সাই সুদর্শন (৭৫৯ রান), শুভমান গিল (৬৫০), জস বাটলার (৫৩৮)
সর্বাধিক উইকেট : প্রসিধ কৃষ্ণা (২৫ উইকেট), রবিশ্রীনিবাসন সাই কিশোর (১৯ উইকেট), মহম্মদ সিরাজ (১২ উইকেট)

টিম অ্যানথেম
আভা দে

সম্ভাব্য একাদশ : শুভমান গিল, জস বাটলার, বি সাই সুদর্শন, গ্লেন ফিলিপস, শাহরুখ খান, রাহুল তেওয়াটিয়া/জেসন হোল্ডার, রশিদ খান, ওয়াশিংটন সুন্দর/ রবিশ্রীনিবাসন সাই কিশোর, কাগিসো রাবাদা, মহম্মদ সিরাজ ও প্রসিধ কৃষ্ণা।

কোহলিদের গায়ে ১১ নম্বর

বেঙ্গালুরু, ২৪ মার্চ : গত বছর ১৭ বছরের দীর্ঘ খরা কাটিয়ে প্রথমবার আইপিএল চ্যাম্পিয়ন হয়েছিল রয়্যাল চ্যালেঞ্জার্স বেঙ্গালুরু। কিন্তু সেই বিজয়োৎসবই পরিণত হয়েছিল মৃত্যুমিছিলে। এম চিন্নাস্বামী স্টেডিয়ামের বাইরে হুড়োহুড়িতে পদপিষ্ট হয়ে প্রাণ হারান ১১ জন আরসিবি ভক্ত। নিহত সেই সমর্থকদের সম্মান জানাতে এবার বিশেষ উদ্যোগ নিল ফ্র্যাঞ্চাইজি। ২৮ মার্চ সানরাইজার্স হায়দরাবাদের বিরুদ্ধে উদ্বোধনী ম্যাচের আগে প্র্যাকটিসে বিরাট কোহলি, রজত পাতিদাররা নামবেন ১১ নম্বর জার্সি গায়ে। পালন করা হবে এক মিনিটের নীরবতা। দলের সিইও রাজেশ মেনন জানান, নিহতদের স্মৃতিতে স্টেডিয়ামে চিরকালের জন্য ১১টি আসন খালি রাখা হবে এবং প্রবেশদ্বারের পাশে একটি স্মৃতিসৌধও তৈরি হচ্ছে।

অঘোষিত বয়কট যশকে

অন্যদিকে, মাঠের বাইরের এক জোরালো বিতর্কে বড়সড়ো সিদ্ধান্ত নিল আরসিবি। একাধিক মহিলার আনা যৌন হেনস্তার অভিযোগের জেরে পেসার যশ দয়ালকে 'অঘোষিত' বয়কটের রাস্তায় হাঁটল দল। ব্র্যান্ড ভ্যালু এবং ভাবমূর্তি রক্ষার্থে ৫ কোটি টাকায় গত বছর রিটেইন করা যশকে আসন্ন আইপিএলে দলের বাইরেই রাখা হচ্ছে। আরসিবি-র টিম ডিরেক্টর মো বোবাট জানিয়েছেন, ব্যক্তিগত আইনি জটে থাকা যশের এই মুহূর্তে দলের বাইরে থাকাই শ্রেয়। যদিও আইনি সুযোগ না থাকায় তাঁর চুক্তি এখনই বাতিল করেনি ফ্র্যাঞ্চাইজি।

প্রস্তুতি ম্যাচে বিস্ফোরক ব্যাটিংয়ে রয়্যাল চ্যালেঞ্জার্স বেঙ্গালুরুর সমর্থকদের প্রত্যাশা বাড়িয়ে দিচ্ছেন অধিনায়ক রজত পাতিদার।

জল্পনা চলছে ২০২৬ বিশ্বকাপের পরই ফ্রান্সের কোচ হতে চলেছেন জিনেদিন জিদান।

বিশ্বকাপের পরই দায়িত্বে জিদান

প্যারিস, ২৪ মার্চ : পাঁচ বছর অতিক্রান্ত, কোচিং থেকে দূরে রয়েছেন জিনেদিন জিদান। অবশেষে অপেক্ষার পালা শেষ হচ্ছে। ২০২৬ ফিফা বিশ্বকাপের পরই ফ্রান্স জাতীয় দলের দায়িত্ব নিয়ে ডাগআউটে ফিরছেন জিজু।

দীর্ঘ এক যুগেরও বেশি সময় ফ্রান্সের কোচ হিসাবে কাজ করছেন দিদিয়ের দেশাঁ। তাঁর প্রশিক্ষণেই ২০১৮ সালে বিশ্বকাপ জেতেন কিলিয়ান এমবাপেরা। কাতার বিশ্বকাপেও রানার্স হয় ফ্রান্স। ২০২৬ বিশ্বকাপের পরই দায়িত্ব থেকে অব্যাহতি নেবেন দেশাঁ। তাঁর জুতোয় পা গলাবেন ১৯৯৮ বিশ্বকাপজয়ী দলেরই আরেক সদস্য জিদান।

সম্প্রতি এক সাক্ষাৎকারে ফরাসি ফুটবল ফেডারেশনের প্রধান ফিলিপ দিয়ালো নিশ্চিত করেছেন যে, জাতীয় দলের পরবর্তী কোচ চূড়ান্ত হয়ে গিয়েছে। যদিও এখনই নাম সামনে আনতে চাননি তিনি। তবে জানা গিয়েছে, ফ্রান্সের দলের কোচ হওয়ার বিষয়ে ইতিমধ্যেই মৌখিক সম্মতি দিয়ে দিয়েছেন জিদান। রুবেন অ্যামোরিম ছাঁটাই হওয়ার পর তাঁর কাছে ম্যাঞ্চেস্টার ইউনাইটেডের কোচ হওয়ার প্রস্তাব পৌঁছেছিল বলে একাধিক রিপোর্টে দাবি করা হয়। ফ্রান্সের দায়িত্ব নেবেন বলেই সম্ভবত সেই সময় রেড ডেভিলদের প্রস্তাব প্রত্যাখ্যান করেছিলেন রিয়াল মাদ্রিদের প্রাক্তন হেডস্যর।

বিশ্বকাপে চোখ হরমনপ্রীতদের

মুম্বই, ২৪ মার্চ : টি২০ বিশ্বকাপ শুরু হতে আর মাত্র দুই মাস বাকি। তার আগে নিজেদের শক্তি ঝালিয়ে নিতে প্রোটিয়াদের বিরুদ্ধে পাঁচ ম্যাচের টি২০ সিরিজ খেলবেন হরমনপ্রীত কাউররা। মঙ্গলবার ঘোষিত এই দলে প্রথম পছন্দের উইকেটকিপার-ব্যাটার হিসেবে জায়গা ধরে রেখেছেন বঙ্গতনয়া রিচা ঘোষ। তাঁর ব্যাকআপ হিসেবে দলে ফিরেছেন উমা ছেত্রী।

অস্ট্রেলিয়া সফরে দুরন্ত পারফরমেন্সের সুবাদে পেসার কাশভি গৌতম এবং স্পিন অলরাউন্ডার অনুষ্কা শর্মা জাতীয় দলে সুযোগ পেয়েছেন। তবে বাদ পড়েছেন আমনজ্যোৎ কাউর। ১৭ এপ্রিল ডারবানে সিরিজের প্রথম ম্যাচ। এদিকে, সদ্য প্রকাশিত আইসিসি টি২০ র‍্যাংকিংয়ে ব্যাটারদের তালিকায় দ্বিতীয় স্থান ধরে রেখেছেন স্মৃতি মান্ধানা। বোলার এবং অলরাউন্ডার-উভয় তালিকাতেই তৃতীয় স্থানে উঠে এসেছেন বাংলার দীপ্তি শর্মা। ঘোষিত স্কোয়াডে রয়েছেন শেফালি ভার্মা, জেমিমা রডরিগেজ, শ্রেয়াঙ্কা পাতিল এবং রেণুকা সিং ঠাকুরের মতো চেনা তারকারাও।

শ্রীকান্তের তোপে রাজস্থান অধিনায়ক

নয়াদিল্লি, ২৪ মার্চ : রাজস্থান রয়্যালসের অধিনায়ক হিসেবে রিয়ান পরাগের নির্বাচন নিয়ে এবার বিস্ফোরক প্রাক্তন ভারতীয় ওপেনার কৃষ্ণমাচারি শ্রীকান্ত। তাঁর সোজা কথা, ক্রিকেটীয় দক্ষতায় নয়, বরং ক্রিকেট-বহির্ভূত ফ্র্যাঞ্চাইজি-প্রীতির কারণেই সঞ্জু স্যামসনকে সরিয়ে রিয়ানের মাথায় রাজমুকুট পরানো হয়েছে।

বরাবরই স্পষ্টবক্তা শ্রীকান্ত এদিন ক্ষোভ উগরে দিয়ে বলেছেন, 'আমরা সবাই জানি ও কীভাবে অধিনায়ক হয়েছে। বাস্তব হল, দলে রিয়ান পরাগ একেবারে রাজার মতো খাতির পায়! ২০২৪ সালে ভালো খেললেও, গত মরশুমে ও চূড়ান্ত ব্যর্থ। তবুও ওকে নেতৃত্বে আনা হল।' ক্রিকেট মহলের খবর, টিম ম্যানেজমেন্টের এই অন্ধ রিয়ান-প্রীতির কারণেই চরম বিরক্ত হয়ে দীর্ঘ ১১ বছরের সম্পর্ক ছিন্ন করে চেন্নাই সুপার কিংসে যোগ দিয়েছেন প্রাক্তন অধিনায়ক সঞ্জু।

এবারের নিলামে রবীন্দ্র জাদেজাদের মতো তারকাদের নিয়ে রাজস্থান দল সাজালেও, শ্রীকান্তের চোখে তারা একেবারেই সাদামাটা দল। তাঁর সাফ কথা, 'যশস্বী জয়সওয়াল এবং ১৪ বছরের বিস্ময়বালক বৈভব সূর্যবংশীর ওপেনিং জুটি ওদের একমাত্র প্লাস পয়েন্ট। ওরা একার হাতে ম্যাচ জেতাতে পারে। কিন্তু দলগত শক্তির বিচারে রাজস্থান মোটেও বিপজ্জনক নয়। ট্রফি জয় তো দূরের কথা, ওদের প্লে-অফে যাওয়ার সুযোগও ফিফটি-ফিফটি।'

অনুশীলনে চলেছেন রাজস্থান রয়্যালসের নতুন অধিনায়ক রিয়ান পরাগ।

জোকারকে ছাপিয়ে সিনার

ওয়াশিংটন, ২৪ মার্চ : মায়ামি ওপেনের তৃতীয় রাউন্ডে ফ্রান্সের কোরেন্টিন মৌতেতকে ৬-১, ৬-৪ গেমে উড়িয়ে দিলেন জানিক সিনার। এই জয়ের সুবাদেই নোভাক জোকোভিচকে টপকে এটিপি মাস্টার্সে টানা সবাধিক ২৬টি সেট জেতার নয়া ইতিহাস গড়লেন বিশ্বের দুই নম্বর এই ইতালীয় তারকা। জোকারের রেকর্ড ছিল ২৪টি সেটের। ইন্ডিয়ান ওয়েলসের পর এবার মায়ামি জিতে ফেডেরারের কীর্তি ছুঁয়ে 'সানসাইন ডাবল' জয়ের হাতছানি সিনারের সামনে। তাঁর পরবর্তী প্রতিপক্ষ অ্যালেক্স মিচেলসেন।

ডাকেটের ওপর নির্বাসনের খাঁড়া

নয়াদিল্লি, ২৪ মার্চ : দেশের হয়ে তিন ফর্ম্যাটেই নিজের কেরিয়ার দীর্ঘায়িত করার লক্ষ্যে আসন্ন আইপিএল থেকে সরে দাঁড়ালেন ইংল্যান্ডের ওপেনিং ব্যাটার বেন ডাকেট। গত নিলামে দুই কোটি টাকার চুক্তিতে তাঁকে কিনেছিল দিল্লি ক্যাপিটালস। কিন্তু টুর্নামেন্ট শুরুর ঠিক মুখে ৩১ বছরের ডাকেট জানিয়ে দিলেন, মেগা লিগে তিনি খেলবেন

না। এর জেরে আইপিএল থেকে টানা দুই বছরের জন্য নিবাসিত হতে চলেছেন এই তারকা।

ডাকেট জানিয়েছেন, কোটিপতি লিগের বদলে তিনি এখন কাউন্টি চ্যাম্পিয়নশিপে নটিংহামশায়ারের হয়ে চারদিনের ক্রিকেট খেলতে চান। ডাকেটের কথায়, 'দিল্লির মতো ফ্র্যাঞ্চাইজির হয়ে খেলার সুযোগ পাওয়া দারুণ ব্যাপার। কিন্তু আইপিএলে গিয়ে বেঞ্চে বসে থাকলে আসন্ন টেস্ট সামারের প্রস্তুতি নেওয়ার কোনও সুযোগই পেতাম না। দেশের স্বার্থেই আইপিএল ছাড়ার এই কঠিন সিদ্ধান্ত নিয়েছি।'

আইপিএল গভর্নিং কাউন্সিলের নতুন নিয়ম অনুযায়ী, নিলামে বিক্রি হওয়ার পর নাম প্রত্যাহার করলে দুই মরশুমের জন্য নিবাসিত হতে হয়। ফলে দেশের কথা ভাবতে গিয়ে আইপিএলের দরজা কার্যত নিজেই বন্ধ করলেন ডাকেট।

'শুভারম্ভ ২০২৬' অনুষ্ঠানে খোশমেজাজে শুভমান গিল, বি সাই সুদর্শন, রাহুল তেওয়াটিয়া, গ্লেন ফিলিপসরা।

তেওয়াটিয়ার হাতে হেডেনের 'মঙ্গুস'

আহমেদাবাদ, ২৪ মার্চ : ২০১০ সালের আইপিএলে লম্বা হ্যান্ডেল আর ছোট ব্লেডের অদ্ভুতদর্শন 'মঙ্গুস' ব্যাট দিয়ে বাইশ গজে ঝড় তুলেছিলেন ম্যাথু হেডেন। ১৬ বছর পর সেই আইকনিক ব্যাটের উত্তরাধিকারী হিসেবে গুজরাট টাইটান্সের রাহুল তেওয়াটিয়াকেই বেছে নিলেন অজি কিংবদন্তি!

টাইটান্সের মেগা ইভেন্ট 'শুভারম্ভ ২০২৬'-এ দলের নতুন ব্যাটিং কোচ হেডেন বলেছেন, 'আমার মঙ্গুস ব্যাট কাউকে দিতে হলে রাহুলকেই দেব। ওর অসম্ভব মাসল পাওয়ার। টি২০-তে শেষবেলায় ৫-১০ রানের ফারাকে ম্যাচ ঘোরাতে রাহুলের জুড়ি মেলাভার।' ২০২০ সালে শেলডন কটরেলকে এক ওভারে ৫ ছক্কা মারা তেওয়াটিয়ার 'ফিনিশিং' দক্ষতার ওপরই বাজি ধরছেন হেডেন।

> **আমার মঙ্গুস ব্যাট কাউকে দিতে হলে রাহুলকেই দেব। ওর অসম্ভব মাসল পাওয়ার। টি২০-তে শেষবেলায় ৫-১০ রানের ফারাকে ম্যাচ ঘোরাতে রাহুলের জুড়ি মেলা ভার।**
>
> **-ম্যাথু হেডেন**
> গুজরাট টাইটান্সের ব্যাটিং কোচ

অন্যদিকে, হেড কোচ আশিস নেহেরা পুরোনো কোর টিমের ওপরই ভরসা রাখছেন। তবে এবার দলের সবচেয়ে বড় অস্ত্র কাগিসো রাবাদা, মহম্মদ সিরাজ, প্রসিধ কৃষ্ণা এবং জেসন হোল্ডারদের নিয়ে গড়া আগুনে পেস-ব্যাটারি। সিরাজ-রাবাদার নতুন জুটিকে নিয়ে রীতিমতো হুংকার দিয়ে অধিনায়ক শুভমান গিল বলেছেন, 'পেসারদের শান্ত থাকার কোনও প্রয়োজন নেই। নেহেরাজি একসময় বল হাতে যে আগ্রাসন দেখাতেন, আমার পেসারদের মধ্যেও সেই আগুনটাই দেখতে চাই। গতবারের ভুল শুধরে এবার আমরা আরও ভয়ংকর হয়ে উঠব।'

রিয়াল-জল্পনায় জল ক্লপের

মিউনিখ, ২৪ মার্চ : রিয়াল মাদ্রিদের পরবর্তী কোচ হচ্ছেন জুরগেন ক্লপ, ফুটবল মহলে কান

পাতলেই শোনা যাচ্ছিল এই জল্পনা। তবে এবার সেই গুঞ্জনে সরাসরি জল ঢেলে দিলেন লিভারপুলের প্রাক্তন হেডস্যর। মিউনিখে এক অনুষ্ঠানে ক্লপ সাফ জানিয়ে দেন, 'খবরটি সম্পূর্ণ ভিত্তিহীন। রিয়াল আমার বা আমার এজেন্টের সঙ্গে কোনও যোগাযোগই করেনি।' উল্লেখ্য, মরশুমের মাঝপথে জাভি অলন্সোকে ছাঁটাই করে নতুন স্থায়ী কোচের সন্ধানে রয়েছে রিয়াল।

বড় জয়ে আত্মবিশ্বাস বাড়বে, মত ইউসেফের

নিজস্ব প্রতিনিধি, কলকাতা, ২৪ মার্চ : দলের সঙ্গে সুপার কাপের পরে যোগ দিলেও দিব্যি মানিয়ে নিয়েছেন তিনি। এমনকি আইএসএলের ছয় নম্বর রাউন্ডের পর ইউসেফ এজেজ্জারি ঢুকে পড়েছে সবাধিক গোলস্কোরারের দৌড়েও।

যদিও মহমেডান স্পোর্টিং ক্লাবের মতো দুর্বল দলের বিপক্ষেও তাঁর গোল নষ্টের নমুনা দেখে সমর্থকরা বেশ বিরক্ত। তবু সোমবার দল বড় ব্যবধানে জেতায় এই সুযোগ নষ্ট নিয়ে আর মাথা ঘামাননি তাঁরা। ম্যাচের পর খোশমেজাজে পাওয়া গিয়েছে ইউসেফকেও। তিনিও বুঝতে পারছিলেন আগের তিন ম্যাচে জয় না পাওয়া তাঁদের চ্যাম্পিয়নশিপের লড়াই থেকে দূরে সরিয়ে দিচ্ছে। আর সেটাই বললেন ইউসেফ, 'দেখুন গোল করতে পারলে অবশ্যই আত্মবিশ্বাস বাড়ে। কিন্তু আমাদের কাছে সবচেয়ে গুরুত্বপূর্ণ ছিল ঘুরে দাঁড়ানো। দল কীভাবে তিন পয়েন্ট পাচ্ছে সেটাই বড় কথা। তবে গোল পাওয়াটাই আনন্দের। কারণ গত দুই সপ্তাহ আমাদের খারাপ গিয়েছে।' তিনি যখন হ্যাটট্রিক পেতে পারেন বলে মনে হচ্ছিল তখনই তাঁকে তুলে নেওয়া হয়। এর জন্য তাঁর কোনও আক্ষেপ নেই বলেই জানালেন, 'আমি হ্যাটট্রিক করি বা চার গোল করি কী না করি এসব নিয়ে মাথাব্যথা নেই। আসল হল দলের তিন পয়েন্ট পাওয়া। কারণ গোটা দল খেল। আর আমি সেই দলের একজন ফুটবলার।' আন্তর্জাতিক বিরতির আগে এই জয় আত্মবিশ্বাস ফেরাবে বলে মনে করছেন ইউসেফ।

কোচ অস্কার ব্রুজোঁও মনে করছেন এই জয়ের ফলে দলের আত্মবিশ্বাস বাড়বে। মাঝে লম্বা সময় কোনও ম্যাচ নেই ইস্টবেঙ্গলের। ১১ এপ্রিল ফের চেন্নাইয়ান এফসি-র বিপক্ষে খেলা। তাতেও সমস্যা হবে না বলেই তিনি মনে করছেন, 'কখনও বিরতি ভালো হয়, কখনও খারাপ। আমাদের ক্ষেত্রে এটা ভালো হবে বলে মনে করি। কারণ গত কয়েক সপ্তাহ ধরে আমরা অনেক চাপের মধ্যে ছিলাম। রমজান পালন করা খেলোয়াড়দের মধ্যে এদিনের খেলায় পার্থক্য দেখতে পেয়েছেন। বিশেষ করে রশিদের (মহম্মদ) পারফরমেন্সে। ও প্রচুর দৌড়েছে, বল কেড়ে নিয়েছে, মিডফিল্ড নিয়ন্ত্রণ করেছে। এদিন দারুণ খেলেছে।'

আগের ম্যাচগুলোর থেকে মহমেডানের বিপক্ষে দল অনেক বেশি আক্রমণাত্মক ফুটবল খেলেছে বলে অস্কার মনে করছেন, 'আমরা কৌশলগত কিছু পরিবর্তন করি। আগে আমরা একটু রক্ষণাত্মক খেলছিলাম, কিন্তু এই ম্যাচে আমরা বেশি ওদের শুরু থেকেই চাপে রেখেছি। এভাবেই ম্যাচ জিততে হয়। আমরা এই ধারাবাহিকতা বজায় রাখতে চাই।' এখনই চ্যাম্পিয়নশিপ নিয়ে না ভেবে ম্যাচ ধরে ধরে এগোতে চান অস্কার। তবে মহমেডান ম্যাচে বাড়িয়ে রাখা গোলপার্থক্য পরে কাজে লাগবে বলে মনে করেন তিনি।

চলতি আইএসএলে সবাধিক গোলস্কোরারের দৌড়ে ইউসেফ এজেজ্জারি।

হংকং ম্যাচের দলে ডাক দুই নতুন মুখকে

নিজস্ব প্রতিনিধি, কলকাতা, ২৪ মার্চ : নিয়মরক্ষার হংকং ম্যাচের জন্য ২৩ জনের দল ঘোষণা করেছেন খালিদ জামিল। এছাড়াও তিনি ডেকে নিয়েছেন অবনীত ভারতীকে। দলে দুই নতুন মুখ- আলবিনো গোমস ও বিজয় ভার্গিস। বাকি মোটামুটি পরিচিত মুখরাই ডাক পেয়েছেন।

৩১ মার্চ কোচিতে এশিয়ান কাপ যোগ্যতা অর্জন পর্বের শেষ ম্যাচ খেলবে ভারতীয় দল। আগেই ভারত বিদায় নিয়েছে যোগ্যতা অর্জনের লড়াই থেকে। ফলে এই ম্যাচ ভারতের কাছে নিয়মরক্ষার।

ভারতীয় স্কোয়াড

গোলকিপার ঃ আলবিনো গোমস, গুরপ্রীত সিং সান্ধু, বিশাল কেইথ

ডিফেন্ডার ঃ অভিষেক সিং টেকচাম, আকাশ মিশ্র, আনোয়ার আলি, বিজয় ভার্গিস, নিখিল পূজারি, রাহুল ভেকে, রোশন সিং নাওরেম, সন্দেশ ঝিংগান

মিডফিল্ডার ঃ আশিক কুরুনিয়ান, দানিশ ফারুক, জিকসন সিং, আপুইয়া, সাহাল আব্দুল সামাদ

স্ট্রাইকার ঃ এডমুন্ড লালরিনডিকা, ফারুখ চৌধুরী, লালিয়ানজুয়ালা ছাঙ্গতে, লিস্টন কোলাসো, মনবীর সিং, রহিম আলি ও রায়ান উইলিয়ামস।

দলে বেঙ্গালুরু এফসি ও মোহনবাগান সুপার জায়েন্টের ফুটবলারের সংখ্যাই বেশি। যদিও শোনা যাচ্ছে, মোহনবাগান বেশিরভাগ ফুটবলারকেই ছাড়তে চাইছে না। তাছাড়া আগের ম্যাচে চোট পান রায়ান উইলিয়ামস। তিনিও শিবিরে যোগ দেবেন কি না পরিষ্কার নয়। আলবিনো ও বিজয়কে ডাকলেও নতুনদের মধ্যে পিএন নৌফল, মহম্মদ রাকিপ, ডেভিড লালহালানসাঙ্গাদের মতো নতুনরা সুযোগ পাননি দলে। অথচ এই রকম নিয়মরক্ষার ম্যাচে এঁদের দেখা উচিত ছিল বলে বিশেষজ্ঞরা মনে করছেন। এই উঠতি ফুটবলাররা সুযোগ না পেলেও রহিম আলি, দানিশ ফারুকদের মতো ক্লাব দলে অনিয়মিত বা মনবীর সিং, রাহুল ভেকেদের মতো প্রায় শেষ হয়ে যাওয়া ফুটবলারদের ডেকেছেন খালিদ। এবারও সুনীল ছেত্রী ডাক পেলেন না। সেক্ষেত্রে ধরে নেওয়াই যায়, তাঁর আন্তর্জাতিক কেরিয়ার শেষ হয়ে গেল। কারণ এই ম্যাচের পর ফের আগামী বছরের শেষে পরবর্তী বিশ্বকাপ যোগ্যতা অর্জন পর্ব শুরু না হওয়া পর্যন্ত আর কোনও ম্যাচ নেই ভারতের সামনে।

দিল্লির তুরুপের তাস হতে চান আকিব

নয়াদিল্লি, ২৪ মার্চ : জম্মু ও কাশ্মীর প্রথম রনজি ট্রফি জয়ের ইতিহাস গড়েছে এবার। আর যে সাফল্যে প্রধান কারিগর ছিলেন আকিব নবি দার। পেস ও সুইংয়ের সঙ্গে লোয়ার অর্ডার ব্যাটিং-দ্বৈত ভূমিকায় ভূস্বর্গের ক্রিকেটে নতুন অধ্যায়ের সূচনা করেছেন। মঞ্চটা এবার আইপিএল। লক্ষ্য পরিষ্কার, দিল্লি ক্যাপিটালসের জার্সিতে স্বপ্নের উড়ান বজায় রেখে জাতীয় দলের টিকিটও আদায় করে নেওয়া।

কিছুদিন আগে সৌরভ গঙ্গোপাধ্যায় দাবি করেছিলেন, খুব শীঘ্রই আকিবকে ভারতীয় দলের পেস ব্রিগেডে দেখছেন তিনি। প্রশংসায় ভরিয়ে দেন কাশ্মীরি স্পিডস্টারের নিয়ন্ত্রিত পেস-সুইংয়ের। দিল্লি ক্যাপিটালসের হেডকোচ হেমাঙ্গ বাদানির মুখেও সেই সুর। আসন্ন লিগে আকিবকে তুরুপের তাস হিসেবে দেখছেন। বিশ্বাস, তার আস্থার অমর্যাদা হবে না।

ঘরোয়া ক্রিকেটে দুরন্ত সাফল্যের পুরস্কার, আইপিএল নিলামে আকিবকে নিয়ে রীতিমতো দড়ি টানাটানি। শেষপর্যন্ত ৮.৪ কোটির বিনিময়ে আকিব লাভ। বাদানি বলেছেন, 'গত আড়াই বছর ধরে ওর ওপর নজর ছিল আমার। আকিব যার সঙ্গে প্র্যাকটিস করত, সানরাইজার্স হায়দরাবাদে তার সঙ্গে কাজ করেছি। তাই আগেভাগে আকিবের সম্পর্কে জানতাম। নেটে দেখছি। আমি রীতিমতো প্রভাবিত ওর বোলিংয়ে।'

উমরান মালিক বা মায়াঙ্ক যাদবদের মতো চমকে দেওয়া গতি হয়তো নেই। তবে নতুন বলটাকে দারুণভাবে কাজে লাগাতে জানেন। দুইদিকে বল বাঁক খাওয়াতে জানেন আকিব। ব্যাটারদের জন্য যা সামলানো সহজ নয়। বাদানির বিশ্বাস, লাল বলের ক্রিকেটের যে জাদু বজায় থাকবে সাদা বলের টি২০ ফরম্যাটেও। শুধু নতুন বলে নয়, ডেথ ওভারেও সমান কার্যকর হয়ে উঠবে তাঁর নতুন তুরুপের তাস।

দিল্লি ক্যাপিটালসের ফোটোশুটে আকিব নবি দার।

ইস্টবেঙ্গলের পঞ্চবাণ

কলকাতা, ২৪ মার্চ : ক্যালকাটা প্রিমিয়ার হকি লিগের তৃতীয় ম্যাচে বড় জয় ইস্টবেঙ্গলের। মঙ্গলবার তারা ৫-০ গোলে উড়িয়ে দিয়েছে কলকাতা পুলিশকে। জোড়া গোল করেছেন জবনপ্রীত ও চিরন্থ সোমান্না। একটি গোল কিংস্টনের।

রাহানের ডেপুটি রিঙ্কু

অবসরে রাসেলের ১২ নম্বর জার্সি

নিজস্ব প্রতিনিধি, কলকাতা, ২৪ মার্চ : অপেক্ষার আর চারদিন। শনিবার শুরু হয়ে যাচ্ছে আইপিএল। পরদিনই মুম্বই ইন্ডিয়ান্সের বিরুদ্ধে তাদেরই মাঠে অভিযান শুরু করতে চলেছে কলকাতা নাইট রাইডার্স। আজিঙ্কা রাহানেরা বুধবার দুপুরেই মুম্বই উড়ে যাচ্ছেন।

তার আগে আজ সন্ধ্যায় কলকাতার ইএম বাইপাস সংলগ্ন এক পাঁচতারা হোটেলে হয়ে গেল 'নাইট আনপ্লাগড' অনুষ্ঠান। আর সেই অনুষ্ঠানের মঞ্চেই কেকেআরের নয়া সহ অধিনায়ক হিসেবে ঘোষণা হল রিঙ্কু সিংয়ের নাম। ২০১৮ সাল থেকে নাইট সংসারে রয়েছেন রিঙ্কু। প্রায় ঘরের ছেলে হয়ে গিয়েছেন। এহেন রিঙ্কুকে দলের সহ অধিনায়ক নির্বাচন করে চমক দিল কেকেআর। অধিনায়ক রাহানের ডেপুটি হিসেবে রিঙ্কুর নাম ঘোষণা করে কেকেআর সিইও ভেঙ্কি মাইসোর বলেছেন, '২০১৮ সাল থেকে রিঙ্কু আমাদের সঙ্গে রয়েছে। আমাদের মনে হয়েছে, দলের সহ অধিনায়কের দায়িত্ব ওকে দেওয়ার এটাই সেরা সময়।' রিঙ্কুকে সহ অধিনায়ক করে চমকের পাশে কেকেআরের তরফে আজ ঘোষণা করা হয়েছে আন্দ্রে রাসেলের ১২ নম্বর জার্সিকে অবসরে পাঠানোর কথাও। আগামীদিনে নাইট সংসারে আর কাউকে ১২ নম্বর জার্সি পরতে দেখা যাবে না। এমন আবেগঘন মুহূর্ত নিয়ে দ্রে রাস বলেছেন, 'নাইট সংসারে দীর্ঘসময় রয়েছি। আমার কোনও আক্ষেপ নেই। যখন খেলেছি, তখন প্রতিটা ম্যাচ এমনভাবে খেলেছি যেন সেটাই আমার শেষ ম্যাচ।'

কোচ অভিষেক নায়ারও সহ অধিনায়ক রিঙ্কুকে নিয়ে দারুণ আশাবাদী। কেকেআর কোচের কথায়, 'নেতা হিসেবে রিঙ্কু শেষ কয়েক বছরে নিজেকে মেলে ধরেছে কেকেআরের অন্দরে। খুব কাছ থেকে ওর পরিবর্তন দেখেছি আমি। তাছাড়া দিনকয়েক আগে দেশের হয়ে টি২০ বিশ্বকাপ জয়ের পর আমাদের মনে হয়েছে, ওকে দলের সহ অধিনায়ক করার এটাই সেরা সময়। অধিনায়ক রাহানেকে সাহায্য করতে পারবে ও।' মজার কথা হল, অতীতে রিঙ্কুর রাজ্য দলের হয়ে নেতৃত্ব দেওয়ার অভিজ্ঞতা শূন্য। যদিও ২০২৫ সালে উত্তরপ্রদেশ টি২০ লিগে মীরাট মাভেরিক্স দলের নেতৃত্ব দিয়েছিলেন তিনি। সেই অল্প অভিজ্ঞতাকে এবার কেকেআর তাদের চার নম্বর ট্রফি জয়ের লক্ষ্যপূরণে কাজে লাগাতে চাইছে।

রিঙ্কুর অধিনায়ক রাহানে শেষ মরশুমেও দলকে নেতৃত্ব দিয়েছিলেন। কিন্তু সফল হননি। এবার কী হবে? অধিনায়ক হিসেবে রাহানেই বা কেমন? সমর্থক ও সংবাদমাধ্যমের ভিড়ে ঠাসা অনুষ্ঠানে রাহানেকে প্রশংসায় ভরিয়ে দিয়ে নাইটদের সহকারী কোচ শেন ওয়াটসন বলেছেন, 'রাহানে খুব ঠান্ডা মাথার ছেলে। ওকে কখনও মেজাজ হারাতে দেখিনি। ও হল কেকেআরের মিস্টার কুল। যে কখনও মেজাজ হারায় না।'

ওয়াটসনও বরাবরই ঠান্ডা মাথার। ক্রিকেটের বাইরে তিনি যে গিটার বাজিয়ে গান গাইতেও জানেন, আজ দেখে ফেলল দুনিয়া। কেকেআর অনুষ্ঠানে তিনি একাকী পারফর্ম করে চমকে দিয়েছেন আজ।

নাইট সংসারের মিস্টার কুল রাহানের নেতৃত্বে দল শেষপর্যন্ত সফল হবে কি না, নাইটদের জার্সিতে চার নম্বর তারা যোগ হবে কি না- সময় তার জবাব দেবে। তার আগে কেকেআরের পাওয়ার হিটিং কোচ রাসেল ঠিক করে ফেলেছেন দল চ্যাম্পিয়ন হলে কী করবেন। রাতের অনুষ্ঠানে সবাইকে চমকে দিয়ে নয়া ভূমিকার দ্রে রাস বলেছেন, 'আমরা চ্যাম্পিয়ন হলে সমর্থকদের সামনে আমি লাইভ পারফরমেন্স করব।' নয়া ভূমিকার পাশে দলকে সবরকমভাবে সাহায্য করতেও তৈরি দ্রে রাস। কেকেআরের নয়া পাওয়ার হিটিং কোচের কথায়, 'কোচ হিসেবে দলের সাফল্যের জন্য কিছু বদলে দিতে আসিনি আমি। ব্যক্তিগতভাবে জানি, ম্যান ম্যানেজমেন্ট ব্যাপারটা কোচিংয়ে খুব গুরুত্বপূর্ণ। সেটাই করতে চাই।' রাহানেরা চ্যাম্পিয়ন হলে রাসেল যদি লাইভ পারফরমেন্স করেন সমর্থকদের দরবারে, তাহলে দলের মেন্টর ডোয়েন ব্রাভো কী করবেন? সঞ্চালকের প্রশ্ন শেষ হওয়া মাত্র এল জবাব। আর সেটা দিলেন রাসেল নিজেই। বলে দিলেন, 'ডিজে উইল ডান্স।'

মুম্বই রওনা হওয়ার আগে দলের ফুরফুরে মেজাজের করব, লড়ব, জিতব রে-র রিংটোনও সেট হয়ে গেল তখনই। সঙ্গে খেতাবের স্বপ্নও।

'নাইট আনপ্লাগড' অনুষ্ঠানে গিটার হাতে ব্যাটিং কোচ শেন ওয়াটসন।

মঙ্গলবার কলকাতা নাইট রাইডার্সের সহ অধিনায়ক হিসেবে সামনে আনা হল রিঙ্কু সিংকে। ছবি : ডি মণ্ডল

রাজস্থানের পর বিক্রি হয়ে গেল আরসিবি-ও

নয়াদিল্লি, ২৪ মার্চ : আইপিএলে রেকর্ড ভাঙাগড়ার খেলা। বাইশ গজে নয়, ফ্র্যাঞ্চাইজি বিক্রির অঙ্কে।

১৫,২৮৬ কোটি টাকার (১.৬৩ বিলিয়ন ডলার) চুক্তিতে রাজস্থান রয়্যালসের ১০০ শতাংশ শেয়ার কিনে নিয়েছে মার্কিন উদ্যোগপতি কল সোমানির নেতৃত্বাধীন একটি কনসোর্টিয়াম।

ইন্ট্রাএজ এবং ট্রুয়ো.এআই-এর প্রতিষ্ঠাতা সোমানির সঙ্গে এই ঐতিহাসিক বিনিয়োগে শামিল হয়েছেন ওয়ালমার্ট পরিবারের রব ওয়ালটন এবং ফোর্ড মোটর কোম্পানির অংশীদার শেইলা ফোর্ড হ্যাম্প (যিনি এনএফএল দল ডেট্রয়েট লায়ন্সেরও মালিক)।

রাতের দিকের খবর, ১৭৮ কোটি ডলার বা প্রায় ১৬,৬৬০ কোটি টাকায় বিক্রি হয়ে গিয়েছে রয়্যাল চ্যালেঞ্জার্স বেঙ্গালুরু। আদিত্য বিড়লা গোষ্ঠীর নেতৃত্বাধীন কনসোর্টিয়াম শুধু আইপিএলে বিরাট কোহলিদের দলই নয়, ডব্লিউপিএলে স্মৃতি মান্ধানা-রিচা ঘোষদের দলেরও মালিকানা নিয়েছে। আদিত্য বিড়লা গোষ্ঠীর নেতৃত্বাধীন কনসোর্টিয়ামে রয়েছে মার্কিন যুক্তরাষ্ট্রের ক্রীড়া বিনিয়োগকারী ডেভিড ব্লিৎজার, ব্ল্যাকস্টোন এবং টাইমস অফ ইন্ডিয়া গোষ্ঠী। আরসিবি বিক্রির সরকারি ঘোষণা অবশ্য হয়নি। শোনা যাচ্ছে, বর্তমান মালিক পক্ষের সঙ্গে সব কিছু চূড়ান্ত হয়ে গেলে সরকারি ঘোষণা হবে।

আরসিবি-র নতুন চেয়ারম্যান হচ্ছেন আদিত্য বিড়লা গোষ্ঠীর ডিরেক্টর আর্যমান বিড়লা। যিনি এক সময় মধ্যপ্রদেশের হয়ে ক্রিকেট খেলা ছাড়াও রাজস্থান রয়্যালসের স্কোয়াডে ছিলেন। ভাইস চেয়ারম্যান হচ্ছেন টাইমস অফ ইন্ডিয়া গোষ্ঠীর সত্যন গজওয়ানি। আসন্ন আইপিএল শেষ হওয়ার পরই নতুন কনসোর্টিয়াম দায়িত্ব নেবে। এত দিন বেঙ্গালুরুর মালিক ছিল ব্রিটিশ কোম্পানি ডিয়াজিও পিএলসি। ইন্ডিয়ান আর্ম ইউনাইটেড স্পিরিট লিমিটেডের মাধ্যমে আরসিবি-র কর্মকাণ্ড সামলাত ডিয়াজিও।

রাজস্থান রয়্যালস	রয়্যাল চ্যালেঞ্জার্স বেঙ্গালুরু
বিক্রির অঙ্ক	বিক্রির অঙ্ক
১৫,২৮৬ কোটি টাকা	১৬,৬৬০ কোটি টাকা
কিনেছে	কিনেছে
মার্কিন উদ্যোগপতি কল সোমানির নেতৃত্বাধীন কনসোর্টিয়াম	আদিত্য বিড়লা গোষ্ঠীর নেতৃত্বাধীন কনসোর্টিয়াম
কনসোর্টিয়ামে রয়েছে	কনসোর্টিয়ামে রয়েছে
ওয়ালমার্ট পরিবারের রব ওয়ালটন এবং ফোর্ড মোটর কোম্পানির অংশীদার শেইলা ফোর্ড হ্যাম্প	মার্কিন যুক্তরাষ্ট্রের ক্রীড়া বিনিয়োগকারী ডেভিড ব্লিৎজার, ব্ল্যাকস্টোন এবং টাইমস অফ ইন্ডিয়া গোষ্ঠী

রাজস্থান রয়্যালসের বিড জেতার পর সোমানি জানিয়েছেন, এই বিনিয়োগের ভবিষ্যৎ নিয়ে তাঁরা অত্যন্ত আশাবাদী এবং আইপিএলে অংশগ্রহণের সুযোগ পেয়ে রোমাঞ্চিত। তবে চুক্তি সম্পন্ন হলেও এই নতুন মালিকানা কার্যকর হবে ২০২৬ আইপিএল মরশুমের পর থেকে।

বর্তমানে ফ্র্যাঞ্চাইজির ৬৫ শতাংশ মালিকানা রয়েছে মনোজ বাদালের ইমার্জিং মিডিয়া স্পোর্টিং হোল্ডিংস লিমিটেডের হাতে। তাৎপর্যপূর্ণভাবে, কিছুদিন আগেই কলম্বিয়া প্যাসিফিক ক্যাপিটাল পার্টনার্সের ১৬ হাজার কোটি টাকার প্রস্তাব ফিরিয়ে দিয়েছিল রাজস্থানের বর্তমান কর্তৃপক্ষ। তবে শেষ পর্যন্ত সোমানির কনসোর্টিয়ামের হাতেই দলের রাশ উঠল। এদিকে, মার্কিন সংস্থা ব্ল্যাকস্টোন প্রাইভেট ইক্যুইটি ফান্ডও কয়েক হাজার কোটি টাকার আংশিক বিনিয়োগের বিষয়ে আগ্রহী বলে খবর।

মালিকানা বদলের এই জোড়া খবরের মাঝেই ২০২৬ মরশুম শুরুর আগে বড়সড় ধাক্কা খেয়েছে রাজস্থান শিবির। চোটের কারণে গোটা টুর্নামেন্ট থেকেই ছিটকে গিয়েছেন তারকা অলরাউন্ডার স্যাম কুরান। সঞ্জু স্যামসনকে চেন্নাই সুপার কিংসের হাতে তুলে দেওয়ার বিনিময়ে কুরান ও রবীন্দ্র জাদেজাকে ট্রেড করেছিল রাজস্থান। কুরানের শূন্যস্থান পূরণে লঙ্কান টি২০ অধিনায়ক দাসুন শনাকাকে সই করিয়েছে ফ্র্যাঞ্চাইজি। দলের ডিরেক্টর অফ ক্রিকেট কুমার সাঙ্গাকারা বলেছেন, 'মরশুম শুরুর ঠিক আগে স্যামের মতো খেলোয়াড়কে হারানো হতাশাজনক। তবে শনাকার মতো একজন দুর্দান্ত ফিনিশার ও অলরাউন্ডার দলের ভারসাম্য বজায় রাখতে সাহায্য করবে।'

ইসিবি-র সিদ্ধান্তে ক্ষুব্ধ বয়কট

অ্যাসেজ হার কঠিনতম অধ্যায় : স্টোকস

লন্ডন, ২৪ মার্চ : অস্ট্রেলিয়ার মাটিতে অ্যাসেজে লজ্জাজনক হার। তারপরও ইংল্যান্ড টেস্ট দলের নেতৃত্বে বহাল রইলেন বেন স্টোকস। দায়িত্বে থাকছেন হেড কোচ ব্রেন্ডন ম্যাককুলাম ও ম্যানেজিং ডিরেক্টর রব কি-ও।

চাকরি বাঁচলেও অ্যাসেজ হারে হতাশ স্টোকস। জানালেন, এই পরাজয় তাঁর অধিনায়কত্বে কঠিনতম সময়। সমাজমাধ্যমে দীর্ঘ এক পোস্টে ইংল্যান্ডের লাল বলের অধিনায়ক লেখেন, 'শেষ তিনটে মাস নিঃসন্দেহে অধিনায়ক হিসাবে সবচেয়ে কঠিন সময়ের মধ্যে দিয়ে গিয়েছি। একের পর এক পরীক্ষার সম্মুখীন হয়েছি। আমি নিশ্চিত সব অধিনায়ককেই এমন সময়ের মধ্যে দিয়ে যেতে হয়।' তিনি আরও লেখেন, 'বাজ (ব্রেন্ডন ম্যাককুলাম), রব, আমরা সবাই এই দলটাকে এগিয়ে নিয়ে যাওয়ার বিষয়ে প্রতিজ্ঞাবদ্ধ। জানি ভুল করেছি। ব্যর্থতা থেকেই সবচেয়ে বেশি শেখা যায়।' স্টোকস জানিয়েছেন, অধিনায়ক হিসাবে ইংল্যান্ডকে এখনও তাঁর অনেক কিছু দেওয়া বাকি। সেই সুযোগটা দেওয়ার জন্য ইংল্যান্ড ক্রিকেট বোর্ডের কাছে কৃতজ্ঞতা প্রকাশ করেছেন তিনি।

অ্যাসেজে ভরাডুবির পরও ইসিবি-র এই সিদ্ধান্তে তীব্র অসন্তোষ প্রকাশ করেছেন জিওফ্রে বয়কট। সরাসরি ব্যর্থতার জন্য রব কি-কেই কাঠগড়ায় তুলেছেন তিনি। অস্ট্রেলিয়ার বিরুদ্ধে ইংল্যান্ডের পারফরমেন্সকে প্রহসনের সঙ্গে তুলনা করে বয়কট বলেছেন, 'এমন লজ্জাজনক হারের পরও কোনও পরিবর্তন হল না। এটা ভীষণ হতাশার।'

দিন বদলের সম্ভাবনা

নিজস্ব প্রতিনিধি, কলকাতা, ২৪ মার্চ : বিধানসভা নির্বাচনের আবহে ২৬ এপ্রিল মোহনবাগান সুপার জায়েন্ট-ইন্টার কাশী এফসি ম্যাচ আয়োজন নিয়ে ঘোর অনিশ্চয়তা। রাজ্যে দুই দফায় নির্বাচন এপ্রিলের ২৩ ও ২৯ তারিখ। এরমধ্যে যুবভারতী ক্রীড়াঙ্গনে ম্যাচ আয়োজনের জন্য প্রয়োজনীয় প্রশাসনিক অনুমতি পায়নি সবুজ-মেরুন শিবির। বিষয়টি ইতিমধ্যেই সর্বভারতীয় ফুটবল ফেডারেশনকে জানানো হয়েছে। বল এখন এআইএফএফের কোর্টে। যা পরিস্থিতি তাতে ম্যাচটির দিন বদল হওয়ার সম্ভাবনাই বেশি। একান্তই তা সম্ভব না হলে দর্শকশূন্য মাঠে খেলতে হতে পারে মোহনবাগান-ইন্টার কাশীকে।

২৪ এপ্রিল যুবভারতীতে ইস্টবেঙ্গল-পাঞ্জাব এফসি ম্যাচের ভবিষ্যতও অনিশ্চিত।

গতির বদলে স্লোয়ারে নজর উমরানের

কলকাতা, ২৪ মার্চ : গত দুইটি আইপিএল মরশুমে চোটের কারণে মাত্র একটি ম্যাচ খেলেছেন উমরান মালিক। ২০২২ সালে সানরাইজার্স হায়দরাবাদের হয়ে ১৪ ম্যাচে ২২ উইকেট নিয়ে যে গতির ঝড় তিনি তুলেছিলেন, তা বারবার চোটের কারণে থমকে গিয়েছে। চোট সারিয়ে ঘরোয়া ক্রিকেটে জম্মু-কাশ্মীরের হয়ে একটি রনজি এবং পাঁচটি সৈয়দ মুস্তাক আলি ট্রফি টি২০-র ম্যাচ খেললেও, খুব একটা ছন্দে ছিলেন না। তবে এবার কলকাতা নাইট রাইডার্সের জার্সিতে নতুনভাবে নিজেকে প্রমাণ করতে মরিয়া এই স্পিডস্টার। শুধু গতির ওপর নির্ভর না করে, ব্যাটারদের অনুকূল পিচে এবার তাঁর প্রধান অস্ত্র হতে চলেছে ভ্যারিয়েশন এবং 'স্লোয়ার' ডেলিভারি।

উমরানের স্পষ্ট কথা, 'আমাকে কোচ (অভিষেক নায়ার) এবং অধিনায়কের (আজিঙ্কা রাহানে) গেমপ্ল্যান মেনেই চলতে হবে। গতি অবশ্যই আমার প্রধান অস্ত্র, কিন্তু এখনকার টি২০ ক্রিকেটে স্লোয়ার ডেলিভারিও অত্যন্ত গুরুত্বপূর্ণ।' ইডেন গার্ডেন্সে প্রস্তুতি ম্যাচে ১৪০-১৫০ কিলোমিটার গতির পাশাপাশি ৬-৮ মিটার লেংথে বল ফেলে ব্যাটারদের রীতিমতো সমস্যায় ফেলেছেন তিনি। মেন্টর ডোয়েন ব্রাভো এবং কোচ নায়ারের সঙ্গে আলোচনা করে নিজের বোলিংয়ে এই নতুনত্ব এনে দারুণ ফল পাচ্ছেন বলে জানিয়েছেন ২৬ বছরের এই পেসার।

২০২৪ থেকে ২০২৫ সালের মাঝামাঝি পর্যন্ত লাগাতার চোট উমরানের ছন্দে বড়সড়ো ধাক্কা দিয়েছিল। সেই কঠিন সময় পেরিয়ে আসার প্রসঙ্গে তিনি বলেছেন, 'ফাস্ট বোলারদের জন্য চোটের চেয়ে খারাপ কিছু হতে পারে না। চোট সারিয়ে ফিরে একই তীব্রতায় বল করা খুব কঠিন। তবে মানসিক জোর এবং সঠিক ডায়েট, ট্রেনিং ও পর্যাপ্ত ঘুমের মাধ্যমে আমি এখন পুরোপুরি ফিট।' তাঁর চূড়ান্ত লক্ষ্য, এই আইপিএলে প্রতিটি ম্যাচ খেলে এবং ভালো পারফর্ম করে ফের ভারতীয় দলে ফেরা। শেষবার ২০২৩ সালের জুলাই মাসে জাতীয় দলের হয়ে খেলেছিলেন তিনি।

কেকেআর শিবিরে বর্তমানে পেসার-সংকট চরমে। চোটের কারণে পেসার হর্ষিত রানা এবং আকাশ দীপ গোটা টুর্নামেন্ট থেকেই ছিটকে গিয়েছেন। এই পরিস্থিতিতে উমরানের সামনে এবার প্রথম একাদশে নিয়মিত সুযোগ পাওয়ার বিরাট সম্ভাবনা তৈরি হয়েছে। নাইট ম্যানেজমেন্ট এখন শুধু এটাই চাইছে যে, ভূস্বর্গের এই 'এক্সপ্রেস পেসার' গোটা টুর্নামেন্টে যেন ফিট থাকেন এবং ইডেনের বাইশ গজে গতির পাশাপাশি তাঁর নতুন 'স্লোয়ার' ম্যাজিক দেখাতে পারেন।

মারাদোনা ভগবান, ম্যাকটোমিনে যিশু : দিয়েগো জুনিয়ার

রোম, ২৪ মার্চ : নাপোলিতে দিয়েগো মারাদোনা ভগবান হলে স্কট ম্যাকটোমিনে যিশু। এমনটাই মত খোদ মারাদোনা-পুত্রের।

ফুটবল রাজপুত্রের সঙ্গে কোনও তুলনাতেই আসেন না স্কটিশ মিডিও ম্যাকটোমিনে। এই ধরনের কথাবার্তা নাপোলি জনতার কাছে দেশদ্রোহিতার শামিল। তা সত্ত্বেও খোদ মারাদোনা-পুত্র যখন তাঁকে নিজের পিতার উত্তরসূরি হিসেবে মনে করছেন, তখন বিষয়টা সবার দৃষ্টি আকর্ষণ করবেই।

গত ম্যাচে ক্যাগিলারির বিরুদ্ধে গোল করে নাপোলিকে জিতিয়েছিলেন ম্যাকটোমিনে। সেটা দেখেই দিয়েগো জুনিয়ার বলেছেন, 'আমার বাবার পর ম্যাকটোমিনেই নাপোলির সবচেয়ে প্রভাবশালী ফুটবলার। নাপোলিতে ঈশ্বর মারাদোনার রূপে আমাদের কাছে ছিলেন। কিন্তু আমার কাছে ম্যাকটোমিনে হল যিশু। ও একজন পরিপূর্ণ ফুটবলার।'

নাপোলির জনতার কাছে মারাদোনা ভগবান। নিজের সেরা সময়টাই এই ইতালিয়ান ক্লাবকে উৎসর্গ করেছিলেন ফুটবল রাজপুত্র। তাঁর মায়ায় এতটাই মোহিত ছিলেন নাপোলির জনতা যে, মারাদোনা ক্লাব ছাড়ার পর তাঁর দশ নম্বর জার্সিকে অবসরে পাঠিয়ে দেওয়া হয়। উলটোদিকে ম্যাঞ্চেস্টার ইউনাইটেড ছেড়ে গত মরশুমেই ইতালিয়ান ক্লাবটির জার্সি গায়ে চাপিয়েছিলেন ম্যাকটোমিনে। অভিষেক মরশুমেই দলকে সিরি আ চ্যাম্পিয়ন করেছেন। তা সত্ত্বেও মারাদোনার কৃতিত্বের ধারেকাছেও আসবেন না এই স্কটিশ মিডিও। তারপরেও মারাদোনা-পুত্রের মন্তব্য ফুটবল মহলে চাঞ্চল্য সৃষ্টি করেছে।

ম্যাচের সেরার ট্রফি নিচ্ছে কৃষময় দাস (বাঁয়ে) ও প্রীতম গোয়ালা।

৬ উইকেট প্রীতমের

আলিপুরদুয়ার, ২৪ মার্চ : ফ্রেন্ডস ক্রিকেট অ্যাকাডেমির উদ্যোগে এবং ডুয়ার্স কালচারাল ইউনিট, সলসলাবাড়ির সহযোগিতায় সলসলাবাড়িতে আয়োজিত অনূর্ধ্ব-১৩ কিডস কাপ ক্রিকেটে মঙ্গলবার চিলাখানা স্পোর্টস অ্যাকাডেমি ৯৮ রানে বি বি মেমোরিয়াল ক্রিকেট অ্যাকাডেমিকে হারিয়েছে। চিলাখানা টসে জিতে ২০ ওভারে ৭ উইকেটে ১৫৭ রান তোলে। রাকেশ আলি মণ্ডল ৩১ রান করে। ডেনজিল বুগুনটি ২০ রানে পেয়েছে ৩ উইকেট। জবাবে বি বি ১১.৩ ওভারে ৫৯ গুটিয়ে যায়। ডেনজিল ২৪ রান করে। ম্যাচের সেরা কৃষময় দাস ৫ রানে ফেলে দেয় ৩ উইকেট।

অন্য ম্যাচে বোড়োল্যান্ড ক্রিকেট অ্যাকাডেমি ১ উইকেটে জুবিলি ক্রিকেট অ্যাকাডেমির বিরুদ্ধে জয় পায়। জুবিলি টসে জিতে ১৫ ওভারে ৬২ রান অল আউট হয়। ফারহান হোসেন ২০ রান করে। ম্যাচের সেরা প্রীতম গোয়ালা ৬ রানে পেয়েছে ৬ উইকেট। জবাবে বোড়োল্যান্ড ১৯.৩ ওভারে ৯ উইকেটে ৬৩ রান তুলে নেয়। শ্রেয়ান চৌধুরী ২০ করে। আয়ুষ্মান ওরাওঁ ৫ রানে ৩ উইকেট নিয়েছে। *ছবি : আয়ুষ্মান চক্রবর্তী*

কিরণচন্দ্র ট্রফিতে জিতল বীরপাড়া, ফালাকাটা কলেজ

নিজস্ব প্রতিনিধি, শিলিগুড়ি, ২৪ মার্চ : উত্তরবঙ্গ বিশ্ববিদ্যালয়ের ক্রীড়া পর্ষদের কিরণচন্দ্র ট্রফি আন্তঃ কলেজ টি২০ ক্রিকেটে মঙ্গলবার ফালাকাটা কলেজ ৭৭ রানে হারিয়েছে আচার্য প্রফুল্লচন্দ্র রায় গভর্নমেন্ট কলেজকে। বিশ্ববিদ্যালয়ের মাঠে টসে হেরে ফালাকাটা ১৯.২ ওভারে ১৫৭ রানে অল আউট হয়। বিক্রমজিৎ দাসের অবদান ৫৯ রান। ত্রিদেব রায় ২৫ রানে অপরাজিত থাকেন। আক্রাম রাজা ১৬ ও আকাশ সিংহ ২৫ রানে নিয়েছেন ৩ উইকেট। জবাবে প্রফুল্লচন্দ্র ১৭.২ ওভারে ৮০ রানে গুটিয়ে যায়। আক্রাম ৪০ রান করেন। সুজন দাস ৩ ও প্রীতম সরকার ১৯ রানে পেয়েছেন ৩ উইকেট।

বীরপাড়া কলেজ ৬ উইকেটে জিতেছে সূর্য সেন মহাবিদ্যালয়ের বিরুদ্ধে। টসে হেরে সূর্য সেন ১০ ওভারে ৪ উইকেটে ৮১ রান করে। আমন যাদব অপরাজিত থাকেন ৩১ রানে। সংযোগ ভগৎ ৮ রানে ২ উইকেট নেন। জবাবে বীরপাড়া ৮.৩ ওভারে ৪ উইকেটে ৮৩ রান তুলে নেয়। প্রকাশ থাপা ২৬ রান রেখে এসেছেন। বুধবার খেলবে মুন্সি প্রেমচাঁদ কলেজ-শহিদ ক্ষুদিরাম কলেজ ও এনবিইউ ইউনিট-জলপাইগুড়ি ল কলেজ।

অম্বর রায় ট্রফি আজ থেকে

উত্তরের খেলা

বালুরঘাট, ২৪ মার্চ : অম্বর রায় ট্রফি অনূর্ধ্ব-১৩ ক্রিকেটে বালুরঘাট ভেনুর খেলা বুধবার শুরু হবে। নেতাজি স্পোর্টিং ক্লাবের মাঠে উদ্বোধনী ম্যাচে নামবে বিকাশ চৌধুরী ক্রিকেট কোচিং ক্যাম্প ও গঙ্গারামপুর ক্রিকেট কোচিং ক্যাম্প। প্রতিযোগিতার বাকি দলগুলি হল- টাউন ক্লাব ক্রিকেট কোচিং ক্যাম্প ও নেতাজি স্পোর্টিং।

চণ্ডীগড়ে ব্রোঞ্জ জয়ের পর প্রত্যুষ ভট্টাচার্য।

ডেফ ব্যাডমিন্টনে ব্রোঞ্জ প্রত্যুষের

জলপাইগুড়ি, ২৪ মার্চ : চণ্ডীগড় স্পোর্টস কমপ্লেক্সে জাতীয় ডেফ ব্যাডমিন্টনে ব্রোঞ্জ জিতলেন জলপাইগুড়ির প্রত্যুষ ভট্টাচার্য। প্রতিযোগিতায় তিনি সৌম্যদীপ চক্রবর্তীর সঙ্গে জুটি বেঁধে পুরুষদের ডাবলসে নেমেছিলেন। সেমিফাইনালে বিহারের প্রতিপক্ষের বিরুদ্ধে হেরে যাওয়ায় প্রত্যুষদের ব্রোঞ্জ নিয়ে সন্তুষ্ট থাকতে হয়। প্রতিযোগিতা নিয়ে কিছুটা ক্ষোভ প্রকাশ করেছেন দলের কোচ অভিষেক বসু। তাঁর অভিযোগ, 'ক্রীড়াসূচিতে কিছু অসামঞ্জস্য থাকায় খেলোয়াড়দের সমস্যার মুখে পড়তে হয়েছে। তারমধ্যেও প্রত্যুষের সাফল্য ইতিবাচক দিক।'

জেলা ভলিবল শুরু আজ

আলিপুরদুয়ার, ২৪ মার্চ : জেলা ক্রীড়া সংস্থার জেলা ভলিবল লিগ বুধবার শুরু হবে। যুব সংঘের মাঠে ২৬ মার্চ পর্যন্ত প্রতিযোগিতা চলবে। ৮টি দল অংশ নেবে।

চুক্তি বাড়ছে না ভালভের্দের

নিজস্ব প্রতিনিধি, কলকাতা, ২৪ মার্চ : এএফসি উইমেন্স এশিয়ান কাপের আগে ঢাকঢোল পিটিয়ে ভারতের মহিলা ফুটবল দলের হেড কোচের আসনে বসানো হয় অ্যামেলিয়া ভালভের্দেকে। তবে অল্প সময়ে কিছুই করতে পারেননি দীর্ঘ আট বছর কোস্টারিকা মহিলা দলের দায়িত্বে থাকা অ্যামেলিয়া। এশিয়ান কাপে ভরাডুবির পর তাঁর ওপর আর আস্থা রাখতে পারল না সর্বভারতীয় ফুটবল ফেডারেশন।

কেনিয়া সফরে দায়িত্বে ক্রিসপিন

ভালভের্দের সঙ্গে চুক্তিবৃদ্ধির পথে হাঁটছে না এআইএফএফ। এপ্রিলে ফিফা সিরিজে অংশ নিতে কেনিয়া সফরে যাবে ভারতের মহিলা ফুটবল দল। সেখানে হেড কোচের দায়িত্ব সামলাবেন ক্রিসপিন ছেত্রী। ওই সিরিজে ১১ এপ্রিল সেমিফাইনালে কেনিয়ার মুখোমুখি হবে ভারত। ওইদিনই সেমিফাইনালের অন্য ম্যাচে মালাউইয়ের মুখোমুখি হবে অস্ট্রেলিয়া। ১৫ এপ্রিল অনুষ্ঠিত হবে ফাইনাল ও তৃতীয় স্থান নির্ণায়ক ম্যাচ।

জরিমানা মহমেডানের

কলকাতা, ২৪ মার্চ : ইস্টবেঙ্গল ম্যাচে গ্যালারিতে দর্শক হাঙ্গামা করার জন্য দেড় লক্ষ টাকা জরিমানা করা হয়েছে মহমেডান স্পোর্টিং ক্লাবকে। ক্লাবের কার্যনির্বাহী সভাপতি মহম্মদ কামারুদ্দিন বলেছেন, 'ম্যাচের আয়োজক ছিল ইস্টবেঙ্গল। তাহলে আমরা কেন জরিমানা দেব। এই নিয়ে সর্বভারতীয় ফুটবল ফেডারেশনকে আমাদের পক্ষ থেকে জানিয়ে দেওয়া হয়েছে।' এদিকে, ডার্বিতে শোচনীয় পরাজয়ের পর ক্লাবের অন্দরে মেহরাজউদ্দিন ওয়াডুর কোচিং নিয়ে প্রশ্ন ওঠা শুরু হয়েছে। খুব শীঘ্রই তাঁর সঙ্গে বৈঠক করবেন ক্লাবকর্তারা।

LOVED IN 100 COUNTRIES

BAJAJ THE WORLD'S FAVOURITE INDIAN

ডেয়ারিং। এখন গোল্ড-এ।

pulsar N160

গোল্ড USD ফোর্কস, সিঙ্গল সিটের সঙ্গে

এক্স-শোরুম মূল্য ₹1 14 283/-*

25 বছর পূর্তি উদযাপন

₹7 000* পর্যন্ত সাশ্রয় করুন

₹3 000* পর্যন্ত ছাড় | শূন্য পিএফ | 5 ফ্রি সার্ভিস

PULSAR 125 মডেলে পাওয়া যায়*

PLATINA য় 3 000* টাকা ছাড়

₹7 500/-* পর্যন্ত অতিরিক্ত অফার Flipkart amazon.in তে পাওয়া যাবে।

pulsar DEFINITELY DARING

Ogilvy BEN

10 YEAR WARRANTY | BAJAJ SECURE • AMC • ROAD SIDE ASSISTANCE | 72198 21111 | SHRIRAM Finance | IDFC FIRST Bank ALWAYS YOU FIRST | BAJAJ AUTO CREDIT | L&T Finance | TATA CAPITAL Two Wheeler Loans

*নিয়ম ও শর্তাবলি প্রযোজ্য। 31শে মার্চ 2026 পর্যন্ত হ্যাট্রিক সাশ্রয় কার্যকর। উল্লিখিত সর্বমোট সাশ্রয় হল ক্যাশব্যাক, শূন্য প্রসেসিং ফি এবং 5টি ফ্রি সার্ভিসের (3 স্ট্যান্ডার্ড ফ্রি সার্ভিস এবং 2 অতিরিক্ত ফ্রি সার্ভিস) থেকে সর্বমোট সাশ্রয়ের পরিমাণ। ফ্রি সার্ভিসের সাশ্রয় নির্ধারিত লেবার চার্জের উদ্দেশ্যে। প্রযোজ্য অফারগুলি মডেল/রাজ্য হিসেবে ভিন্ন হতে পারে। শূন্য পিএফ-এ সাশ্রয় একেক জায়গায় একেকরকম হতে পারে যা নির্ভর করছে ফাইনান্সারের ওপরে। ফাইনান্স সম্পূর্ণরূপে ফাইনান্সারের বিবেচনাধীন। বিশেষজ্ঞেরা স্টান্টগুলি করেছেন, পেশাদারি তত্ত্বাবধানে, নিয়ন্ত্রিত ও বদ্ধ পরিবেশে, জনসাধারণ অথবা সরকারি রাস্তা থেকে বিচ্ছিন্ন হয়ে। এই স্টান্টগুলি নকল করবেন না এবং সর্বদা ট্রাফিক ও সুরক্ষামূলক আইন মেনে চলুন। পালসার 125 অফার নিওন ও কার্বন ফাইবার মডেলে। Pulsar N160 USD সিঙ্গেল সিট ভ্যারিয়েন্টে ই-কম অফার, সংশ্লিষ্ট ই-কম পার্টনারের শর্তাবলী সাপেক্ষে। ই-কম অফার পার্টনার ভেদে ভিন্ন হতে পারে।

Authorised Dealers for BAJAJ Auto Ltd.: • **Siliguri Burdwan Road** SILIGURI BAJAJ: 9933491111, 7908297705 • **Siliguri Sevoke Road** SILIGURI BAJAJ: 8101637447, 8170062878 • **Jalpaiguri** SILIGURI BAJAJ 9800484333, 9717458875 • **Alipurduar** SILIGURI BAJAJ 9832407999 • **Malda** PLANET BAJAJ: 8016077533/44 • **Malda** PLANET BAJAJ: 8016077533/44 • **Malda** PLANET BAJAJ: 8016077533/44 • **Mangalbari** PLANET BAJAJ :9679997998• **Balurghat** PLANET BAJAJ: 9733310021 • **Cooch Behar** BRAHMACHARI BAJAJ: 8373050491/92/93 **Mathabhanga** BRAHMACHARI BAJAJ: 8373050493 •**Raiganj** BAJAJ WHEELS 8391890763 •**Kaliyagnaj** BAJAJ WHEELS 9382830461 • Tungidighi BAJAJ WHEELS 9547525283 •Karandighi BAJAJ WHEELS 8509047694 •**Sahapur** BAJAJ WHEELS 9593825338 •**Baidara** BAJAJ WHEELS 9733715747